সেবা

ওয়েস্টার্ন

সুবর্ণ সমাধি

ডিউক জন

বইঘর নিবেদন

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

সুবর্ণ সমাধি

ডিউক জন

'সেনিয়োর...'

'বলো,' হাঁটবার ওপরেই বলল মেকসিকান।

'তুমি কি বলতে পারবে, এখানে সোনা এল কেমন করে?'

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আলভারো। মহিলার দিকে তাকাল। হতভম্ব দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'তুমি জানো না?'

বিভ্রান্তির দোলনায় দুলতে লাগল মেরি। 'কী জানি না, সেনিয়োর?'

'সোনা তো এখানে আসেনি, সেনিয়োরা। বরাবর ছিল।'

'জানি তো।' ঠোঁট মুড়ে হাসল রোজমেরি। 'সোনার খনি। আমি আসলে জানতে চাইছি, কী করে তৈরি হয় সোনা। জানো তুমি?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল মেক্স। হতাশায় মাথা নাড়ছে। 'খনি নয়, সেনিয়োরা...খনি নয়! আয়-হায়, কোথায় আছ তুমি!'

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

সুবর্ণ সমাধি

ডিউক জন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8332-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৪

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail,cor

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

SUBORNO SOMADHI
A Western Novel
by:Duke John

উনসত্তর টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বাংলা ওয়েস্টার্ন কাহিনির জনক
প্রয়াত **কাজি মাহবুব হোসেন** স্মরণে।

তাঁর লেখা 'জ্বলন্ত পাহাড়' বইটি
আমার পড়া প্রথম ওয়েস্টার্ন।

ওয়েস্টার্ন

সুবর্ণ সমাধি

ডিউক জন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

ভূমিকা

রহস্যপত্রিকাতে প্রকাশিত
নিজের এক লেখায় মন্তব্য করেছিলাম:
'...সেই ওয়াইল্ড-ওয়াইল্ড
ওয়েস্টের যুগেও জন্মটা হতে পারত।
তখন হয়তো কোমরের দুইপাশে
দুটো সিক্সগান ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।
গোল্ড রাশের সময় হলে হয়তো
হয়ে যেতাম স্বর্ণসন্ধানীদের একজন।'

টিংকু ভাইয়ের (কাজী শাহনূর হোসেন)
কাছে চির-কৃতজ্ঞ রইলাম।
তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ওয়েস্টার্ন লেখকদের
তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেললাম।
ডিউক জন

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল। **ইসমাইল আরমানঃ** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর। **আদনান শরীফঃ** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেনঃ** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল **ডিউক জন** সুবর্ণ সমাধি।

কাজী মায়মুর হোসেন

স্বপ্নের খামার+সীমান্তে বিরোধ+ শক্তপাল্লা ১১৬/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মরণডাক ৭৫/-

কাজী মায়মুর হোসেন/সায়েম সোলায়মান

শিকড়+সঙ্কট ৯৩/-

কাজী শাহনূর হোসেন/

গোলাম মাওলা নঈম/সায়েম সোলায়মান

লোভের ফাঁদে+সামনে বিপদ+ষড়যন্ত্রের জাল ১৪৪/-

কাজি মাহবুব হোসেন

ক্ষিপ্তঘাতক+ধোঁকাবাজ ৮২/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়+জ্বালা ১০৬/-

রওশন জামিল

বাথান ১+২ ৮২/-

সন্ধান+ছায়াশত্রু ৯০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

বইঘর.কম

এক

সিকামোর গাছটার ছাল-বাকল নেই। অনেক বড় আর পুরানো। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খামারবাড়ির আঙিনায়।

এক পায়ে।

নিরালা আকাশটাকে ছুঁতে চাইছে যেন মাথা।

গাছটা একা নয়। তবে তার ভাই-বেরাদাররা একটু দূরে-দূরে নিজেদের সংসার পেতেছে। অভিজাত আর গরিব আত্মীয়ের মাঝখানের ফারাকটা যেমন হয়।

প্রকাণ্ড মহীরুহটা যেন গার্ডিয়ান অ্যানজেল। নিজের ছায়ার নীচে আগলে রেখেছে এ-বাড়ির বাসিন্দাদের। ছায়াটা অদ্ভুতুড়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, রানশহাউসের পটভূমিতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা বিড়াল।

১৮২৬ সাল।

বসন্তকাল।

বাতাসে কেমন একটা সুগন্ধ। লোকাস্টের বনে ফুল ফুটেছে।

অপরাহ্নের শেষ আলো কাঁপছে তরুণ এলম গাছের পাতায়।

বিকেলের সূর্যের ক্রম-ঘনায়মান লালিমাতে কী রকম একটা উদাস করা আমেজ। বুকের গহীন থেকে হু-হু অনুভূতি উঠে

আসতে চায়।

পোর্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোজমেরি মিলফোর্ড। সাতচল্লিশ বছর বয়সী নীল চোখ জোড়ায় বিষাদের ধুপছায়া। দূর-দিগন্তে হারিয়ে গেছে দৃষ্টি।

অনেক দূরের পথ পেরিয়ে নীলচে পাহাড়ের চূড়ায় তাঁবু গেড়েছে জিপসি মেঘের দল। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই তা-ই করছে। নীল-নীল, ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ জমে থাকে ওখানে সব সময়। ঋতুর তোয়াক্কা করে না। পর্বতমালার আদিম নিঃসঙ্গতা তাতে কতটুকু ঘোচে, বুঝবার উপায় নেই। পাহাড়ের গম্ভীর চেহারা দেখে ঠাহর করা মুশকিল।

ছোটখাটো গড়নের বনেদি চেহারার মহিলা রোজমেরি। একসময়কার মসৃণ ত্বক কমনীয়তা হারিয়েছে। সোনালী অরণ্যে দুই-এক গোছা চুল রূপালী রং পেয়েছে পোড় খাবার কারণে। তবে চোখ জোড়া আগের মতই অতলস্পর্শী।

পেছনে রেখে আসা হিরণ্ময় দিনগুলোর হাতছানিতে স্মৃতিকাতর হয়ে আছে রোজমেরির মন। তা ছাড়া আজকের আবহাওয়াটাও জানি কেমন। ঠাণ্ডা। ভিজে-ভিজে।

সচরাচর আলটা ক্যালিফোরনিয়াতে বেশ গরম পড়ে যায় এ সময়। বিকেলের দিকে ভাপ উঠতে থাকে মাটি থেকে। বাতাস ভারী করে তোলে।

কোন্ নিরুদ্দেশ থেকে নস্টালজিয়ার আঘ্রাণ বয়ে আনছে বাতাস। হয়তো এই মুহূর্তে বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে। শেষ মার্চের বাউণ্ডুলে হাওয়ার তাড়া খেয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে মেঘের দঙ্গল। আত্মোৎসর্গ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বইঘর.কম

গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়া এই বৃষ্টির অপূর্ব একটা নাম দিয়েছে ইনডিয়ানরা– ঈশ্বরের অশ্রু।

দক্ষিণে, অর্থাৎ পথের দিকে মুখ করে রানশহাউসটা।

নামেই খামারবাড়ি।

এই পরিবারটির রমরমা অবস্থা কখনওই ছিল না।

রানশের ডানে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। বাঁয়ে কাঁটাতারের বেড়া। চলে গেছে সমান্তরাল ভাবে।

বেড়ার এপাশে পাতাবাহারের ঝাড়। প্রাকৃতিক আরেকটা বেড়া তৈরি করেছে। ধাতব কাঠিন্যে কোমল পরশ দেবার চেষ্টা। দেখলে মনে হয়, সবুজ পাতার ওপরে কোনও চিত্রকর হলুদ রং ছিটিয়েছে তুলি দিয়ে।

বাড়ির চারধারে রক্তলাল বোগেনভিলিয়ার ছড়াছড়ি। রঙের ভারসাম্য রাখতে লাগানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে মেকসিকান[১] কাণ্ট্রিসাইডের এক টুকরো ছবি।

এককালে হ্রদ ছিল এখানে। রানশটা তৈরি হয়েছে মৃত হ্রদের তলায়। বহুকাল আগে জোরাল ভূমিকম্পের ফলে দুই ভাগ হয়ে যায় লেকের তলদেশ। সমস্ত পানি ভূগর্ভে সরে যায়। ঠেলা খেয়ে উঁচু হয়ে যায় উত্তর দিকের পাড়।

টেরেসের সিঁড়িতে বসে আছে জ্যাসন মিলফোর্ড। ছোট একটা হলদে পাখির দিকে তাকিয়ে আছে আনমনা হয়ে।

ঠোকর দিয়ে একটা ঘাসফড়িং ধরেছে পাখিটা। কায়দা করে

---

১. ক্যালিফোরনিয়া– আজকের আমেরিকার এই স্টেট ১৮৪৮ সালের আগে মেকসিকোর অংশ ছিল।

গিলছে জ্যান্ত সবুজ পোকাটাকে। ভেতরের দিকে মাথা।

বেঁচে থাকবার অদম্য বাসনায় লম্বা পাগুলো ছুঁড়ছে হতভাগ্য পতঙ্গ।

বৃথা।

কোনও আশা নেই ওটার। মরণ লেখা হয়ে গেছে অদৃষ্টে।

দারুণ একটা ভোজ শেষ করে তৃপ্তির সাথে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে পাখিটা। মানুষ হলে নির্ঘাত 'ঘোউক' করে ঢেকুর তুলত।

মাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল জ্যাসন। মারলো ট্রাউজারের উরুতে ঠাণ্ডা হাত ঘষতে লাগল।

'জেস, ওরা কি আসছে? দেখা যায়?'

বারান্দার কাঠের রেলিং-এ এক পা উঠিয়ে দিয়েছে রোজমেরি। ঘরে বোনা পাতলা একটা সোয়েটার তার গায়ে। গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে দিয়েছে।

গোল ফ্রেমের চশমাটা তর্জনি দিয়ে নাকের ওপরে ঠেলে দিল জ্যাসন। দাঁড়াবার জন্যে পিঠটা কুঁজো করতেই উড়ে গেল পাখিটা।

সিধে হলো সে। কোল্টার শার্টের গোটানো আস্তিন খুলে সমান করতে শুরু করল। শীত লাগছে। বোতাম আটকাল কবজির। সামনে ছড়ানো ব্রোঞ্জ-রং জমির এমাথা-ওমাথা ঝাঁট দিয়ে এল ধূসর চোখের দৃষ্টি।

প্যান্টের পকেটে হাত ভরল জ্যাসন। 'না, মা। এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

'আসবে।' মলিন হাসল রোজমেরি। 'এই দিনটার জন্য

বইঘর.কম

অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে ট্যাটাম।'

'দাদা যদি থাকত এ সময়...'

জ্যাসনের গলার স্বরে কনফিডেন্সের অভাব। শেষ বিকেলের রোদ লাগা নদীর মত চকচক করছে চোখ। কাতর দৃষ্টিতে বিষাদ।

ছেলের অসহায়তা বুঝতে পারছে রোজমেরি।

সরল, সাদাসিধে যুবক জ্যাসন। ব্যতিক্রম। ওর বড় ভাইয়ের মত নয়।

যুগের হাওয়া দাবি করলেও মারমুখো রাগী ভাব নেই জেসের মধ্যে। চেহারাতে মায়া। আত্মসমর্পণের মেয়েলি একটা ধরন আছে। চোখে সব সময়ই খানিকটা খামখেয়ালিপনা লেগে থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের চেহারাটা ভেসে উঠল রোজমেরির মানসপটে।

জোহান মিলফোর্ড তার বাপের মতই দেখতে হয়েছে। অনেকটা যেন কার্বন-কপি। ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা। বিশাল কাঁধ আর প্রশস্ত বুক। মেদহীন শরীরে সবল পেশি।

তার কাছ থেকে পেয়েছে কেবল চোখ।

এমনকী স্বভাবও পেয়েছে জেরির। কঠিন ধাঁচের। তাই বলে কাঠখোট্টা নয়। বাকপটু। মিষ্টভাষী। আইরিশ ব্লু চোখের তারায় ঝিকমিক করে বুদ্ধির ছটা। উইটের সঙ্গে সেন্স অভ হিউমারের মিশেল তার চরিত্রের কর্কশ অংশটা ঘষে ঘষে মসৃণ করে তুলেছে।

সে থাকলে...

বসুন্ধরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। এ-বাড়ির বড় কর্তা বেঁচে নেই। দুটো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের মা হলেও জো-ই তার অন্ধের যষ্টি।

কিন্তু সে-ও তো থেকেও নেই!

বারান্দার একটা পোস্টের গায়ে হেলান দিল রোজমেরি।

'কী মনে হয় তোর, জেস? আইন কি আমাদের পাশে দাঁড়াবে?' আশাবাদী হতে চাইছে মহিলা।

'না, মা,' দুরাশার সুর ধ্বনিত হলো জ্যাসনের কণ্ঠে। 'মিস্টার অ্যালান ও'ব্রিয়েনের সাথে কথা বলেছি আমি...'

'কে সে?' কথায় বাধা দিল রোজমেরি। এই নামটা মহিলা আগে কখনও শোনেনি। লোকটার কী ভূমিকা, আন্দাজ করতে পারছে না।

'তুমি চিনবে না, মা। আমার এক ছাত্রের বাবা,' খোলাসা করল জ্যাসন।

'ও।'

'ভদ্রলোক ল পড়েছে, তবে শেষতক আর আইন-পেশায় যায়নি। আমি তার কাছে আইনী পরামর্শ চেয়েছিলাম...'

মহিলার গ্রীবা সামান্য উঁচু হলো। 'তো, কী বলল মিস্টার ও'ব্রিয়েন?'

ঠোঁট ওল্টাল জ্যাসন। মাথা নেড়ে বলল, 'কোনও ভরসা দিতে পারল না। এগ্রিমেন্টটা যদিও মৌখিক, অথেনটিসিটি নেই, তারপরও আইন ট্যাটামের পক্ষেই কথা বলবে।'

'অন্য কোনও সাজেশন দেয়নি?'

'নৌপ।'

নীরবতা নেমে এল মা ও ছেলের মধ্যে।

খানিক পরে রোজমেরি বলে উঠল, 'জো নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করে ফেলত,' নিজেকেই নিজে প্রবোধ দিল যেন।

বইঘর.কম

'মিছেই আশা করছ তুমি, মা!' গুঙিয়ে উঠল জ্যাসন। 'আমি অনেক ভেবেছি। কোনও রাস্তা খোলা নেই আমাদের সামনে। এখন বরং ভাবতে হবে, কোথায় যাব আমরা।'

'পারবি তুই যেতে?' প্রশ্ন তো নয়, যেন চাবুক ছুঁড়ল রোজমেরি।

'আর তো কোনও উপায় দেখছি না, মা!' অসহায় একটা মুখভঙ্গি করে বলল জ্যাসন।

'এখানে তোর বাবার কবর আছে...' গলাটা কাঁপছে রোজমেরির, 'পারবি তুই কতগুলো অনাত্মীয় লোকের মাঝে মানুষটাকে একলা ফেলে রেখে যেতে?' ক্রন্দনের একটা স্রোত উথলে উঠতে চাইছিল, ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলাল প্রৌঢ়া।

এ কথার কোনও জবাব হয় না।

বাড়ির পেছনে, ডুমুর গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে সিনিয়র মিলফোর্ড। যেতে হলে তাকে রেখেই যেতে হবে। এ ছাড়া উপায়ই বা কী!

ভাবাবেগের ঝড় বইছে রোজমেরির বুকের ময়দানে। 'এ জায়গা ছেড়ে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। এটা তোর বাবার নিজের হাতে গড়া রানশ। এই বাড়ি... এই ঘর... এখানে জন্মেছিস তোরা দুই ভাই, বড় হয়েছিস। কত যে স্মৃতি এর প্রতিটা ইঞ্চিতে! ...তুই বুঝবি না, জেস!' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মিসেস মিলফোর্ড।

'বুঝি, মা, বুঝি,' মা ওকে ভুল বুঝছে দেখে আহত বোধ করছে জ্যাসন। 'কিন্তু আইন আর জিল ট্যাটাম তোমার সেন্টিমেন্ট

বুঝলে হয়!'

আবার চুপ করে গেল দু'জনে। অলস কানে শুনতে লাগল গাছের সাথে বাতাসের ফুসুরফুসুর।

লোকাস্টের চিরল পাতায় সিকাডার তীক্ষ্ণ দাঁত ঘ্যাচ-ঘ্যাচ শব্দে কোদাল চালাচ্ছে যেন। বিরামহীন, ছন্দবদ্ধ আওয়াজটা যেন বিকেলবেলার ধুন।

বইঘর.কম

দুই

এবারও রোজমেরি নীরবতা ভাঙল, 'কী ভাবছিস, জেস?'

মায়ের দিকে তাকাল জ্যাসন। 'ভাবছি, সোনার কিংবদন্তিটা যদি সত্যি হত!'

'ওটা কিংবদন্তি নয়, জেস। সত্যিই।'

'আমার সন্দেহ আছে, মা।'

'আমি বলছি, জেস, ওটা সত্যি,' জোর দিয়ে বলল মিসেস মিলফোর্ড। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'নিজের চোখে দেখেছ মানে! কোথায়?' চশমার কাচের ওপাশে বড়-বড় হয়ে উঠেছে জ্যাসনের চোখ দুটো।

'তোর বাবার কাছে।'

'বাবা–' বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল জ্যাসনের। চোয়াল ঝুলে পড়ল। তথ্যটা হজম করবার চেষ্টা করছে। কোনও রকমে উচ্চারণ করল, 'বলো কী, মা!'

ছেলের বিস্ময় দেখে হাসল রোজমেরি। 'কেন, তোর কি একবারও মনে হয়নি, রানশটা দাঁড় করাবার টাকা এল কোত্থেকে?'

'সোনা, তা ভাবিনি,' ফাঁপা গলায় বলল জ্যাসন।

'আমিও তোর মতন অবাক হয়েছিলাম,' সান্ত্বনার সুরে বলল রোজমেরি, 'যখন নিজের চোখে দেখলাম।'

'দাদা জানে?'

'না।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'কোন্‌টা?'

'এই যে... এদ্দিন ধরে চেপে রেখেছ তোমরা ব্যাপারটা! কেন, মা?'

'তোর বাবা চেয়েছিল, বিষয়টা গোপন থাকুক।'

'এমনকী আমাদের কাছেও!' আহত আত্মাভিমান প্রকাশ পেল জ্যাসনের কথায়।

'রাগ করিস না!' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল রোজমেরি, 'এখন তো বললাম!'

'না, রাগ করছি না। আমার হাসি পাচ্ছে।' কিন্তু হাসছে না জ্যাসন।

'হাসি পাবার কারণ কী?'

'হাসি পাবে না! কে-না-কে সোনা পেয়েছে বলে শুনে এসেছি এদ্দিন! এখন শুনছি, বাবাও তাদের একজন!' এবার হাসল জ্যাসন। ঝকঝকে সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

রোজমেরি হাসবে কি না, বুঝতে পারছে না।

আড়ষ্ট একটা পরিবেশ।

পরের কথায় যাবার আগে একটু বিরতি নিল জ্যাসন। 'কবেকার ঘটনা এটা, মা?'

মনের গুমোট ভাবটা কেটে যাবার সম্ভাবনা দেখে হাঁপ ছাড়ল

বইঘর.কম

রোজমেরি। 'তোদের জন্মের আগে। এই রানশ তখনও তৈরি হয়নি। ছোট একটা লগ-কেবিনে থাকতাম আমরা।'

পুরানো স্মৃতি মনে পড়াতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জ্যাসনের মায়ের মুখ। রোমন্থনে মজে গেল মহিলা। ভাবছে, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না!

'মা!' ডাক দিল জ্যাসন।

'হুঁ?' সম্মোহিত মানুষের গলায় সাড়া দিল রোজমেরি।

'কোথায় হারিয়ে গেলে?'

মহিলার মন থেকে আচ্ছন্নতা কেটে গেল পুরোপুরি। 'কই, এখানেই তো আছি।'

'সোনার কথা বলো, মা!' তাগাদা দিল জ্যাসন। 'কোথায় সোনা পেয়েছিল বাবা?'

'জানি না।'

'কেন, জিজ্ঞেস করোনি তুমি?'

'করিনি আবার! অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। বলেনি।'

'কিন্তু কেন?' বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটল জ্যাসনের কথায়।

এর উত্তর মিসেস মিলফোর্ডের কাছে নেই।

জ্যাসনের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। জিজ্ঞেস করল, 'কী পরিমাণ সোনা পেয়েছিল বাবা?'

'স্রেফ একটা পিণ্ড। বড় জোর রসুনের সমান হবে।'

'মাত্র!'

'সেটাই বা ক'জনে পায়!'

'তা অবশ্য ঠিক,' সহমত প্রকাশ করে মাথা ঝাঁকাল জ্যাসন।

'তোর বাবা একদিন বলল, সে কয়েকটা দিন বাড়িতে থাকবে

না। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাবে?"

'বলল, "ফিরে এসে বলব।" '

'রহস্য করল কী জন্য? সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল নাকি?'

'মনে হয়।'

'এরপর সোনা নিয়ে ফিরল, না?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল জ্যাসন।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বলেনি, কোথায় গিয়েছিল!'

না-সূচক মাথা নাড়ল রোজমেরি।

'তুমি জানতে চাওনি?'

'চেয়েছি। এড়িয়ে গেছে,' শুকনো গলায় বলল মহিলা।

রেলিং-এর ওপরে নিতম্ব ঠেকিয়ে দাঁড়াল জ্যাসন। 'জায়গাটার কথা লিখে রাখতে পারে কোথাও... কোনও ডায়েরি-টায়েরিতে...'

'নেই।'

'এত শিয়োর হচ্ছ কী করে?'

'কারণ,' কথার মাঝে সামান্য একটু যতি দিল রোজমেরি। 'তোর বাবার সমস্ত ডায়েরি আর জার্নাল আমার পড়া। সোনা নিয়ে একটা কথাও লেখা নেই কোথাও।'

'কোনও নোট-টোটও রেখে যায়নি? কোনও বইপত্র বা চিঠিতে?' সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করল ছেলে।

'কিচ্ছু না!' মহিলা জোর গলায় বলল।

অসমর্থনসূচক মাথা নাড়ল জ্যাসন। নিয়তির এই নির্মম পরিহাস মানতে পারছে না। 'না, মা। কোনও-না-কোনও ক্লু নিশ্চয়ই আছে। তুমি ভাল করে মনে করে দেখো।'

'আমি কেবল জানি, জায়গাটা উত্তরে কোথাও... পাহাড়ে,' নিভু নিভু হয়ে পড়া আশার সলতে সামান্য একটু উসকে দিল মিসেস মিলফোর্ড।

এটা একটা সূত্র। তবে ভাল সূত্র বলা যাবে না। খোলা মাঠে আলপিন খুঁজবার শামিল। তারপরও তো একটা নিশানা পাওয়া গেল!

'ব্যস, এ-ই? আর কিছু নয়?'

কী জানি মনে পড়ি-পড়ি করেও ধরা দিচ্ছে না।

একটা নাম। পেটে আসছে। কিন্তু মুখে আসছে না রোজমেরির।

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

সম্মুখপানে দৃষ্টি ফেরাল মিসেস মিলফোর্ড। অদৃশ্য হাতে মগজের কোষগুলো হাতড়ে দেখছে মন।

এতক্ষণে মনে পড়া উচিত ছিল নামটা। পড়ছে না কেন!

সহসা বিকন জ্বলে উঠল যেন রোজমেরির দুই চোখে। আলোটা ছড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে মুখে।

'আলভারো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা।

আরেকটা সূত্র?

আশান্বিত হয়ে উঠল জ্যাসন। 'কে এটা?'

'লোকটা তোর বাবার সাথে ছিল।'

'তুমি দেখেছ তাকে?'

'না। তোর বাবার মুখে শুনেছি এই নাম। সোনা নিয়ে ফিরবার পর কথায় কথায় একদিন জেরি বলছিল, ট্রেইলটা কী

রকম রুক্ষ। বলল, "জান বেরিয়ে গেছে আমাদের সেখানে পৌঁছাতে!"

' "আমাদের" শব্দটা শুনে স্বভাবতই কৌতূহল হলো আমার। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার সাথে কি আর কেউ ছিল?"

"হ্যাঁ, মেরি। আলভারো," বলল তোর বাপ। জানতে চাইলাম, লোকটা কে। বলল, "ফ্রেণ্ড।"

'এটুকুই জানি আলভারো সম্বন্ধে।'

'নাম শুনে তো মনে হচ্ছে– মেকসিকান।'

'স্প্যানিশও হতে পারে।'

'ইতালিয়ান বা পর্তুগিজদেরও এরকম নাম হয়। নামের আগে-পরে কিছু নেই?'

'আছে নিশ্চয়। আমার জানা নেই।'

'তা হলে তো একটু মুশকিল হয়ে গেল।' দুই হাত বুকের সাথে বাঁধল জ্যাসন। 'একজন-দুইজন নয়, খুঁজলে এই নামে গোটা একটা দল পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

তিন

ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে দূরে। মিসেস মিলফোর্ডই দেখতে পেল প্রথমে।

মায়ের চোখে উত্তেজনা আবিষ্কার করে সিধে হলো জ্যাসন।

সে-ও দেখল। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কাছিয়ে আসবার সাথে সাথে বড় হচ্ছে মেঘটা।

ঘাসহীন ধু-ধু প্রান্তরে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায়ই দেখা যায়, একরাশ ধুলো পাক খেতে খেতে মাটিতে লেজ আছড়ে ছুটে যাচ্ছে অনিকেত প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

গরম বাতাসের ঢেউ তৈরি করে এই ধূলিমেঘ।

তবে এটা ওই জিনিস নয়।

'ওরা বোধ হয় চলে এসেছে!' কথা বলে উঠল জ্যাসন।

'আসতে দে।'

নিষ্কম্প গলায় বলল বটে, কিন্তু পেটের মাঝে প্রজাপতির ওড়াউড়ি অনুভব করছে রোজমেরি। এক শ' ছাপ্পান্নতম বারের মত উপলব্ধি করল, জিল ট্যাটামের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয়াটা অবিবেচকের কাজ হয়ে গেছে একদম।

অবশ্য আর কোনও উপায়ও যে ছিল না!

ছিল কি?

সময়টা খারাপ। হাতে টাকা নেই। বীজ আর অন্যান্য জিনিস কিনবার জন্যে দরকার ছিল টাকা। সময়মত ফসল ফলাতে না পারলে মাঠে মারা যেত এবারের মরসুমটা। ...যেচে টাকা ধার দিতে চাইল জিল ট্যাটাম।

কিন্তু শেষ অবধি কী লাভ হলো? শূন্য গোলা তো শূন্যই রয়ে গেল!

এরই মধ্যে কয়েকবার ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিয়েছে ট্যাটাম। আজকে বোধ হয় লাস্ট ওয়ার্নিং দেবে।

ধুলোর ব্যাকগ্রাউণ্ডে দৃশ্যমান হলো চারটে মূর্তি। দূরত্ব কমবার সাথে হাত, পা, মাথা গজাল তাদের। একসময় পরিপূর্ণ কাঠামো নিয়ে দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো রাইডাররা। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে।

আরও কাছে আসতে পরিষ্কার দেখা গেল চার অশ্বারোহীর চেহারা। ক্ষণকাল পরে রানশের উঠানে দাঁড়িয়ে খুর ঠুকতে লাগল তাদের ধূলি-ধূসরিত ঘোড়াগুলো।

নিজের সামাজিক অবস্থান বুঝিয়ে দেবার ব্যাপারে সর্বদাই সচেতন জিল ট্যাটাম। তিন পরত কাপড় গায়ে চড়িয়েছে সে। নিখুঁত ছাঁটের চমৎকার ব্লেজারের নীচে ম্যাডিসন ভেস্ট। সাদা শার্টের কলার থেকে ঝুলছে কালো স্ট্রিং টাই। একই রঙের স্ট্রাইপের সুইং প্যান্ট শরীরের নিম্নভাগের শোভাবর্ধন করছে। পায়ে স্প্যানিশ চামড়ার শু।

তার পাশের লোকটা...

বিরাট শরীরের জিল ট্যাটামের পাশে তাল পাতার সেপাইকে

দেখে শীতল রক্ত বইতে লাগল জ্যাসনের ধমনিতে।

চিন মুয়েলার!

ফ্যাশনে চোস্ত ব্যবসায়ীর সাথে এই লোক কেন?

দিশেহারা বোধ করল জ্যাসন।

আজকেই সে প্রথম দেখল চিন মুয়েলারকে। কিন্তু বহুদিন ধরে তার কথা শুনে আসছে। বর্ণনা শুনতে শুনতে লোকটার বাহ্যিক চেহারা খোদাই হয়ে গেছে মনের মধ্যে– এমন ভাবে যে, দেখামাত্র চিনতে পেরেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদে বৈশিষ্ট্যহীন, তবে দেখবার মত চেহারা মুয়েলারের। বুলেটের মত সরু মাথা। ভাঙা নাক। চাউনি ধূর্ত। ক্ষুধার্ত শেয়ালের শঠতায় ভরা।

লোকটা দো-আঁশলা। আধাআধি পরিমাণ ওলন্দাজ রক্ত বইছে শরীরে।

মুয়েলার সম্পর্কে শোনা কয়েকটা কথা মনে পড়ল জ্যাসনের।

মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুরতার সীমা নেই লোকটার। এক কথায়– স্যাডিস্ট। নির্যাতন করে মজা পায়।

বদমাশটা আর তার সিক্সগান– দুটোই ভয়ানক চরিত্র। একসাথে মিলে অসংখ্য লোকের প্রাণ হরণ করেছে। সঠিক সংখ্যাটা কত, সেটা কেউই জানে না। টেকসাসের অসটিনে তো রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল এই খুনি। অথচ কোথাও কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না।

শোনা কথায় নাকি কান দিতে নেই। কিন্তু সামনাসামনি চিন মুয়েলারকে দেখে এদ্দিন ধরে তার ব্যাপারে যা শুনেছে, তার কোনওটাই রটনা কিংবা অলীক কাহিনি বলে মনে হলো না

জ্যাসনের।

খুব কম লোকই জানে, কখন-কোথায় পাওয়া যাবে মুয়েলারকে। যেখানে-সেখানে চেহারা দেখায় না বলে এই নামটা প্রায় মিথ।

আবার মনে হলো জ্যাসনের কথাটা। জিল ট্যাটামের সাথে তার কী?

অনেকটা জোর করে মুয়েলারের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিল জ্যাসন। বাকি দুইজনের দিকে নজর দিল।

দুইজনকেই চেনে সে।

জেব্রা ডানের পিঠে যে বসে আছে, তার নাম ক্রিস টাকার। ভাসা ভাসা, ভাবলেশহীন বিড়াল-চোখের চাপাভাঙা চরিত্র।

সে-ও ব্যবসায়ী। তার বৈধ ব্যবসাটা একটা ক্যামোফ্লাজ। সমাজে স্ট্যাটাস বজায় রাখবার খাতিরে এই অবগুণ্ঠন তৈরি করেছে লোকটা। কিন্তু যারা জানে, তারা জানে যে, আদতে সে স্মাগলার। তার জিগরি দোস্তদের প্রায় সবাই মার্কা মারা আউট-ল।

ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি উঁচু কলারঅলা কোট ক্রিস টাকারের গায়ে। মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট।

চতুর্থ লোকটার নাম শর্টি। ছদ্মনাম সম্ভবত। কারণ, নামের আগে-পিছে কিছু নেই। নিজের আকার-আকৃতির কারণেই হয়তো এ নাম পেয়েছে সে কারও কাছ থেকে। কালক্রমে সেটা স্থায়ী হয়ে গেছে।

বাঁটকু। গাট্টাগোট্টা। মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়। এমনিতেই কুৎসিত দেখতে, তার ওপরে ডান গালে একটা

বইঘর.কম

পুরানো জখম শর্টির চেহারাটা আর দর্শনযোগ্য রাখেনি। ছুরিকাঘাতের ফল। লম্বালম্বি ভাবে চিরে গেছে গালের চামড়া।

গোটানো আস্তিনের নীচে রোমশ হাত লোকটার। চোখ দুটো এত ছোট, যেন সারাক্ষণ বুজে আছে।

বাকস্কিন শার্ট আর খচ্চরের চামড়ার প্যান্ট শর্টির পরনে। টুপিটা দাবিয়ে পরেছে।

দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল জ্যাসনের কপালে। চিন মুয়েলারের ঠোঁটে বাঁকা হাসি দেখে ভাঁজের সংখ্যা বাড়ল। ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা লোলুপ দৃষ্টিতে। অশ্লীল ভাবে জিভ বের করে শুষ্ক ঠোঁট ভেজাল।

'মিস্টার ট্যাটাম,' মুখ খুলল মিসেস মিলফোর্ড। 'কোনও ফায়দা হবে না তোমার। আমাদের হাত একদম খালি।'

মাদার হাবার্ড স্যাডল থেকে নামবার জন্যে ঝুঁকেছিল জিল ট্যাটাম, সেই অবস্থা থেকে ফের সোজা হলো। প্রত্যেকটা শব্দ অভিনিবেশের সাথে শুনল সে। দেখো-দেখি-কী-বলে গোছের একটা হাসি ফুটে উঠল তার সরু করে ছাঁটা গোঁফের নীচে।

চওড়া ব্রিমের ফ্ল্যাট ক্রাউন হ্যাট সামান্য আলগা করে রোজমেরি মিলফোর্ডকে সম্মান দেখাল জিল ট্যাটাম। নিজের বক্তব্য শুরু করল সে, 'তোমাদের ডিস্টার্ব করতে হলো বলে আমি খুবই শরমিন্দা।' একটুও লজ্জিত মনে হলো না তাকে। 'অনেক তো সময় দিলাম। আর কত?'

'দুর্ঘটনা যে বলে-কয়ে আসে না, তা তুমিও জানো, মিস্টার ট্যাটাম। কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। একটু বিবেচনা করো!'

'পারছি না, ম্যা'ম... সত্যিই পারছি না!' অনুপায় ভঙ্গিতে

বলল কেতাদুরস্ত ব্যবসায়ী। 'এমনিতেই আমার ব্যবসার গুডউইলের বারোটা বেজে গেছে।'

'এখন কোনও ভাবেই আমাদের পক্ষে টাকা শোধ করা সম্ভব নয়।'

'আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, মিসেস মিলফোর্ড। সম্ভব হলে দেড়শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতাম না।'

'আবার অতখানি পথ ভেঙে ফিরে যাও,' রোজমেরির গলাটা একটু রূঢ় শোনাল।

'কোনও বেটির কথায় যাই না আমরা,' মাঝখান থেকে বলে উঠল মুয়েলার। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল যেন তার গলা থেকে। মুখের দিকে চেয়ে না থাকলে বিশ্বাসই করা যায় না, পাটকাঠির মত চিকন লোকটার মধ্যে থেকে এত মোটা আওয়াজ বেরোতে পারে।

'ভদ্র ভাবে, চিন, ভদ্র ভাবে,' সঙ্গীকে কপট শাসন করল জিল ট্যাটাম। এক চিলতে হাসি মুখে। ঠোঁট ছাড়া আর কোথাও পৌঁছাচ্ছে না তার হাসি।

'এই বুড়ি আমাদের ইনসাল্ট করছে, জিল। এটা কি বরদাশত করা যায়?' অসন্তুষ্ট মুয়েলারের গলা থেকে আবার জলদগম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'আমি দেখছি,' আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে এক হাত তুলল ট্যাটাম। মিসেস মিলফোর্ডের দিকে চেয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হলো তার হাসি। 'ফিরে যাবার কথা কী বলছ, ম্যা'ম! এতদূর থেকে এলাম। বসতে বলবে না?'

বইঘর.কম

'বদ লোকের জন্য আমার বাড়ির দ্বার কখনওই খোলা নয়, মিস্টার ট্যাটাম।' রোজমেরির দৃষ্টি জিল ট্যাটামের সঙ্গীত্রয়ের ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

মায়ের নার্ভ দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে জ্যাসনের। মা কি চিন মুয়েলারের নাম শুনেছে? শুনবার কথা নয়।

সক্রিয় হবার তাড়না অনুভব করল সে। 'দেখো, মিস্টার ট্যাটাম–'

'ওই কানা, চুপ থাক!' ধমক মেরে থামিয়ে দিল তাকে মুয়েলার।

অজান্তেই ঢোক গিলল জ্যাসন।

এবার আর লোকটাকে ভর্ৎসনা করল না ট্যাটাম। তার অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসিতে মুয়েলারের প্রতি নীরব সমর্থন।

হাসি হাসি চেহারায় দৃষ্টি বিনিময় করল টাকার আর শর্টি।

মিসেস মিলফোর্ড আর্দ্র চোখে ছেলের দিকে তাকাল।

লজ্জায় মায়ের দিকে তাকাতে পারল না জ্যাসন।

মুখটা কঠোর হয়ে উঠল রোজমেরির। 'আমাদেরকে আরও সময় দিতে হবে, মিস্টার ট্যাটাম।'

সবিনয়ে হাসল ব্যবসায়ী। 'তা কী করে হয়, ম্যা'ম! আমার তো একটা নীতি আছে, নাকি?'

'তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে, মিস্টার ট্যাটাম... সুদে-আসলে যা হয়েছে...'

'কবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...'

সজোরে বাতাসে হাতের ঝাপটা দিল জিল ট্যাটাম। মাছি

তাড়াল যেন। চরম বিরক্তির ছাপ তার চেহারাতে। 'সেরেফ পরশু পর্যন্ত সময় দিতে পারি আমি। এর বেশি নয়। শোধ করতে পারলে ভাল। নইলে বাড়ি ছাড়তে হবে তোমাদের।'

'যদি না ছাড়ি?'

ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল জিল ট্যাটামের মুখ থেকে। 'সাধে কি তিন দোস্তকে সাথে করে এনেছি? মানুষকে বাড়িছাড়া করতে ওস্তাদ তারা। আজকে চেহারা দেখিয়ে গেলাম। পরশু দেখবে অ্যাকশন। কী বললাম, মনে রেখো, ম্যা'ম।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। এবার আর নড করবার ধার ধারেনি।

অন্য তিনজনও তা-ই করল। ফিরে যাচ্ছে।

যতক্ষণ না পর্যন্ত বিন্দুর আকার নিল চার ঘোড়সওয়ার, মা-ছেলের কেউ কোনও কথা বলল না।

বইঘর.কম

চার

ঝপ্ করে বসে পড়ল রোজমেরি। বারান্দার কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো বেতের দোলনাটা দুলে উঠল।

জিল ট্যাটাম ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের উপস্থিতিতে চেষ্টাকৃত ভাবে তৈরি মায়ের দৃঢ়তার বাঁধ সেই মুহূর্তে ভেঙে যেতে দেখল জ্যাসন।

হাত দুটো অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে রোজমেরি মিলফোর্ডের কাঁধ থেকে।

না দেখবার ভান করে দূরের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ছেলে। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, যেন নীল আর লাল মিশে বেগুনি হয়ে ওঠা চূড়াগুলোতে কোনও কিছুর অনুসন্ধান করছে তার চোখ।

...তারপর সহসাই যেন খুঁজে পেল ভাষা।

'সোনা পাবার ব্যাপারে যদি গ্যারাণ্টি দিতে পারতাম, তা হলে মিস্টার ট্যাটামকে আরও কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত।'

ম্লান কণ্ঠে বলল রোজমেরি, 'তুই কি সোনা খুঁজতে যাবার কথা ভাবছিস?'

'এ ছাড়া আর কী ভাবব?' পাল্টা প্রশ্ন রাখল জ্যাসন।

ছেলের এ কথায় কোনও হেলদোল হলো না মিসেস মিলফোর্ডের মনে। মা সে। জ্যাসনকে তার চাইতে ভাল করে আর কে চেনে? ওর শুধু নামটাই গ্রিক পুরাণের নায়কের নামে।

সেই জ্যাসন ছিল আরগোনটদের নেতা। তার ছেলের মধ্যে এই গুণটা নেই।

সোনালী ভেড়ার খোঁজে অভিযানে নেমেছিল লোককাহিনির জ্যাসন। তার ঘরকুনো ছেলে কি স্বর্ণ-অভিযানে বেরোতে সাহসী হবে?

রোজমেরি মিলফোর্ডের ভরসা হয় না।

হ্যাঁ, থাকত যদি এখন বড় ছেলে...

জ্যাসনের কথায় চটকা ভেঙে গেল তার।

'পয়লা তো ভেবেছি– মিথ,' অনেকটা স্বগতোক্তি করল যেন ছেলে। 'এখন মনে হচ্ছে– সোনা থাকলেও পাচ্ছি কোথায়। বাবা তো সব রহস্য সাথে নিয়ে কবরে গেছে।'

সকরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

'জেস!' খানিকটা আলো ফুটল মিসেস মিলফোর্ডের চেহারায়।

'কী মা?'

'"দুরন্ত ঈগল" কি এই ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারবে?'

'ও জানে, ভাবছ?'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

'ইনডিয়ানরা তো নানান তুকতাক জানে,' মিসেস মিলফোর্ড বলল, 'শুনেছি, ওরা নাকি সোনার গন্ধ পায়!'

বইঘর.কম

'ওহ, এই কথা!' জ্যাসন হাসল।

'পারবে?' অধীর আগ্রহে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আছে রোজমেরি।

'তুমি এগুলো বিশ্বাস করো?'

রোজমেরিও হাসল। 'আমরা– আইরিশরা আরও অনেক কিছুই বিশ্বাস করি। আয়ারল্যাণ্ডে জন্ম হলে তুইও করতি।'

হাসির প্রলেপে নিঃশেষে দূর হলো না বটে মনের ভার, তবে সামান্য হলেও মা-ছেলের স্যাঁতসেঁতে মনে প্রাণের ছোঁয়া লাগল।

'সবাই না, মা,' আগের প্রসঙ্গের সূত্র ধরল জ্যাসন। 'একজন পারত।'

'কে?' জানতে চাইল মিসেস মিলফোর্ড। "পারত" শুনে মনটা খানিক দমে গেছে।

'ওদের ওঝা।'

'লোকটা কি মারা গেছে?'

'না-না... সে বহাল তবিয়তেই আছে।'

'তা হলে?'

'তার সব ক্ষমতা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে!' ভাঙল জ্যাসন।

'তুই কীভাবে জানিস?'

'দুরন্ত ঈগল বলেছে।'

আবার হতাশা।

কার ওপরে যেন অভিমান দলা পাকিয়ে উঠছে গলার কাছটাতে। কার ওপরে, রোজমেরি জানে না। স্বচ্ছ পানির পাতলা একটা স্তর তৈরি হলো গাঢ় নীল চোখে। পুরু হতে হতে চোখের তট ছাপিয়ে উঠল লবণাক্ত স্রোত। নেমে এল কপোল বেয়ে।

বিচলিত বোধ করল জ্যাসন। শেষ কবে মাকে সে কাঁদতে দেখেছে, মনে করতে পারল না। এমনকী বাবার মৃত্যুতেও শক্ত ছিল মা। এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি।

আগুনে পোড়া ফসলের মত জ্বলতে লাগল জ্যাসনের বুকের ভেতরটা। সেই যন্ত্রণা চাপা দিতে বলল, 'এসো, মা, আরেক বার সবটা চিন্তা করি গোড়া থেকে।' সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে। উদ্যম জোগাল, 'কিছু বেরোতেও পারে।'

হাতের তালু দিয়ে গণ্ডদেশ মুছল মিসেস মিলফোর্ড। 'বল।'

শুরু করবার আগে তিন সেকেণ্ড চিন্তা করল জ্যাসন।

'কবে গিয়েছিল বাবা ওখানে?'

'আমাদের বিয়ের ক'মাস পরে।' পুরানো দিনের স্মৃতিতে ফিরে গেল মহিলা। 'সময়টা ভাল যাচ্ছিল না তখন। টাকাপয়সার টানাটানি। তারপরও, সব কিছু নিয়ে সুখী ছিলাম। কিন্তু জো আমার পেটে আসবার আগেই অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে থিতু হতে চাইল তোর বাপ। একদিন ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল উত্তরে।'

'একা?'

'বাড়ি থেকে তো বের হয়েছিল একাই। বাড়তি একটা ঘোড়া নিয়েছিল কেবল।'

'স্যাডল বদল করবার জন্য?' নিজেকে বুঝ দিল জ্যাসন, 'তা হলে নিশ্চয় জায়গাটা অনেক দূরে। কয়দিনের খাবার নিয়েছিল?'

'হপ্তা খানেকের মতন। তবে শিকারের বন্দুকটাও নিয়েছিল সাথে।'

শিকার সম্পর্কে বলা বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল জ্যাসনের।

বইঘর.কম

"শিকারই হলো গে সত্যিকারের পুরুষমানুষের স্পোর্টস," তাদের দুই ভাইকে বলেছিল একদিন মিস্টার মিলফোর্ড।

ছোটবেলায় অনেকবার বাবার সাথে শিকারে গেছে দুই ভাই। তবে মাংসের জন্যে ছাড়া অহেতুক জানোয়ার খুন করত না জেরার্ড মিলফোর্ড।

ঘুঘু ডাকছে কোথায় জানি। পাখিটার কণ্ঠে দিনান্তের গান

রানশের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো কটনউড গাছের মর্মরধ্বনি কীসের বারতা পৌঁছে দিতে চাইছে যেন কানে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও রোজমেরির মনটা অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। অতীতের ধুলো ঝেড়ে বের করে আনা স্মৃতির নেশাতে বিভোর হয়ে আছে প্রৌঢ়া।

'এখানে আসবার পর প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। কারণ, আমরা বিদেশি। চারদিকে ইনডিয়ানদের বসতি। বহিরাগত কাউকে ওরা দেখতে পারে না। সেজন্য অবশ্য দোষ দেয়া যায় না তাদের। কীভাবে-কীভাবে জানি তাদের সাথে খাতির জমিয়ে ফেলল জেরি। লোকগুলো একটু চুপচাপ ধরনের। রক্ষণশীল। তবে মানুষ ভাল। স্ট্রাগলের সেই দিনগুলোতে অনেক উপকার করেছে তারা আমাদের। প্রায়ই মাছটা-মাংসটা পাঠিয়ে দিত। একদিন কী একটা পরবে দাওয়াত করল।

'সেদিনই প্রথম দেখি আমি ওদের সর্দারকে।'

রোজমেরি মিলফোর্ড চোখ বুজল। কতদিন আগের কথা! অথচ মনে হচ্ছে– এই তো, সেদিন!

আবার যখন কথা শুরু করল, মায়ের চোখে অপার্থিব একটা জ্যোতি খেলা করতে দেখল জ্যাসন।

'অনেক বয়স হয়েছিল লোকটার। ত্রিকালদর্শী। লম্বা, সাদা চুলগুলো দেখলে শন বলে মনে হয়। ভাঙাচোরা শরীর। কিন্তু চোখের দিকে তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়। অদ্ভুত রকমের শান্ত। যেন ভয়-ডর কাকে বলে, জানে না।'

কোলের ওপরে ফেলে রাখা দুই হাতের দিকে তাকাল মিসেস মিলফোর্ড। প্রেয়ারি স্কার্টের ওপরে উপুড় হয়ে থাকা তালু দুটো চিত হলো।

'বুড়োর নাম "শকুনের ছায়া"। ওর মুখেই সেদিন সোনার গল্প শুনি আমরা।'

বইঘর.কম

পাঁচ

"জলমানবী"র ডেকে দাঁড়িয়ে আছে জোহান মিলফোর্ড। গার্ড রেইলে ঠেস দিয়ে। কান পেতে শুনছে নিশির শব্দ। সাগরের মিষ্টি কল্লোল।

উচ্ছ্বসিত আবেগে জাহাজের গায়ে আদরের চাপড় মারছে ঢেউ। ছলাত-ছল সে তান পূর্ণতা পেয়েছে কিন্নরী হাওয়ার সঙ্গতে। সাঁই-সাঁই শব্দটা কখনও শোনাচ্ছে শিসের মত, কখনও মনে হচ্ছে অপেরা-গায়িকার চড়া পর্দার গলার আওয়াজ।

বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা পালন করছে নোঙর। জোয়ারের সাথে তাল মিলিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। কাঠের গায়ে ধাতব শেকলের গা ঘষটানির আওয়াজ উঠছে মৃদু।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এই প্রাকৃতিক কনসার্ট। একনাগাড়ে। শুনতে একটুও একঘেয়ে লাগে না জোহানের। সঙ্গীতসন্ধ্যায় প্রায় প্রতিদিনই হাজির থাকে জলমানবীর "ক্যাপ্টেন"। আজকের আসরে সে-ই একমাত্র শ্রোতা।

রাত বাড়ছে। হাজার বছরের পুরানো রাত।

আকাশে চাঁদ নেই। কিন্তু তারার জন্যে জমাট বাঁধতে পারছে না অন্ধকার।

অনতিদূরে মিটমিট করছে কয়েকটা আলো। একটু পর-পর নিভে যাচ্ছে একটা-একটা করে। বাতি নিভিয়ে ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে বন্দরনগরী।

মিশ্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জোহানের ভেতরটা। পরাজিত। হোম-সিকনেস। বিভারের ফার বিক্রি করে ভাগ্য ফেরাবার আশায় দক্ষিণে এসেছিল। অনেক শহর-বন্দর ঘুরেছে। কাঙ্ক্ষিত দাম পায়নি পশমের। শেষে সস্তায় বেচে দিতে হয়েছে সব। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে ঘরের ছেলে ফিরে চলেছে এখন ঘরে।

সাদা বালুকাবেলার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোহান।

যতদূর দেখা যায়, একটা জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

চাপা কষ্ট জোহানের বুকের মাঝে। জমাট বেঁধে গুমরে মরছে। দৃশ্যমান ক্ষতি আর অদৃশ্য ক্ষততে জর্জরিত।

সাত-সাতটা মাস দেশের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা কোনও জীবন? সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানো! তবু যদি প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে সমন্বয় হত! তা হলে বলা যেত– শেষ ভাল যার, সব ভাল।

কত মানুষ পথে নামছে। জীবিকার জন্যে দেশান্তরী হচ্ছে। সম্ভাবনার কষ্টিপাথরে নিজের বরাত যাচাই করে দেখতে চায় সবাই।

কোথাও হয়তো পাওয়া যায় প্রচুর সুগন্ধি। বনে-জঙ্গলে আছে মশলার ভাণ্ডার। দেশে এনে বেচলে লাল লাল।

কেউ বা করে আদম-ব্যবসা। এক দেশের নিগ্রো আর আদিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে আরেক দেশে বেচে দিয়ে আসে।

বইঘর.কম

হাজারে হাজারে।

কোনও দেশের খনিতে আছে তাল-তাল সোনা। কপালে থাকলে ঠেকায় কে!

কোনও বণিক রূপা আর খনিজ রত্নভর্তি জাহাজ ভাসায় ভিন মুলুকের পানে।

কারও সম্বল কাপড় রাঙাবার নীল।

এই সবই আদার ব্যাপারিদের কারবার। জোহানের পুঁজি স্বল্প।

তার জাহাজটাও ঠিক জাহাজ নয়। বোট। চল্লিশ ফুট লম্বা একটা স্কুনার। সামনে-পেছনে এক জোড়া মাস্তুল।

যাত্রাবিরতি চলছে আপাতত। ভোরের আলো না ফোটাতক জলমানবীর বিশ্রাম।

একা নয় বোটটা। আরও দুটো জলযান সঙ্গ দিচ্ছে তাকে। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে তারা। সারারাত চলবে এই আলাপন।

শহরতলির সব আলোই নিভে গেছে। গায়ে গায়ে লেগে থাকা বাড়িগুলো এখন একতাল আলকাতরা। কোনওটা আলাদা করে ঠাহর করবার উপায় নেই। তবে তারার আলোতে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে আরও দূরের স্প্যানিশ ফোর্টের কালচে-ধূসর ভুতুড়ে অবয়ব।

বিশাল মোটা, পাথরের একটা থাম গর্বিত ভঙ্গিতে উঠে গেছে আকাশের দিকে। মাথাটা চোখা। দিনের আলো থাকতে দেখেছে, থামের গায়ে আঙুরলতা পেঁচিয়ে আছে ভাইন স্নেকের মত। স্তম্ভের উচ্চতার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

কালো-কালো ফোকর দুর্গটার গায়ে। ওগুলোর কোনওটা

জানালা, কোনওটা ঘুলঘুলি।

একটা আগুন ধিইয়ে উঠল কি চারকোনা অন্ধকারে?

হ্যাঁ। বাতি জ্বালিয়েছে কেউ।

নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ক্ষুদ্র শিখাটা। পরমুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল।

জানালা জুড়ে এখন মিটমিটে আভা। ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গেল সেটাও।

দুর্গের পেছনের চির-হরিৎ জঙ্গল থেকে ধেয়ে এল ভিজে এক ঝলক বাতাস। খুব সম্ভব বৃষ্টি হচ্ছে কাছে কোথাও।

ঠাণ্ডা লাগায় জোহানের শরীরটা শিউরে উঠল। দুই হাতের তালু চালান করে দিল সে বগলের তলায়।

অ্যাশ কালারের কর্ডের জ্যাকেট ওর পরনে। কালো ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে একটু নামানো।

আলকাতরা গোলা অন্ধকারে একটা আলো জ্বলে উঠল।

সব রকমের লোক আছে ওখানে– ওই লোকালয়ে। সাদা, নিগ্রো, বাদামি, হলুদ– নানান জাতের জগাখিচুড়ি। সমস্ত দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে উঠেছে গিয়ে যেন ওই দ্বীপটাতে। পোড় খাওয়া মানুষ সব। বেশির ভাগই ভাল। তবে যেগুলো হারামী, মহা হারামী। ঝাড়ে-বংশে ইবলিশ।

খটখট করে একটা আওয়াজ উঠল। আঁধারে কী জানি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে ডেকের ওপরে। জোহানের বুটের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল।

না দেখেও বুঝতে পারল জোহান, জিনিসটা কী। কাঁকড়া। কোনও ভাবে উঠে পড়েছে বোটে।

বইঘর.কম

প্লপ!

পানিতে লাফিয়ে পড়েছে জীবটা। যেখানে তার নিবাস।

একটা অস্বাভাবিকতা টের পেতে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল জোহানের।

কোথা থেকে যেন উদয় হয়েছে সাদাটে একটা ছায়ামূর্তি। সৈকতের বালির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে তীরের দিকে।

মূর্তিটা যে মানুষ, সেটা বোঝা গেল ছায়াটা উল্লম্ব বলে। উচ্চতা দেখে মনে হচ্ছে– বাচ্চা কোনও ছেলে।

নাকি মেয়ে?

এই অসময়ে করছেটা কী সে বিরান উপকূলে?

কী করতে চাইছে?

চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে থাকল জোহান। মাথাটা ওর টানটান হয়ে আছে ঘাড়ের ওপরে। ভেতরে ক্ষিপ্র গতিতে বইছে চিন্তা।

পানির কিনারায় এসে থমকে দাঁড়াল মানবশিশু।

...তার পরেই ঘটল ভোজবাজি।

সেরকমই মনে হলো জোহানের।

সাদা ছায়াটা এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে গেছে!

ধাঁধায় পড়ে গেল জোহান। এ কী ভুতুড়ে কারবার! পরক্ষণে ধরতে পারল ভুলটা।

"বাচ্চা"টা আদপে বাচ্চা নয়! বড় মানুষ।

সাদা রঙের পোশাক মানুষটার পরনে। আলখেল্লা-জাতীয় কিছু। পা পর্যন্ত লম্বা ঝুল। গাঢ় রঙের খাটো আরেকটা পরিচ্ছদ জড়িয়েছে তার ওপরে। শরীরের ঊর্ধ্বাংশে। ফলে আবছায়াতে

ঘটেছে দৃষ্টিবিভ্রম। এখন ওপরের কাপড়টা খুলতেই–

ঝপাত!

আবছামত আওয়াজটা কর্ণগোচর হতে ফের সচকিত হলো জোহান। রেলিং-এর ওপরে শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর আঙুলগুলো।

সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে লোকটা!

সুইসাইড করতে চায় নাকি?

না বোধ হয়। তা হলে সাঁতরাত না।

দোয়াতের কালির মত কালো পানির ওপরে স্থির ভাবে নিবদ্ধ জোহানের চোখ দুটো। ...স্পষ্ট করে কিছু বুঝবার উপায় নেই। একবারের জন্যে ধূসর একটা ঝিলিক দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো।

বকের মত গলা বাড়িয়ে লোকটাকে খুঁজল জোহান। দেখতে পেল না কোথাও।

একটা আওয়াজ ভেসে এল ট্যাফরেইলের নীচে থেকে।

চমকে উঠল সে। কান খাড়া হয়ে গেল।

বোটের গায়ে খালি হাতে চাপড় দিচ্ছে কেউ। এবারে একটা গলার স্বর শোনা গেল।

'হেল্প!'

চাপা কণ্ঠ। তীক্ষ্ণ।

আবার শব্দ হলো বোটের গায়ে।

'ইজ এনিবডি দেয়ার?'

মেয়েলি গলা।

আরও কয়েকটা চাপড়ের শব্দ শোনা গেল।

বইঘর.কম

'হোলা!'[২]

দৌড় দিল জোহান। বোটের পেছন দিকে গিয়ে নীচে ঝুঁকল।

এখনও সুস্পষ্ট নয়। তবে আগের চাইতে পরিষ্কার।

এক তরুণী।

সাঁতার কাটছে, আর হাবুডুবু খাচ্ছে।

---

২. হোলা (Hola) : স্প্যানিশ ভাষায় "হ্যালো"।

ছয়

একটু সরে গেল মেয়েটা বোটের কাছ থেকে। জোহানকে দেখতে পেয়েছে।

'বাঁচাও!'

বিপদগ্রস্ত তরুণীর আবেদন উপেক্ষা করা কোনও পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু কথা সেটা নয়।

পালিয়ে এসেছে, বোঝা যাচ্ছে।

কীসের থেকে?

'পোর ফেভার[৩] জলদি তোলো আমাকে... ডুবে গেলাম!'

কথাটার গুরুত্ব আপাত স্থবির জোহানকে তৎপর করে তুলল। স্টারবোর্ড ঘেঁষে ছুট লাগাল সে জলমানবীর পেটের দিকে। গুটিয়ে রাখা দড়ির মইটা নামিয়ে দিল। সেই সাথে গেল নির্দেশ: 'এদিকে!'

একটু পরে রোপ-ল্যাডারের কাছে ভাসতে দেখা গেল মেয়েটাকে।

'একটা মই ঝুলছে, দেখো!' গলা তুলল জোহান, 'ধরে ফেলো

৩. পোর ফেভার (Por favor) "দয়া করে"।

ওটা!'

'পেয়েছি!' কয়েক সেকেণ্ড পরে শব্দ এল নীচে থেকে।

'এবার উঠে এসো রশি বেয়ে।'

ছলাত-ছলাত শব্দ হলো পানিতে।

দুই মিনিটের মধ্যে মইয়ের মাথায় উঠে এল তরুণী। ভিজে কোঁকড়ানো চুলগুলো তার কপালে, গালে, গলায় লেপটে রয়েছে।

হাত এগিয়ে দিল জোহান। ধরে ফেলল মেয়েটার এক বাহু। রেইল ডিঙিয়ে ডেকে উঠে আসতে সাহায্য করল তাকে।

'গ্রেশাস,' অস্ফুট স্বরে ধন্যবাদ জানাল স্প্যানিশ তরুণী।

'ওয়েলকাম।'

এখন কী?

প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যেতে ইতিকর্তব্য নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেল জোহান। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

তরুণী মাথা থেকে পানি ঝরাতে ব্যস্ত। একদিকে হেলিয়ে রেখেছে ঘাড়। কাপড় নিংড়াবার মত দুই হাতে এক করে চিপছে কালো চুলগুলো।

ছপছপে নাইটগাউনটা সেঁটে আছে তার গায়ের সাথে। নীচে শেমিজ থাকলেও ভিজে যাবার কারণে ট্রান্সপারেন্ট একটা ভাব ফুটেছে কাপড়ে। মূর্ত হয়ে উঠেছে উদ্ভিন্নযৌবনা দেহের রহস্যময় খাঁজ-ভাঁজগুলো।

চোখ সরাতে পারছে না জোহান। এভাবে তাকিয়ে থাকাটা অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে জেনেও।

ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিল শ্বেতবসনা। এতক্ষণে যেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হলো সে। হাত দুটো

গুণচিহ্নের মত উঠে এসে আড়াল করল উন্নত দুই স্তন।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী, সেনিয়োর? জাহাজ ছাড়তে বলো! আর দয়া করে কোট-টোট– একটা কিছু আনো... ঠাণ্ডায় তো একেবারে জমে গেলাম!' ত্রস্ত কণ্ঠটায় একই সাথে আদেশ ও অনুরোধের সুর।

থতমত খেয়ে গেলেও ক্যাপ্টেন-সুলভ গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে বের হলো না জোহান। ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বলল, 'সকালের আগে যাত্রা করছি না আমরা।'

'আমার উপদেশ যদি শোনো, তা হলে এক্ষুণি রওনা হও,' মেয়েটির গলায় ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ। 'ওরা আসছে। সৈকতে আমার কার্ডিগানটা খুঁজে পেলে বুঝে যাবে অনেক কিছু। হারবারের প্রত্যেকটা জাহাজ তল্লাশি করবে ওরা। ...বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি, সেনিয়োর!'

"বিপদ" শব্দটা সাবধানী করে তুলল জোহানকে।

এমনিতে নানান আশঙ্কা ঘাড়ে করে চলতে হয় তাকে। জলদস্যুর ভয় আছে। জলদেবতার অভিসম্পাত নামতে পারে যখন-তখন। কত রকম আনপ্রেডিক্টেবল ঘটনা ঘটতে পারে সাগরে...

না। জেনে-শুনে সে বিপদ ডেকে আনতে চায় না।

মেয়েটা কে, কোত্থেকে এসেছে– এসব প্রশ্ন আপাতত মুলতবি থাক। তরুণীর অসহিষ্ণু ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিশদ ভাবে বলবার সময় নেই এখন।

আরও একটা জিনিস বুঝল জোহান। মেয়েটাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য নেই তার।

কিঞ্চিৎ ত্যক্ত বোধ করল। রুটিনের বাইরে কিছু করা সাধারণত ওর ধাতে নেই। নির্ঝঞ্ঝাটে যে থাকতে চায়, তার কাছে তো এটা উপদ্রবের সমতুল্য।

কিন্তু হিপো কোথায়? হার্ডি?

গোলমাল টের পায়নি ওরা?

দুই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে ডিউটি-বেলের রশি ঝাঁকাতে লাগল জোহান।

টিং-টিং-টিং-টিং করে ঘণ্টী বাজতে আরম্ভ করল নীচে।

সবার আগে যে ডেকে পা রাখল, তাকে দেখে তরুণীর মনে হলো, সৃষ্টিকর্তা লোকটাকে ভালুক বানাতে গিয়ে মানুষ বানিয়ে ফেলেছে। বাদামি লোমে ভরা বিশাল এক দৈত্য।

'কী ব্যাপার, বস? এত রাতে আবার ডাকাডাকি কীসের?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে মুখ দিয়ে অবিমিশ্র বিরক্তি ওগরাল হার্ডি রোভার।

'নোঙর তোলো, হার্ডি।'

'কী জন্য?'

'রওনা হচ্ছি আমরা।' হার্ডিকে আর কোনও প্রশ্ন করবার চান্স না দিয়ে বলল জোহান, 'আলো জ্বালাবে না। বেশি আওয়াজ করবে না।'

'আওয়াজ তো তুমিই বেশি করছ, বস!'

একমাত্র হার্ডিই মনিবকে এভাবে কথা বলবার সাহস রাখে। তার ধারণা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা তার গণতান্ত্রিক অধিকার।

'কিন্তু এসবের মানে কী?' কৈফিয়ত চাইল সে।

ইতিমধ্যে ডেকে হাজির হয়েছে হিপো পটেমাস।

নামের সাথে স্বাস্থ্যের কোনও মিল নেই তার। সাইজে হার্ডির অর্ধেক। দৈর্ঘ্যেও, প্রস্থেও। তুলনা করলে "লিলিপুট" বলা চলে। এ যেন "কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন"।

বোটে একটা "পরী"কে দেখে খাবি খাবার দশা হলো হিপোর।

'কাপ্তান, বস, মেয়েটা কে?'

হিপোর কথায় হাওয়াইয়ান টান।

'কোন্ মেয়ে?'

প্রশ্নটা করেছে হার্ডি। জোহানের পেছনে দাঁড়ানো যুবতীর উপস্থিতি খেয়াল করেনি সে। হিপোর দৃষ্টি অনুসরণ করে বিমূঢ় হয়ে গেল। তবে সেটা মুহূর্তের জন্যে।

'হুইল ধর, হিপো,' বলল হার্ডি গম্ভীর গলায়। বসের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজেও কাজ করতে চলল। যেতে যেতে গজগজ করছে, 'হুঁহ, মেয়েমানুষ! তাই তো বলি, এত তাড়া কীসের! আরে, গবেট, মেয়েমানুষের মধ্যে আছেটা কী, মাংসের ডেলা ছাড়া?'

হার্ডির মন্তব্য জোহানের কান এড়ায়নি। বিব্রত চোখে তাকাল সে তরুণীর দিকে।

তিরতির করে কাঁপছে মেয়েটার সর্বাঙ্গ। আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরে আছে নিজের দুই কাঁধ। ...কেবল শীত নয়; আয়ত চোখ জোড়া বলছে, আরও কারণ রয়েছে এর পেছনে।

ক্লান্তি?

ভয়?

বইঘর.কম

সাত

অনুকূল বাতাসের ধাক্কায় চুপিচুপি হারবার ত্যাগ করল জলমানবী। জল-সমতলের ওপরে সফেদ ফেনা সৃষ্টি হলো কি হলো না।

ওপরে এসে হার্ডির পাশে দাঁড়াল জোহান।

লাতিন তরুণী কাপড় বদলাচ্ছে নীচে।

দূরত্বের কারণে ঝাপসা একটা সাদা রেখায় পরিণত হওয়া বালুকাবেলার দিকে চোখ হার্ডির। গণ্ডগোলের আশঙ্কা করছে। নির্দয় ভাবে গাল চুলকাতে চুলকাতে তাকাল সে জোহানের দিকে। 'কী মনে হলো, বস, মেয়েটাকে দেখে? জেলঘুঘু?'

'নো,' স্পষ্ট করে এবং জোরের সাথে বলল জোহান।

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

একটু ভাবল জোহান। 'আমার মন বলছে,' বলল ও।

অন্ধকারেও চকচক করে উঠল হার্ডির সাদা দাঁত। হাসছে। অদ্ভুত এক স্বরে আওড়াল, 'মন!'

'তা ছাড়া চেহারা দেখেও তো বোঝা যায়...'

'না, তা যায় না,' দ্বিমত প্রকাশ করল হার্ডি।

জোহান আর কিছু বলল না। সে নিজেও নিজের সাথে

একমত নয়।

একটা কথা মনে আসতে হার্ডি বলল, 'দেখো গে, বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে কি না!'

'সম্ভাবনা কম।'

'এটাও কি তোমার মন বলছে?' হার্ডির কণ্ঠস্বরে কৌতুক।

'নো, স্যর। আন্দাজে বললাম।'

'কীভাবে করলে আন্দাজটা?'

'খুব সহজ। মেয়েটার হাতে কোনও আংটি দেখিনি।'

খুলে ফেলতে পারে– এ কথাটা হার্ডির মাথাতেই এল না। বসের যুক্তি মেনে নিয়েছে। 'তোমার অনুমান ঠিক হলে তো ভালই।'

'কী মনে হয় তোমার, হার্ডি?' প্রশ্নটা জোহানকে অনেকক্ষণ ধরে খোঁচাচ্ছে। 'আমি কি কোনও ভুল করেছি?'

'তোমার কথা মাথার উপর দিয়ে গেছে, বস।'

'মেয়েটাকে তো উঠতে দিলাম বোটে,' খোলাখুলি বলবার প্রয়াস পেল জোহান। 'কাজটা কি ঠিক করলাম?'

'আমি তো কোনও দোষ দেখি না, বস।'

'না... মানে... চিনি না, জানি না...'

'বস, মেয়েটা বিপদে পড়েছে, ঠিক তো?'

'নিঃসন্দেহে।'

'সে ক্ষেত্রে একজন ভদ্রলোক এবং পুরুষমানুষের কাজই করেছ তুমি,' রায় দিয়ে দিল হার্ডি। 'যখন যেটা করা দরকার, সেটা করে ফেলতে হয়। এ কথা তুমিও জানো, বস। এজন্য যদি কোনও ঝামেলা আসে, সেটার দায় তোমার নয়।'

বইঘর.কম

'ঝামেলা আশা করছ তুমি?'

'মেয়েছেলে মানেই ঝামেলা, বস!' উদাসীন গলায় বলল হার্ডি।

BOIGHAR

'কী বলো, না বলো!' অন্য সময় হলে বলত জোহান। 'তোমার মায়ের ব্যাপারেও কি একই ধারণা?'

হার্ডি বলত, ওর মা কী রকম খাণ্ডারনী টাইপের মহিলা। তার মুখের ওপর দিয়ে কোনও দিন একটা কথা বলবার মওকা পায় না বাপ।

বালক বয়স থেকে এটা দেখতে দেখতে বিয়ে সম্বন্ধে হীনম্মন্যতা জন্মে গেছে হার্ডির। মুক্ত বাতাস খাওয়াতে ছেদ পড়বে ভেবে সে ওপথ মাড়ায়নি। ...তাতে কী? সাগরের সাথে প্রেম করে হার্ডি। সাগরে থাকলে ওর নাকি নিজেকে কামোন্মাদ এক তুর্কি মনে হয়, যে তার ক্রীতদাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীটাকে ভোগ করছে।

আগে হলে হার্ডির মনস্তত্ত্ব নিয়ে হাসাহাসি করত জোহান। তর্কাতর্কি হত কিছুক্ষণ। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। রসিকতার মানসিকতা নেই দু'জনের কারোরই।

তুফান আসছে। কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে জোহানের মনের মধ্যে। অনাগত বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

কাদের কাছ থেকে পালাচ্ছে মেয়েটা?

"ওরা" কারা?

ভাবনাটা শেয়ার করল হার্ডির সাথে।

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করে তো লাভ নেই, বস!' তিরস্কার করল হার্ডি। 'যাও, কথা বলো মেয়েটার সাথে। জিজ্ঞেস

করো, কে? কেন? কীভাবে?'

কমপ্যানিয়ন ওয়ের দিকে হাঁটা দিল জোহান।

নীচে নেমে দেখে, এরই মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। ওর বাঙ্ক দখল করেছে। গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে কম্বল গায়ে দিয়ে।

নাইটি ও অন্যান্য ভিজে কাপড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কেবিনের এক কোনায়।

কামরাটা উষ্ণতায় ভরা। তেল আর ধোঁয়ার ঝাঁজাল গন্ধে ভরপুর। পিতলের লণ্ঠন ঝুলছে হুক থেকে। জাহাজের দুলুনির সাথে মৃদু দুলছে। চিমনি দিয়ে উগরে দিচ্ছে পাতলা ধোঁয়া।

ঘুমন্ত মুখটা পরখ করল জোহান।

মেয়েটা দেখতে আগুন। স্বর্গের অপ্সরী বললে নির্ভুল হবে। ফুটন্ত গোলাপের সাথেও তুলনা করা যায়।

...আগুন আর ফুলের চারপাশেই ভিড় করে পোকা।

নিয়মিত ছন্দে নিঃশ্বাস পড়ছে মেয়েটার। বন্ধ চোখের পাতার নীচে মণি জোড়া থির হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগের উত্তেজনার কোনও চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে, এক ঘুমে রাত কাবার করে দেবে।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল জোহান।

তারা দেখছিল হার্ডি। এত তাড়াতাড়ি বসকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো।

'কী বলে, বস?'

'কিছুই না। ঘুমের দেশে আছে।'

'অ।' হতাশ হলো খালাসি।

'অনেক ক্লান্ত ছিল বোধ হয়।'

'হুম। তোমার কী অবস্থা, বস?'

বইঘর.কম

'টায়ার্ড।'

'তা হলে শোও গে, যাও।'

'যাচ্ছি।'

সাগরকূলের শেষ রেখাটুকুও মিলিয়ে গেছে।

হার্ডি বলল, 'আমার বাঙ্কে ঘুমাতে পারো তুমি।'

সাগর থেকে চোখ ফেরাল জোহান। দ্বিরুক্তি করল না।

আট

ভোর চারটেয় হার্ডিকে রিলিফ দিতে এল জোহান।

আকাশের পূর্ব-সীমানা দখল করে আছে মেঘ। উত্তর-আকাশে লটকে থাকা নিঃসঙ্গ শুকতারা জুলজুল করে চেয়ে আছে।

লোনা পানি ছুঁয়ে আসছে দামাল হাওয়া। সাগরের দীর্ঘশ্বাস যেন।

দুরন্ত সাগরের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে বোট। প্রেমিক পুরুষের মত দুষ্টুমি করে জলমানবীর গায়ে পানি ছিটাচ্ছে যেন সাগর।

স্টার্নে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে হার্ডি। চেয়ে আছে সুদূরের পানে। দুনিয়ার আর কোনও দিকে খেয়াল নেই।

হার্ডির চেহারাতে স্থির হয়ে আছে ফ্রিজিয়ান স্টোনের গা ছমছমে কাঠিন্য। চাঁদির ফুরফুরে চুলগুলো উড়ছে।

'খবর আছে কোনও?'

পাথরের স্ট্যাচু প্রাণ পেল যেন জোহানের কথায়। কাঁধ ঝাঁকি দিল হার্ডি। 'একটা ক্রুশকাঠ দেখলাম, মনে হলো, বস। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। একবার মাত্র দেখেছি।'

'খালি চোখে?'

'প্রথমে খালি চোখেই দেখেছি। তারপর চোখ লাগালাম দুরবিনে। দেখি, নেই। কুয়াশার মধ্যে গায়েব হয়ে গেছে।'

চিন্তিত হলো জোহান।

"ভুল হতে পারে" – এটা কথার কথা। কোনও কিছু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেই এ কথা বলে হার্ডি।

ক্রুশকাঠ মানে মাস্তুল। যদিও ওই জাহাজের সাথে মেয়েটার কোনও সম্পর্ক আছে, এটা ভাববার কারণ নেই।

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

'আই, আই, স্যর। গেলাম, বেবি।'

শেষ কথাটা জলমানবীর উদ্দেশে। হার্ডি বিশ্বাস করে, সব জাহাজের প্রাণ আছে। ঘোড়ার মত তাদের আদর দিয়ে, শাসন করে বশে রাখতে হয়।

কম্পাসের রিডিং দেখল জোহান। হিপোর হাত থেকে হুইলের ভার নিয়ে তাকেও শুতে পাঠিয়ে দিল।

ফো'ক্যাসলে ফিরবার আগে কমপ্যানিয়ন ওয়ে হয়ে যেতে চাইল হাওয়াই নিবাসী। দুই ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলবে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে পরীর সামনে পড়ল লোকটা।

ওপরে যাচ্ছিল তরুণী। পলিনেশিয়ান যুবকের চোখে নির্জলা মুগ্ধতা ফুটে উঠতে দেখল।

মারফতি হাসি হিপোর ঠোঁটে। দুই আঙুলে তোবড়ানো সি-ক্যাপের কার্নিস স্পর্শ করল আলতো করে। একপাশে সরে মেয়েটার যাবার পথ করে দিল।

'তোমাদের মালিক কোথায়?' জানতে চাইল তরুণী।

কোনাকুনি চোখ তুলে ছাতের দিকে ইঙ্গিত করল হিপো।

'উপরেই আছে, ম্যা'ম।'

'গ্রেশাস।'

'বুঝি নাই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

দিলখোলা হাসি হাসল হাওয়াইয়ান।

পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘোরাল জোহান।

মেয়েটা।

অপরিচিতা তার পাশে এসে দাঁড়াল। জোহানের একটা শার্ট আর প্যান্ট পরেছে। জিনসের প্যান্টটা বেল্ট দিয়ে আটকানো গেলেও ঢলঢল করছে লাল ফ্লানেলের শার্ট। তবে পুরুষের কাপড়ে তাকে মোটেই আড়ষ্ট মনে হচ্ছে না। যেন এটাই স্বাভাবিক।

জোহানের বরং মনে হলো, পুরুষের পোশাকও চমৎকার মানিয়ে গেছে মেয়েটার নিজের রূপের কারণে।

পুবের আকাশে এখন এক মুঠো মলিন আলোর বিভা। কুয়াশা-কুয়াশা ধোঁয়াটে ভাব চতুর্দিকে।

কিন্তু সকাল যেন হার মেনে যাবে মেয়েটার সজীবতার কাছে।

'গুড মরনিং।'

'বুয়েনোস ডায়াস।'

এই প্রথম হাসল তরুণী।

জোহানের মনে হলো, কেঁপে উঠল ধরণী। অদ্ভুত সুন্দর মুখটা যেন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

সারপেন্টাইল মারবেলের মত সবুজ চোখ। টিকালো নাক। কমলার কোয়ার মত অধর।

ঠিক এই রকম দেখতে কোনও গ্রিক দেবীর একটা ছবি কোথায় জানি দেখেছিল, মনে করতে পারল না সে।

সাগরের গান শুনতে লাগল ওরা। একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। অপরজনের চোখ এড়িয়ে।

এক পর্যায়ে মেয়েটার চোখে ধরা পড়ে গেল জোহান। অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গালের পাতলা চামড়ায় আপেলের রং ধরল তরুণীর। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ে নিতে কোনও নারীরই ভুল হয় না।

'কোথায় চলেছি আমরা?' ক'মুহূর্ত বাদে জানতে চাইল মেয়েটা।

অপ্রস্তুত ভাবটা ঝটিতি কাটিয়ে উঠবার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি অনুভব করল জোহান।

'আলটা ক্যালিফোরনিয়াতে, ম্যা'ম,' বলল সে। সাথে যোগ করল, 'পথে যদি আর কোথাও নামতে না চাও।'

'তোমার দেশ, সেনিয়োর?' সাগ্রহে জানতে চাইল তরুণী।

স্মিত হাসল জোহান। 'ক্যালিফোরনিয়া দেশ নয়, ম্যা'ম। টেরিটোরি।'

'কোথায় সেটা?'

'মেকসিকোতে।'

'যেতে কদ্দিন লাগবে, সেনিয়োর?'

অঙ্ক কষল জোহান। 'তা, দুই-তিন হপ্তা তো লাগবেই, ম্যা'ম।'

'বাব্বাহ, এত!' ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূ ছড়িয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল তরুণী।

'বেশিও লাগতে পারে, ম্যা'ম।'

'আরও বেশি!'

'আবার কমও লাগতে পারে।'

তরুণীর চোখে প্রশ্নচিহ্ন। 'তোমার হিব্রু বুঝতে পারছি না, সেনিয়োর!'

জোহান হেসে ফেলল। 'চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, তা-ই না?'

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা! তরুণী অবাক। কথা জোগাল না মুখে।

আগের কথার খেই ধরল জোহান, 'তুমি কি জানো বাতাসের গন্তব্য কোথায়?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল তরুণী।

'আমিও জানি না।'

'তো?' উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তরুণীকে।

ওপরের দিকে চোখের ইশারা করল জোহান। 'পাল, ম্যা'ম।' স্কুলমাস্টারের ভঙ্গিতে বলল, 'বোটটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস। স্রোতও সাহায্য করছে। কিন্তু সব সময় তো আর এমনটা থাকবে না। বাতাস পড়ে যেতে পারে। চলতে হতে পারে উজান ঠেলে। আর যদি ঝড় ওঠে... সাগর খেপে যায়...' হাসল সে। 'বুঝতেই পারছ, ম্যা'ম...

সমঝদারের মত মাথা ওপর-নীচ করল মেয়েটা।

'কত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব, সেটা নির্ভর করছে আবহাওয়ার মেজাজের উপরে। বাতাস আর সাগর নিজেদের মর্জি মাফিক চলে। তাই আগেভাগে কিছু বলা যায় না।'

মেঘ কেটে যাচ্ছে। কয়েকটা সুরঙ্গ তৈরি হয়েছে আকাশের

বইঘর.কম

গায়ে। সকালের নির্মল আলো নামছে ধরায়।

'সুন্দর করে কথা বলো তুমি, সেনিয়োর,' মেয়েটার মন্তব্যে মুগ্ধতার ছাপ ফুটল। 'কবিতা-টবিতা লেখো নাকি?'

বো রেইলে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল একটা সি-গাল। জোহানের অট্টহাসির শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল শাপ দিতে দিতে।

'হাসলে কেন, সেনিয়োর?'

'সরি, ম্যা'ম।'

'না, বলো।'

'কবিতা লিখবার কথা বললে না?' এমন ভাবে বলল জোহান, যেন একটা বাচ্চার সাথে কথা বলছে। 'রুক্ষ অঞ্চলের মানুষ আমরা। শ্রম আর ঘামের জীবন। সাহিত্য চর্চার সময় কোথায়, ম্যা'ম?'

সলজ্জ হাসল তরুণী।

ওকে সহজ করবার জন্যে জিজ্ঞেস করল জোহান, 'তুমি এত ভাল ইংরেজি শিখলে কোথায়?'

খুশি হলো মেয়েটা। 'ভাল বলছ? সত্যিই?'

'অ্যাবসলিউটলি,' মন থেকে বলল জোহান।

'এক পাদ্রির কাছে শিখেছি।'

ক্ষণকালের জন্যে কথা ফুরিয়ে গেল দু'জনের।

'তা, কী ইচ্ছা, আমাদের সাথেই যাবে?' সহৃদয় হাসি জোহানের ঠোঁটে।

বলবার আগে খানিক দ্বিধা করল তরুণী। 'সেনিয়োরের যদি আপত্তি না থাকে!'

'না... আপত্তি আর কী!' জোহান বলল, 'কিন্তু তারপর?'

ক্ষণিকের জন্যে দূরে কোথাও হারিয়ে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। ক্লিষ্ট হাসল। 'জানি না, সেনিয়োর।'

জোহান ভেবে পেল না, কী বলবে।

'পালাচ্ছি আমি,' স্বীকারোক্তি দিল তরুণী।

'কেন, কী করেছ তুমি?' তরল গলায় জানতে চাইল জোহান।

'কী করেছি?' অভিমান প্রকাশ পেল মেয়েটার গলায়। 'নিজের মতন করে বাঁচতে চাওয়াটা কি অপরাধ?'

'নিশ্চয় নয়।'

'সেটাই চেয়েছিলাম আমি। অথচ...' গলাটা ধরে এল।

টুকরো কথাগুলো থেকে আসল সূত্রটা ধরবার চেষ্টা করছে জোহান। গোটা ব্যাপারটা গোলকধাঁধার মত লাগছে তার কাছে। অস্পষ্ট। জটিল। দুর্বোধ্য।

তার অসহায়ত্ব আঁচ করতে পারল তরুণী মুখ দেখে। 'একজনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই আমি... যতখানি সম্ভব...'

'কে লোকটা?'

'এল মারিয়াচির নাম শুনেছ?'

বইঘর.কম

নয়

কেউ যেন হেঁটে গেল জোহানের কবরের ওপর দিয়ে। পেটের ভেতরে কিলবিল করে উঠল অযুত মাকড়সা।

কথাটা বলে তাকিয়ে আছে তরুণী। একদৃষ্টে।

কে না চেনে দুর্ধর্ষ মারিয়াচিকে! বড়লোক বংশের বখে যাওয়া সন্তান। তবে লক্ষ্যহীন তরুণ সে নয়। কিন্তু অ্যাম্বিশন থাকলেও ধৈর্য জিনিসটার ঘাটতি রয়েছে তার মধ্যে। সৎপথ তাই মারিয়াচির ধাতে নেই। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পদ নানা রকম ধোঁয়াটে কারবারে বিনিয়োগ করেছে সে। কালো টাকায় ভরেছে নিজের পকেট আর সিন্দুক। লোকটার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়।

মারিয়াচির সাথে কখনও মোলাকাত হয়নি জোহানের। সবই শোনা কথা। তবে যা রটে, তা কিছুটা হলেও তো বটে! ছেড়ে আসা লাতিন নগরীর পানশালায় রাই উইস্কির স্বাদ চাখতে গিয়ে দুর্বিনীত যুবকের অনেক "সুনাম" কানে এসেছে ওর।

লোকটা নাকি একবারই গুলি করে, এবং সেটা কখনওই ফসকায় না।

সেই লোক কি এই মেয়ের পিছে লেগেছে? চিন্তার কথা তা

হলে!

ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

'তুমি... মানে, তোমার সাথে...

'আজ দুপুরে মারিয়াচির সাথে বিয়ে হতে যাচ্ছিল আমার।' নিরানন্দ চেহারায় হাসল মেয়েটা।

তার মানে, হার্ডিই ঠিক।

প্রমাদ গুনল জোহান। ব্যাপার গুরুতর! একজনের বাগ্‌দত্তাকে ভেগে যেতে সাহায্য করছে সে!

কোনও হবু স্বামীর জন্যে বিষয়টা চূড়ান্ত অপমানের শামিল, যদি সে কাপুরুষ না হয়। আর পাত্র যেখানে মারিয়াচির মত টাফ গাই, সে তো ছেড়ে কথা কইবে না। তার মত লোকেরা পরাজয়কে ঘৃণা করে। যা চায়, তা না পাওয়া পর্যন্ত থামে না।

বিপন্ন বোধ করল জোহান। এ কোন্ বিচ্ছিরি হুজ্জতে জড়িয়ে পড়ল সে!

'তুমি এই বিয়েতে রাজি নও, ম্যা'ম?'

চিবুক উঁচাল তরুণী বিদ্রোহী শিশুর মত। 'প্রশ্নই আসে না!' ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল বিতৃষ্ণায়। 'গা ঘিনঘিন করে আমার মারিয়াচিকে দেখলে!'

'তোমার বাবা-মা...

'নেই। ছোটবেলায় মারা গেছে,' নিরাবেগ স্বরে বলল মেয়েটা। 'চাচার কাছে মানুষ হয়েছি আমি।'

'তার কী মত?'

'পেটে মদ পড়লে হুঁশ থাকে না বুড়োর!' খেদ ঝরল মেয়েটার কণ্ঠ থেকে। 'দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই পড়ে থাকে বোতল

বইঘর.কম

নিয়ে। বলতে পারো, মারিয়াচির কাছে আমাকে এক রকম বেচে দিয়েছে চাচা।'

'প্রতিবাদ করোনি?'

'করিনি আবার!' ফুঁসে উঠল যেন সাপিনী। 'মেয়েলোকের কথার দাম দেয় নাকি কেউ!'

মেয়েটার জন্যে সহমর্মিতা অনুভব করল জোহান।

'ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করব...

ভাগ্যিস, করেনি। মস্ত ক্ষতি হয়ে যেত তা হলে পৃথিবীর, জোহান ভাবল।

'আত্মহত্যা মহা পাপ,' বলল ও। 'বাইবেলে কী বলা হয়েছে, শোনোনি?'

'ওই নচ্ছারটার ঘর করবার চাইতে পাপ করে জাহান্নামে যেতে রাজি আমি!' রাগত স্বরে বলল সেনিয়োরিটা, 'তোমরা– পুরুষেরা এসব বুঝবে না!'

কথার জেরে অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ওদের মাঝে

পেছনে কুকুরের কান্নার মত বিকট আওয়াজ শুনে হার্টবিট মিস করল মেয়েটা।

জোহান চমকাল না। হার্ডির হাইয়ের সাথে পরিচিত সে।

মাথার ওপরে তোলা হাত দুটো নামাল ভালুকমানব। ঝাড়া দিল। মট-মট আওয়াজ হলো হাড় ফুটবার।

লোকটার হাসি দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার বস, একবার মেয়েটার দিকে তাকাল। ঘোষণা করবার সুরে বলল, 'সকাল হয়ে গেছে!' যেন এখনও ওরা সেটা জানে না।

'ঘুম হয়ে গেল?' হার্ডিকে জিজ্ঞেস করল জোহান।

'ঘুমাইনি তো, বস!' পট-পট করে হাতের আঙুল ফোটাচ্ছে ভালুক। 'চেষ্টা করেছি। লাভ হয়নি। মেহমানের কথা মনে হচ্ছিল কেবল।' মেয়েটার দিকে চেয়ে চোখ নাচাল। 'বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।'

'হার্ডি রোভার। আমার ডান হাত,' পরিচয় করিয়ে দিল জোহান।

বুকের ওপরে একটা হাত রেখে নড করল বিশালদেহী মানব। বাইরের লোকের কাছে সম্মান দিয়েছে বলে জোহানের প্রতি কৃতার্থ বোধ করছে সে।

'সুপ্রভাত, সেনিয়োর রোভার।'

'শুধু হার্ডি,' শুধরে দিল বিশালদেহী। 'ওসব সেনিয়োর-টেনিয়োর বসের জন্য আলাদা করে রাখো, ম্যাডাম। আমি কামলা শ্রেণীর মানুষ।'

ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে কাজে ব্যস্ত হলো সে।

'হার্ডি সব সময়ই এরকম চাঁছা-ছোলা।' ক্ষীণ বিব্রত বোধ করছে জোহান। 'তুমি কিছু মনে কোরো না, ম্যা'ম। মানুষটা সে ভালই।'

বখাটে বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে চুলগুলো। সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে মেয়েটা।

'আমি একটা বোকা।'

'উঁ?' বুঝতে পারল না জোহান, হঠাৎ করে নিজেকে চারিত্রিক সার্টিফিকেট দেবার প্রয়োজন পড়ল কী জন্যে মেয়েটার।

বোঝা গেল পরের কথায়।

'নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত দিইনি এখনও...'

'এখন দাও।'

'আমি এলেনা মনটেরো।'

'জোহান মিলফোর্ড।' হাত বাড়িয়ে দিল জোহান।

হাতটা ধরল এলেনা।

জোহান পুলকিত হলো।

ছোট্ট হাত। পেলব। শীতল।

'আমি দুঃখিত, সেনিয়োর মিলফোর্ড।'

আবার কী হলো? কী এমন ঘটল, যার জন্যে সরি বলা লাগল ওর?

'দুঃখটা কী জন্য, ম্যা'ম?'

'এই যে... সিন্দাবাদের ভূতের মতন তোমার ঘাড়ে চেপে বসলাম!'

আচ্ছা, এই কথা!

'তুমি যে আত্মহত্যা করোনি, তাতেই আমি খুশি।' জোহান এখন নিজের কাছে পরিষ্কার। সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেছে তার মন থেকে। 'তোমার অ্যাটিচুড পছন্দ হয়েছে আমার। স্বাধীনচেতা নারীদের আমি পছন্দ করি।'

শেষ মন্তব্যটা ছুরির মত বিঁধল এলেনাকে। এত ভাল লাগল কেন কথাটা?

জোহানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। মনে হলো, হারিয়ে যাবে। যুবকের চোখের মণি দুটো যেন দুই টুকরো স্যাফায়ার। ঝলমল করছে।

বুঝতে শিখবার পর থেকেই পরপুরুষের চোখে লালসা দেখে

এসেছে এলেনা। অভিভাবক একজন থাকলেও নিজেকে ওর অরক্ষিত মনে হয়েছে সব সময়। কিন্তু জোহান মিলফোর্ডের চোখে কামনা নেই। শুধু কৌতূহল।

'ধন্যবাদ তোমাকে, সেনিয়োর মিলফোর্ড।' এলেনার চোখ জোড়া কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। 'কথাগুলো বলতে পেরে হালকা লাগছে নিজেকে।'

হেসে ওপরে তাকাল জোহান– মাস্তুলের মাথায়।

দুই মাস্তুলের বড়টাতে লাগানো রয়েছে একটা মাচামত। ক্রো'জ নেস্ট। ওখানে উঠে বসে বহুদূরে চোখ রাখা যায়।

হার্ডি উঠেছে গিয়ে "কাকের বাসা"য়। কপালে তার চিন্তার রেখা।

বেশ ফরসা হয়ে গেছে চারপাশ।

কুয়াশা পুরোপুরি না কাটলেও হার্ডির শ্যেনদৃষ্টিতে জাহাজটা ঠিকই ধরা পড়েছে।

চটপট হিসেব বের করে ফেলল তার অভিজ্ঞ মগজ। দশ কি বারো মাইল দূরে রয়েছে ওটা।

জলমানবীর পিছু নেয়নি তো?

গড নোজ!

বইঘর.কম

দশ

আগস্ট, ১৭৯৮।

বেতের চেয়ারে বসে আছে ক্যাপ্টেন জেরার্ড মিলফোর্ড। ঘরের বাইরে চোখ।

দিগন্তসীমানায় হেলে পড়েছে সূর্য। মরে গেছে রোদ।

একটু আগেও আকাশের রং ছিল ঘন নীল। এখন ফ্যাকাসে। পশ্চিম দিকটা ঘুঁটে দেয়া ডিমের কুসুমের মত কমলা-হলুদে মেশানো।

চোখ বুজলে রণাঙ্গণের টুকরো-টুকরো দৃশ্য বায়োস্কোপের মত মনের পর্দায় আসে আর যায়। যন্ত্রণাকাতর আহত যোদ্ধার আর্তনাদ কানে এসে লাগে। গুলিগালাচের সাথে পাল্লা দিয়ে ঢাক বাজায় হৃৎপিণ্ড। বড় করে শ্বাস টানলে বারুদের তীব্র ঘ্রাণ জ্বলুনি ধরায় যেন নাসারন্ধ্রে। রক্ত আর মৃত্যুর অলীক গন্ধটা পীড়া দেয়।

শুয়ে-বসে কাটছে দিন আর রাতের বেশির ভাগ সময়। শুশ্রুষার অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ! আজকে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেয়া হয়েছে। তবে এখনই ছুটি মিলছে না এখান থেকে। আরও কিছুদিন গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হবে।

তর সয় না!

অস্থির লাগে। সহযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে লড়ছে, আর সে কি না আরাম করছে নার্সিং হোমের নিরাপদ বলয়ের মধ্যে!

পদমর্যাদার কারণে কেবিন পেয়েছে। চায়নি। বরঞ্চ আপত্তি করেছে। দেশের এই অবস্থায় বাড়তি সুবিধা নেবার সে ঘোর বিরোধী। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে কান দেয়নি।

চেয়ারের হাতলে এক হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানালার কাছে গেল। ডান পা-টা ঠিকমত ফেলতে পারে না এখনও। টান লাগে।

সামনে ছড়িয়ে রয়েছে বেলাভূমি। তার ওপারে পারাবার। ভাটায় টান পড়েছে। লক্ষ্মী ছেলের মত শান্ত হয়ে আছে অকূল পাথার। ঢেউয়ের গায়ে ময়ূরপাখা-রঙের খেলা।

দূরে একটা নোঙর ফেলা জাহাজ।

থিরথির করে কাঁপছে নারকেল গাছের ডগা।

বড় অদ্ভুত এই সময়টা! মন কেমন করে দেয়া বাতাস। সাথে আশ্চর্য এক নীরবতা।

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ঢেউ গুনতে লাগল ক্যাপ্টেন মিলফোর্ড।

অনেক কথা ভাবছে সে। অনেক পুরানো কথা। মারাত্মক একাকী লাগছে তার নিজেকে। শূন্য, ফাঁকা লাগছে সব কিছু। একসময় সে থাকবে না পৃথিবীতে। কিন্তু বাড়িটা থাকবে। এই ঘরে বসে অন্য কেউ অনুভব করবে অপরাহ্নের অলৌকিক নিস্তব্ধতা।

পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘোরাল ক্যাপ্টেন।

সিস্টার মারিয়া। হাতে একগাছা হলুদ টিউলিপ। চোখাচোখি হতে হাসল।

বইঘর.কম

অল্পবয়সী একটা মেয়ে। গায়ের রং কালো। মুখে বসন্তের দাগ। তার পরেও চেহারার কোথায় যেন এক ধরনের স্নিগ্ধতা লুকিয়ে আছে।

ফুলগুলো ফ্লাওয়ারভাসে গুছিয়ে রেখে বলল, 'স্যর, একজন অফিসার আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

'নাম বলেছে?'

'না, স্যর।'

একটু অবাক হলো ক্যাপ্টেন জেরার্ড। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে নানান ধরনের লোকজন আসছে তার সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। অনুমতি দিচ্ছে না ডাক্তাররা। আজকে নিশ্চয় জরুরি কিছু!

'ঠিক আছে, আসতে বলো।' ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না ক্যাপ্টেন।

ফিরে গেল নার্স।

যুদ্ধাহত সৈনিক দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বুটজুতোর শব্দ উঠল কাঠের মেঝেতে।

দূরাগত পদধ্বনি ক্রমে জোরাল হলো। আইরিশ নৌবাহিনীর কমাণ্ডার রবিন কালাহান দেখা দিল দরজায়।

দীর্ঘদেহী। পেশিবহুল। পরনে ইউনিফর্ম। তাতে লাগানো ইনসিগনিয়া তার র‍্যাঙ্ক নির্দেশ করছে।

ভেতরে ঢুকল। সামরিক কায়দায় স্যালুট করল ঊর্ধ্বতন অফিসারকে।

স্যালুটের জবাব দিল ক্যাপ্টেন মিলফোর্ড। ঝকমক করছে

তার চেহারা। সহকর্মীকে দেখে আনন্দিত।

কমাণ্ডার কালাহানের হাতে বড় একটা বাদামি এনভেলাপ। চোখ দুটো নিষ্প্রভ। চেহারাটা ম্রিয়মাণ।

যুদ্ধের ক্লান্তি, ভাবল ক্যাপ্টেন। নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার।

ফর্মালিটির ধার দিয়ে গেল না জেরার্ড। আন্তরিক স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, কমাণ্ডার?'

'ভাল, স্যর।' ম্লান হাসল কালাহান। 'আপনি কেমন আছেন, স্যর?'

'দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছি!' দাঁত বেরিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের। 'চাইলে এখনই রিলিজ করে দিতে পারে। কিন্তু এরা তা করবে না!' মৃদু অনুযোগ ফুটল তার গলায়।

'স্যর, সার্ভিসের সবাই আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আর সাহসিকতার কারণে সেদিন অতগুলো প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।'

'রাখো তো, কমাণ্ডার!' অধস্তন অফিসারকে ধমক লাগাল ক্যাপ্টেন কিন্তু চেহারাতে খেলা করছে আত্মতৃপ্তি। 'আমার কর্তব্য আমি করেছি। আমার জায়গায় তুমি হলেও তা-ই করতে। করতে না?'

'লজ্জা দিচ্ছেন, স্যর।' বিনয়ের অবতার সাজল কমাণ্ডার। 'আপনার মতন যদি হতে পারতাম...'

'দোহাই, কমাণ্ডার!' নির্ভেজাল মিনতি ঝরল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ থেকে। 'আর ফুলিয়ো না। খাওয়া আর ঘুমের উপরে থাকতে থাকতে এমনিতেই ফুলে যাচ্ছি!'

বইঘর.কম

নীরব হাসি হাসল কালাহান। পলকের জন্যে সজীব হয়ে উঠল মুখটা।

'আসল কথা বলো, কমাণ্ডার,' ক্যাপ্টেন বলল। 'এতদূর থেকে নিশ্চয় আমার গুণকীর্তন করতে আসোনি!'

'ক্যাপ্টেন, স্যর, আপনাকে সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

'আমারও শুভেচ্ছা রইল, কমাণ্ডার।'

প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাল কালাহান। লাল রিবনে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স বের করল। অফিসারের হাতে তুলে দিল সেটা।

'কী এটা?' বিস্মিত চেহারায় জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'খুলুন, স্যর।' রহস্য করল কমাণ্ডার রবিন। 'খুলে দেখুন, ভিতরে কী আছে।'

ফিতের প্রান্ত ধরে টান দিল ক্যাপ্টেন মোহাবিষ্টের মত। খুলে এল গেরো।

বাক্সের মধ্যে, নীল মখমলের ওপরে শুয়ে আছে একটা রূপালী ব্যাজ।

ধাতুর তৈরি চাপরাশের শরীর কুঁদে একটা শব্দ লেখা। ভ্যালর।

ছোট একটা কার্ডও রয়েছে ব্যাজের সাথে।

কার্ডটা তুলে চোখের কাছে আনল ক্যাপ্টেন। ওতে লেখা:

যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে ক্যাপ্টেন জেরার্ড মিলফোর্ডকে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে।

চোখ মিটমিট করে কমাণ্ডারের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন মিলফোর্ড।

ঠোঁটে সন্তুষ্টির হাসি। দায়িত্ব বেড়ে গেল এখন থেকে।

'আর এটা, স্যর।' হাতের খামটা বাড়িয়ে ধরল কালাহান।

নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন, 'এটা আবার কী? প্রমোশন লেটার?'

জবাব দিতে পারল না কমাণ্ডার।

এনভেলাপটা উল্টেপাল্টে দেখল জেরার্ড। গলিত মোম ফেলে বন্ধ করা হয়েছে মুখ। শুকিয়ে যাওয়া লাল মোমের ওপরে ফুটে রয়েছে সরকারি সীলমোহর। প্রাপকের জায়গায় তার নাম লেখা।

চিকচিক করছে কালাহানের চোখ। একটু ইতস্তত করে বলল, 'হিজ একসেলেন্সি নিজে আপনার পুরো মেডিকেল রিপোর্ট পড়ে দেখেছেন।'

কথাটার মর্মার্থ অনুধাবন করবার চেষ্টা করছে মিলফোর্ড।

'ওখানে লেখা আছে, স্যর!' কমাণ্ডারের গলাটা কেঁপে গেল।

খামটা খুলল ক্যাপ্টেন। ভেতরের কাগজটা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল।

ছোট্ট একটা চিঠি।

ডিয়ার ক্যাপ্টেন জেরার্ড মিলফোর্ড,

আপনার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। দেশ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

নীচে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর।

বোবা দৃষ্টিতে অধস্তনের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা কথাগুলোর অর্থ খুঁজে বের করতে অস্বীকৃতি

বইঘর.কম

জানাচ্ছে মস্তিষ্ক।

চোখে চোখ রাখবার সাহস পেল না কালাহান। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল কোনওমতে, 'আ-আমি দুঃখিত, স্যর। চিকিৎসকরা জানিয়েছে, আপনি আর কোনও দিন স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবেন না।'

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ক্যাপ্টেন মিলফোর্ড। তা হলে এই তার অর্জন? প্রয়োজন ফুরাতেই ছুঁড়ে ফেলা হলো তাকে পরিত্যক্ত কাপড়ের মত!

কমাণ্ডার রবিন কালাহান এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে অসহায় মানুষ। ওপরের আদেশ। তার কিছু করবার নেই। তার বদলে আর কেউ যদি এই পরোয়ানা বহন করত, তা হলে খুশি হত কমাণ্ডার। কিন্তু এখানেও সে নিরুপায়। এটাও অথরিটির হুকুম। "না" করবার ক্ষমতা নেই তার। মন না চাইলেও তাই অপ্রিয় কাজটা করতে হলো।

সান্ত্বনা-সমবেদনা এখন অর্থহীন। কিছুই স্পর্শ করবে না ক্যাপ্টেনকে। চলে যাওয়াই ভাল।

শেষবারের মত প্রাক্তন বসকে অভিবাদন জানাল কমাণ্ডার। চলে যাবার জন্যে ঘুরল। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'উই উইল মিস ইউ, স্যর!'

কিছুই কানে ঢুকল না ক্যাপ্টেনের। কিছুই দেখল না। অনড় দাঁড়িয়ে রইল। অনেক স্মৃতির ঝড়ে মেঘ জমল মনে। ঝাপসা হলো দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পরে নিজের মাঝে ফিরে এল সে। বাক্স খুলে নির্বিকার চেহারায় ব্যাজটা দেখল এক পলক। তুলে নিল মুঠোয়।

সমস্ত রাগ, ক্ষোভ, হতাশা দিয়ে চেপে ধরল। আহত সিংহের চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল বুক চিরে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যাজটা জানালার ওপারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করল ক্যাপ্টেন জেরার্ড মিলফোর্ড।

*

হিজ হাইনেস নিষ্ঠুর নন। ক্যাপ্টেন জেরার্ড মিলফোর্ডের সততা, কর্তব্যপরায়ণতা আর দুঃসাহসিকতার প্রতিদান তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর বদৌলতেই উত্তরাধিকার সূত্রে জলমানবীর স্বত্ব পেয়েছে জোহান মিলফোর্ড।

চল্লিশ ফুটী যানটা জোহানের বাবাকে দেয়া প্রেসিডেন্টের পুরস্কার। খুশি হয়েই গ্রহণ করেছিল ক্যাপ্টেন মিলফোর্ড। বাস্তবতার কাছে হার মেনেছে ইমোশন।

জোহানের বয়স যখন ষোলো, সেই সময় প্রথম সাগরে বেরোয় সে বাবার সাথে। তারপর অনেকবার। কখনও বাপ-বেটা মিলে, কখনও একাই। সেসব গন্তব্য ছিল কাছেপিঠেই। এই প্রথম সে এতদূরে সফর করেছে।

'তোমার মায়ের কথা বলো, সেনিয়োর,' এলেনা বলল। 'কেমন মানুষ সে?'

'কেমন? উম...' কী বলা যায়, ভাবছে জোহান। কম কথায় কীভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। 'কোমলে-কঠোরে মেশানো।'

'আমাকে বোধ হয় পছন্দ করবে না!' সসঙ্কোচে বলল মেয়েটা।

'এরকম মনে হচ্ছে কেন?'

'ঝামেলায় ফেললাম যে তোমাকে!'

'আমার তা মনে হয় না, ম্যা'ম।' একটু গম্ভীর হলো জোহান। 'মাকে আমি চিনি। তা ছাড়া... তোমার মতন বয়সে মাকেও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।'

'কী রকম?' এলেনার চোখে আগ্রহের ছায়া দেখা গেল। মেকসিকান চাদরের তলে শরীরটা জুত করে নিল।

শুরু হলো গল্প।

এগারো

প্যাট্রিক বেডফোর্ড। পদবি কর্নেল। আইরিশ এই সেনা কর্মকর্তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছিল অভ্যুত্থানের সময়। দেশদ্রোহিতা। মোটা টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রের গোপন তথ্য পাচার করছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে।

একটা সময় সিক্সথ সেন্স তাকে সাবধান করে দিল। প্যাট্রিক বেডফোর্ড টের পেল, ধরা পড়তে যাচ্ছে সে। সরকারি গোয়েন্দারা জেনে গেছে তার বেইমানির কথা। হাতেনাতে ধরবার জন্যে খেলাচ্ছে ওরা তাকে।

ধরা পড়লে কী ঘটবে, সেই বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিল কর্নেল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোর্ট-মার্শাল তো হবেই, বিচারে এমনকী মৃত্যুদণ্ডও দিয়ে দিতে পারে ওপরঅলারা। ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাতে পারে।

কালবিলম্ব করল না কর্নেল। ছদ্মবেশ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। পাড়ি জমাল স্পেন অভিমুখে। হিতাকাঙ্ক্ষী এক লোক সাহায্য করল তাকে এই ব্যাপারে। সে-ও প্যাট্রিকের সাথ ধরল।

ভিনদেশে গিয়ে অসুখে পড়ল কর্নেল বেডফোর্ড। টিবি। কাশির দমকে রক্ত বেরোতে লাগল নাক-মুখ দিয়ে। মাত্রাতিরিক্ত

মদ্যপান করত আগে থেকেই, আত্মপীড়ন করতে আরও বাড়িয়ে দিল পেগের পরিমাণ। ফলাফল: চরম বিদ্রোহ করে বসল শরীর।

এমন একগুঁয়ে মানুষ প্যাট্রিক, ডাক্তারও দেখাবে না! আর দেখালেই বা কী! যক্ষ্মা হলে রক্ষা আছে?

বাঁচবে না, বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলো কর্নেল। যুক্তিবাদী লোকটার ওপরে জীবনের শেষ বেলায় জেঁকে বসল কুসংস্কার। মাতৃভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবার সাজা হিসেবে প্রাণদণ্ড দিয়েছে তাকে ঈশ্বর, এরকম একটা ধারণা জন্মাল মনে। আয়ারল্যাণ্ডে ফেলে আসা মা-হারা একমাত্র মেয়েটার প্রতি বড় বেশি অবিচার করা হয়েছে, চিন্তা করে মুষড়ে পড়ল আরও।

বিছানা নিল। পাগলামির লক্ষণ দেখা দিল আচরণে। ওই অবস্থাতেই চিঠি লিখল সে মেয়েকে।

দীর্ঘ সেই চিঠিতে পিতা হিসেবে নিজের ব্যর্থতা আর অযোগ্যতার কথা স্বীকার করল কর্নেল অকপটে। ক্ষমা চাইল মেয়ের কাছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথাও লুকাল না।

শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটার হাতে দিয়ে পাঠানো হলো চিঠি।

কাটাকাটি আর অজস্র বানানভুলে ভরা সেই চিঠি পড়ে কেঁদে আকুল হলো রোজমেরি বেডফোর্ড। মৃত্যুপথযাত্রী বাপকে দেখতে স্পেন রওনা হলো সে।

পৃথিবীটা এক বিশ্রী জায়গা। কেবলই আশাভঙ্গ হয় এখানে। যখনই কারও মন আশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখনই নেমে আসে হতাশা।

রোজমেরি যেদিন স্পেনে পৌঁছাল, তার আগের দিনই ইহধাম ত্যাগ করল প্যাট্রিক বেডফোর্ড।

এমনই দুর্ভাগ্য মেয়ের, মৃত বাপের মুখটা পর্যন্ত দেখবার সুযোগ হলো না তার। কারও আসবার কথা ছিল না; অতএব, প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে কবর দিয়ে দিয়েছে বুড়োকে।

একদম একা হয়ে পড়ল মেরি। তিনকূলে আর কেউ রইল না তার।

দেশে আর ফিরল না সে। তার বাপ সেখানে খলনায়ক।

নিজেকে ভাসিয়ে দিল মেরি অজানার স্রোতে। এ-ঘাট থেকে সে-ঘাটে কাটতে লাগল তার শেওলা-জীবন। করডোভা, প্যারিস, মারসাই হয়ে ভেসে চলল সে মেকসিকোর দিকে।

বারো

'মেকসিকো যাবার পথে বাবার সাথে মায়ের পরিচয় হয়।' জোহান থামল।

তার চোখে-মুখে তৃপ্তির চিহ্ন। শ্রোতা হিসেবে এলেনা মনটেরো প্রথম শ্রেণীর। দশে দশ পাবার যোগ্য। কথা বলে আরাম আছে।

'একদম গল্পের মতন,' মন্তব্যের ঢঙে বলল এলেনা, 'তবে গল্পের চাইতেও নাটকীয়।'

জোহান ভাবছে, এলেনার সাথে ওর যেভাবে পরিচয় হলো, সেটা কি কম নাটকীয়?

'মায়ের মুখে শুনেছি এসব কথা,' বলল সে।

এলেনা ভাবছে, সেনিয়োর মিলফোর্ড দেখি পুরুষ সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণাই পাল্টে দেবে!

এক ধরনের ধ্যানমগ্ন ভাব রয়েছে লোকটার চেহারাতে। কথা বলবার সময় অলস একটা শান্ত ভঙ্গিতে বলে। শুনবার সময় মনে হয়, উচ্চারিত প্রতিটা বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছে।

চিন্তা-ভাবনার নিজস্ব একটা ধরন রয়েছে তার। সম্ভবত জগৎ

সম্পর্কে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিও।

এক সপ্তা হলো, এই জাহাজে রয়েছে ও। লোকটা একবারও বুঝতে দেয়নি, সে তার আশ্রিতা। অন্য দু'জনও নয়। ওর অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে পারে, এরকম আশঙ্কা ছিল মনে। কিন্তু গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, একটি বারও কেউ বাজে দৃষ্টিতে তাকায়নি ওর দিকে। অশোভন উক্তি কিংবা অশ্লীল ইঙ্গিত করেনি।

BOIGHAR

ঘুমাবার সময় ছাড়া চারজনে একসাথেই থাকছে। একসাথে খাচ্ছে খাবার সময়। যেন ওরা অভিন্ন পরিবারের সদস্য।

সেনিয়োর মিলফোর্ড মাঝে মাঝে হুইল ধরতে দেয়। হার্ডি বা হিপো অবশ্য দেয় না। প্রায় সব ব্যাপারে দু'জনের মতপার্থক্য থাকলেও একটা বিষয়ে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেছে– ব্যাটাছেলেদের কাজ ওর লাবণ্য নষ্ট করে দেবে। তবে সাগর সম্পর্কে জ্ঞান দিতে কারও কোনও কার্পণ্য নেই। পানিতে রঙের হেরফের দেখে বাতাস আর স্রোতের মতিগতি কী করে বুঝে নিতে হয়, উদার শিক্ষকের মত শিখিয়েছে ওরা তাকে।

আশ্চর্য সরল এই মানুষ দু'জন! ভাল না বেসে পারা যায় না।

সেনিয়োর মিলফোর্ডের প্রতি ভাল লাগাটাও কি প্রগাঢ় হচ্ছে না?

এটা কি প্রেমে পড়বার লক্ষণ?

বইঘর.কম

তেরো

দ্বিতীয় সপ্তাহ।

নিস্তরঙ্গ সাগরে সাঁতরে চলেছে জলমানবী। নির্ভাবনায়। তবে বোটের যাত্রীরা ভাবনাহীন নয়। বরং দুর্ভাবনায় রয়েছে।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। তার ফলে বিকেল যেন নবজীবন পেয়েছে। কিছুতেই ফুরাতে চাইছে না। হলুদাভ রোদে ঝিলমিল করছে সাগর। অন্যদিন হলে সাঁঝের আঁধার ঘনাত এতক্ষণে।

প্রশান্ত বাতাসের আদর উপভোগ করছে জোহান। বিমনা। সাগরের কুলুকুলু শুনতে শুনতে দুয়েকটা ঢিল ছুঁড়ছে স্মৃতির পুকুরে। আলোড়ন উঠছে পানিতে। ঢেউয়ের বড় হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে অজান্তে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস।

শীতকালে যখন লেকের পানি জমে বরফ হয়ে যেত, ওদের দুই ভাইকে নিয়ে মাছ ধরতে বের হত বাবা। জমাট বাঁধা লেকের ওপর দিয়ে হেঁটে জুতসই জায়গা খুঁজে বেড়াত ছিপ ফেলবার জন্যে। সব জায়গায় সমান পুরু হত না বরফ। সেজন্যে কোথাও সাদা, কোথাও ঘোলাটে কাচের মত ধারণ করত রং। সাদা

অংশগুলো পাথরের মত শক্ত। আর সাদার মাঝে মাঝে যেখানে কালচে হয়ে আছে, সেখানকার বরফ পাতলা। ওপরে কয়েক ইঞ্চি জমেছে কেবল। তলার পানি পানিই রয়ে গেছে।

এরকম কোনও পাতলা স্তরের মাঝে গর্ত খুঁড়ে বড়শি ফেলা হত। খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হত। একটু এদিক-ওদিক হলেই বরফের জমিন ফেটে যাবে চড়চড় করে। হিমঠাণ্ডা পানিতে পড়লে আর দেখতে হবে না! সাধ মিটে যাবে মাছ ধরবার। শরীরের ভারে যাতে ভেঙে না যায়, সেদিকেও সতর্ক থাকতে হত।

একবার তো সত্যিই বিপদ হয়েছিল...

একটা দ্বীপ অতিক্রম করল জলমানবী।

দ্বীপটার কী নাম, জোহানের জানা নেই। নটিকাল চার্টে থাকবার কথা। জাহাজ চলাচলের পথে যেহেতু পড়ে। ওর মত দুই পয়সার নাবিক ওসব মানচিত্র কোথায় পাবে?

নাম না জানা এরকম হাজারও আইল্যাণ্ড তারা পার হয়ে এসেছে।

সাগরের তলা থেকে যেন অকস্মাৎ বুদ্বুদের মত ভেসে ওঠে ডাঙা। আয়তন বেশি নয়।

রসদ জোগাড়ের জন্যে নামতে হয়েছে কোথাও।

নারকেল, কলা আর ব্রেডফ্রুটের ভাণ্ডার দ্বীপগুলো। খাঁড়ির পানিতে রয়েছে দেদার মাছ, গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ। জঙ্গলে শুয়োর।

বেশির ভাগ দ্বীপেই জনমনিষ্যি নেই। যেগুলোতে আছে, তারাও সংখ্যায় বেশি নয়।

যেমন এটা।

বইঘর.কম

সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা কালো মূর্তি। দৃষ্টি অপসৃয়মান বোটটার দিকে।

মেইনল্যাণ্ড থেকে এতদূরে কীভাবে এল মানুষগুলো, সেটা একটা রহস্য। এই রহস্যের চাবি ইতিহাসের কাছে।

সভ্যতা থেকে দূরে থাকবার ঝোঁক আছে এই মানুষগুলোর মধ্যে। উৎপাত অপছন্দ করে। এক অর্থে তাই বিপজ্জনক এসব লোক। সেজন্যে যখনই কোথাও থেমেছে, খুব সতর্ক ছিল জোহানরা।

চকের দাগের মত তটরেখা যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলো, চেয়ে রইল জোহান।

কেমন যেন নিঝঝুম হয়ে আছে ধরিত্রী।

পাখিরা চলে গেছে তাদের আস্তানায়। কালো হয়ে এসেছে বিকেলের প্রসন্ন মুখ। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে তমস।

হিপো এসে দাঁড়াল জোহানের পাশে।

অস্থির প্রকৃতির এই যুবক এসেই উসখুস শুরু করল। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছে। কিছু বলতে চায়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শেষমেশ বলেই ফেলল, 'তোমাকে একটা কথা বলতাম, বস! যদি কিছু মনে না করো...'

কোনও অপরাধ করে ফেলেছে?

'বলো, কী বলবে।'

জোহানের কথায় লাই পেল হিপো। নাক চুলকাল। 'আঁ... ইয়ে মানে... বলতে চাইছিলাম কি, বস... আমরা...'

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জোহান।

কী হতে পারে কথাটা?

ওকে না জানিয়ে কোনও কাজ করেছে?

নাকি কোনও কিছুর জন্যে পারমিশন চায়?

কানের আগা চুলকাল হিপো। খঁত-খঁত করে গলা পরিষ্কার করল। 'কয়টা টাকা আলাদা করে রেখেছি তোমার জন্য। ...আঁ... তোমার লাগবে, বস!'

চট করে আরেক দিকে মুখ ঘোরাল জোহান। চোখে পানি এসে গেছে। আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে গলা।

ওর আর্থিক অবস্থা হার্ডি আর হিপোর অজানা নেই। তার ওপর মায়ের চিঠিতে আরেক দুঃসংবাদ।

এথেন্স পোর্টের ঠিকানা দিয়ে এসেছিল সে বাড়িতে। সেই ঠিকানাতে গেছে পত্র। গ্রিস ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর ভ্রমণ করেছে জলমানবী। ফিরতি পথে বন্দরের পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়েছে জোহান। চিঠি পেয়েছে।

বসের খেত আগুন লেগে ছারখার হয়ে গেছে শুনে খুবই দুঃখ পেয়েছে দুই মাল্লা। গোপনে শলা-পরামর্শ করেছে, কী করে ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করা যায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে হিপোর দিকে ফিরল জোহান। তবে চোখ জোড়া সিক্তই রইল তার।

সন্ধ্যার আবছায়াতে জোহানের ভেজা চোখ দেখতে পেল না পলিনেশিয়ান।

'না, হিপো।' কর্মীদের উপার্জনে হাত দিতে চায় না জোহান। 'লাগবে না। আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে নেব।'

জোরে জোরে মাথা দোলাল হিপো ডাইনে-বাঁয়ে। 'তোমাকে

বইঘর.কম

তো চিনি, বস।' জড়তা উধাও তার গলা থেকে। 'জানি, ঠিক-ঠিক সামলে নেবে। তার পরেও টাকাগুলো থাকল। দরকার পড়লে নিয়ো।'

যেন মহামান্য আদালত রায় জানিয়েছে। এরপরে আর কোনও কথা থাকতে পারে না।

উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দু'জনে পরস্পরের দিকে।

শ্রেণিবৈষম্য কখনওই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি ওদের অটুট বন্ধুত্বে। বরঞ্চ একজনের জন্যে আরেকজন নির্দ্বিধায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

কথা বলল না জোহান। বন্ধুর আশ্বাস অনুভব করল হৃদয় দিয়ে।

হার্ডি এসে দাঁড়াল তার আরেক পাশে। 'মারিয়াচির ব্যাপারে কিছু ভাবলে?'

'কী ভাবব?'

ঘসঘস করে গিজগিজে দাড়ি চুলকাল হার্ডি। 'সেটাও অবশ্য কথা!'

ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন জোহান। কিন্তু কী করবে সে? মারিয়াচির মোকাবেলা করবে? কোন অধিকারে? মানবতার খাতিরে? হালে তেমন পানি পায় না এই যুক্তি। যথার্থ দাবি রয়েছে মারিয়াচির মিস মনটেরোর ওপরে আংটি-বদল যেহেতু হয়ে গেছে।

লোকটা পিছু নিয়েছে, নিশ্চিত। কার বোট, সেটাও নিশ্চয় তার অজানা নয়। হারবারে খোঁজখবর করলেই জানা যায়। "নিখোঁজ" জলমানবী সম্পর্কে যা-যা জানে– সব উগরে দিয়েছে

নিশ্চয় মাঝিমাল্লার দল।

মারিয়াচি কি রানশ পর্যন্ত ধাওয়া করবে?

কে সারা সারা– যা হবার, তা হবে। আগে থেকে ভয় পেয়ে লাভ কী?

'তবে যা-ই করো, বস, মারিয়াচিকে হালকা ভাবে নিয়ো না।' আদরের ভঙ্গিতে চিবুকে আঙুল ঘষছে হার্ডি। 'লোকটার সম্বন্ধে যা শুনেছি!' শঙ্কা প্রকাশিত হলো তার গলায়।

'কী করতে বলো আমাকে?'

শক্ত প্রশ্ন। জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল হার্ডি।

উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল সে। জবাব খুঁজে না পেয়ে সস্তা টোব্যাকো বের করল পকেট থেকে। বিশাল এক চাকা তামাক মুখে পুরল হার্ডি খেয়াল করেছে, এই জিনিস চাবালে বুদ্ধি খেলে।

গালের একটা পা[illegible]লে ঢোল হয়ে গেছে হার্ডির তামাকের চাপে ফেটে যাবে বলে [illegible] হচ্ছে কয়েক চিবুনি দিয়ে অন্য গালে চালান করে দিল সে তামা[illegible]কের ঢেলা। কিন্তু 'আউম-আউম' করাই সার হলো, বুদ্ধি আর বেরোল না।

থোক করে এক দলা খয়েরি থুতু সাগরে ফেলল হার্ডি। নিজের ওপরে বিরক্ত প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছে, গতরখানা তার ভীমদর্শন হলে কী হবে; হিপো যে খেপায়: ওর বুদ্ধি আসলে হাঁটুতে– কথাটা ভুল বলে না

'হিপো!' বরাবরের মত হাওয়াইয়ান মেটের সরু বুদ্ধির শরণাপন্ন হলো হার্ডি।

কিন্তু হিপোর অবস্থাও তথৈবচ।

'কঠিন সমস্যা!' বলে মাথা চুলকাল সে। সমাধান না পেয়ে শেষে 'দূর, ছাই!' বলে হাল ছেড়ে দিল।

বুদ্ধির কমতি থাকতে পারে, কিন্তু সাহসের কোনও অভাব নেই দু'জনের কারও। তারই প্রতিফলন ঘটল হার্ডির কথায় 'যা-ই হোক, ভয় নেই তোমার। আমরা আছি।'

হিপো আর হার্ডির মত দুটো স্বর্ণহৃদয় বন্ধু পেয়েছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল জোহান। ওদেরকে দিল না। বন্ধুর কাছ থেকে "থ্যাঙ্কস" নেয়াটা তারা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে দেখে।

'বস, মিস মনটেরোর কাছে যাও,' হার্ডি বলল, 'ওর জ্বর এসেছে।'

চোদ্দ

মেয়েটার নাম রোজ। একুশ বছরের তরুণী। জাহাজের ফোরডেকে দাঁড়িয়ে। রেলিং-এ পিঠ দিয়ে।

বিধ্বস্ত সে। বিপর্যস্ত। জীবনের ওপরে বীতশ্রদ্ধ।

কিছুক্ষণ আগে পোর্ট ছেড়েছে জাহাজ। চলেছে আরেক গন্তব্যে। জানে না সে, কোথায়। কাউকে জিজ্ঞেস করেনি। ইচ্ছে করছে না জানতে। ইদানীং সব কিছুতে বিতৃষ্ণা এসে গেছে তার।

ঝরঝর করে কাঁদছে রোজ। বুকের মধ্যেখানে তুমুল ঝড়।

বাবা নেই। কেউ নেই। থাকলেও কে তার খবর রাখে!

কার কাছে যাবে সে? এই বিশাল পৃথিবীতে কে আছে তার?

কোথায় মিলবে একটুকু মমতার আশ্রয়? বুকে তুলে নেবে কেউ?

আজ এখানে, কাল ওখানে– এভাবে আর কয়দিন?

এত মানুষ এই জাহাজে, অথচ কেউ তার আপন নয়!

কী ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবন!

কী তীব্র এই একাকিত্ব!

টাকা ফুরিয়ে এসেছে। ধেড়ে ইঁদুর আর আরশোলার মত ক্লেদাক্ত দিনগুলোও ফুরাল বলে। এরপরে হয়তো সবচেয়ে সহজ

পথটাই বেছে নিতে হবে বেঁচে থাকবার জন্যে। দুর্ভাগা মেয়েদের শেষ ঠিকানা হয় যেখানে।

কিন্তু এর চাইতেও সহজ রাস্তা রয়েছে মুক্তির।

এক সেকেণ্ডে মনস্থির করে ফেলল সে।

আর না!

ঢের হয়েছে এই দুঃসহ জীবনের ভার টানা। আর পারছে না! আজকেই চুকিয়ে ফেলবে সব হিসেব।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতে অবর্ণনীয় একটা প্রশান্তি অনুভব করল রোজ। জীবনের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পারবার আনন্দে বিচিত্র হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে।

বড় করে দম টানল সে। পা রাখল রেলিং-এর নীচের ধাপে। এক হাতে ধরল ওপরের একটা রড। নিজেকে টেনে তুলে অন্য হাতেও ধরল সেটা। রোজের দুই পা-ই এখন প্রথম ধাপে।

সাদা রং করা রেলিং-এ মোট পাঁচটা ধাপ। তিন নম্বর ধাপ পর্যন্ত উঠে এল সে। তারপর বাম পা-টা তুলে দিল শেষ ধাপের ওপর দিয়ে। দুই হাতে আঁকড়ে ধরে আছে রডটা। নাগালের মধ্যে অবলম্বন খুঁজে নিল পা। একই ধাপে ডান পা নামিয়ে এনে জোরে শ্বাস নিল রোজ।

এবার সে নামতে আরম্ভ করল। অতি সাবধানে নেমে এল প্রথম ধাপে। ফের কিছুক্ষণ দম নিয়ে ঘুরতে শুরু করল।

হাত কাঁপছে। রক্ত সরে গিয়ে সাদা দেখাচ্ছে আঙুল আর নখগুলো। হাঁটু দুটোয়– মনে হচ্ছে, কোনও জোর নেই। গতি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ফেলে দেবার চেষ্টা করছে ষাট ফুট নীচের কালো জলে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে ধুকপুক করছে, নিজের

কানেই পৌঁছে যাচ্ছে যেন সেই শব্দ।

নীচে তাকাল রোজ।

বহু নীচে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের জলকল্লোল। ছলাত-ছলাত। হিস্‌স্‌-হিস্‌স্‌। পানির বুক চিরে বেরিয়ে আসা ফেনা চোখে ধরা পড়ল কি পড়ল না।

উন্মুখ হয়ে চাইল সে অনন্ত আঁধারের দিকে।

উথাল-পাথাল সমীরণে চুল উড়ছে তার। কাঁধখোলা পাতলা কাপড়ের জামায় শীত মানছে না। শিরশির করছে গালে আর গলার কাছে, যেখানে শুকিয়ে এসেছে অশ্রুর দাগ।

আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত! তার পরেই সমস্ত জ্বালা আর যাতনার অবসান ঘটবে।

ডেকে কেউ নেই। সূর্যাস্ত দেখা যাত্রীর দল অনেক আগেই যার-যার কামরায় চলে গেছে। সাঁঝবাতি জ্বলে উঠবার পরেও যারা ডেক ছেড়ে নড়তে চায় না, তারাও নেই আজকে। জাহাজের স্টাফদেরকেও ধারে-কাছে চোখে পড়েনি। ঠাণ্ডাটা আজকে একটু বেশিই পড়েছে।

ভালই হলো। কেউ দেখবে না। কেউ জানবে না।

সাঁতার জানে না সে। টুপ করে গিলে নেবে তাকে পানি।

মুক্তি!

ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে তার। দুনিয়ার কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না।

রোজ ফুঁপিয়ে উঠল।

এমন তো কথা ছিল না! সে তো বাঁচতে চেয়েছিল। কত স্বপ্ন বুনেছিল জ্ঞান হবার পর থেকে! কত পরিকল্পনা ছিল জীবন নিয়ে!

বইঘর.কম

সব ছেড়ে অকালে চলে যেতে হচ্ছে কেন তাকে? কেন ভাগ্যদেবী সদয় হলো না তার প্রতি?

অদম্য অভিমানে রোজের গলাটা বুজে এল।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে। টানটান হয়ে গেল রেলিং ধরা হাত দুটো।

জলের খলখল হাসি। বাতাসের বিলাপ। আঁধারের করাল রূপ। সবটা মিলিয়ে ওর মনে হলো, সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে প্যাসেঞ্জাররা যেমন শুকনো পাতা উড়ে যেতে দেখে তুষারঝড়ে, এক ধরনের আচ্ছন্নতায় বুঁদ হয়ে সে-ও তেমনি দেখতে পাচ্ছে তার অতীত। হারানো দিনগুলো চোখে ধুলো দিয়ে উড়ে পালাচ্ছে যেন।

আলগা করে দিতে যাচ্ছিল হাত, এমন সময়–

'কী করছ তুমি?'

পনেরো

সন্ত্রস্ত একটা গলা। ভরাট।

লাফ দেয়া হলো না।

আপাতত।

রেলিং-এর সাথে সেঁটে গেল রোজ। মাথা ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল। ঠিক পেছনে দাঁড়ানো বলে মুখ দেখতে পেল না। চোখের কোনা দিয়ে শরীরের একাংশ নজরে আসছে।

ওর দৃষ্টিসীমানায় আসবার জন্যে খানিকটা পাশে সরে এল স্ট্রেঞ্জার। পায়ে সমস্যা আছে লোকটার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

এবারে রোজ স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে।

এক যুবক। লম্বা। সুদর্শন। গায়ে জ্যাকেট।

পা টেনে টেনে এগিয়ে আসছে লোকটা।

শান দেয়া ছুরির মত বাতাস কাটল রোজের গলা। 'খবরদার, কাছে আসবে না!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক। সারেণ্ডারের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মাথার ওপরে। যেন তার দিকে অস্ত্র ধরেছে কেউ।

একটা সিগারেট ধরা লোকটার দুই আঙুলের ফাঁকে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেটা। বাতাসের তাড়া খাওয়ায় দৃশ্যমান হচ্ছে

না ধোঁয়া। কমলা এক ফালি আগুন দেখা যাচ্ছে শুধু।

'হ্যাঁ,' সন্তুষ্ট হলো রোজ। 'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

'বিশ্বাস করো, ম্যা'ম, আমার কোনও বদ মতলব নেই,' নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে চাইল যুবক। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি।'

রাগে গা জ্বলে গেল রোজের। পুরুষদের এই গায়ে পড়া স্বভাবটা অসহ্য!

ঝাঁজিয়ে উঠল সে, 'কে বলল, তোমার সাহায্য লাগবে আমার?'

'লাগবে না?' অবাক মনে হলো যুবককে। 'নিজে নিজে উঠতে পারবে তুমি?'

'কেন উঠব?'

'এটা আবার কেমন ধারা প্রশ্ন! সারারাত এভাবে নাকি থাকবে তুমি?'

'প্রশ্নই ওঠে না!'

'তা হলে উঠে এসো দয়া করে! এভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, ম্যা'ম। যে কোনও মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে।'

'যাক!' গোঁয়ারের মত বলল রোজ। সামনে প্রসারিত করল দৃষ্টি।

তার "ড্যাম কেয়ার" ভাব দেখে কিংকর্তব্য বোধ করল যুবক। তারপরও চেষ্টা করল সে আবার, 'আমার কথা শোনো, ম্যা'ম। বিপদে পড়বে তুমি! মিস-অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতি কিন্তু ভাল হয় না!'

মিস-অ্যাডভেঞ্চার!

তাচ্ছিল্যের হাসিতে বেঁকে গেল রোজের ঠোঁটের কোণ। লোকটা কি ভেবেছে, সে এখানে হাওয়া খেতে নেমেছে? বলদ!

'নিজের চরকায় তেল দাও, মিস্টার!' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে যুবককে ফের এগিয়ে আসতে দেখল। মুহূর্তে উত্তাপ ছড়াল রোজের কণ্ঠ, 'নড়বে না একদম!'

আবার ফ্রিজ হয়ে গেল যুবক।

রোজ একটু নরম হলো, 'সাহায্য করতে চাইছ, সেজন্য ধন্যবাদ। তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমার। আমি লাফ দেব!'

আকাশ থেকে পড়ল যুবক, 'লাফ দেবে! কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

বিহ্বল দেখাল যুবককে। 'তারপর উঠবে কী করে?'

আজব চিজ! – ভাবল রোজ। লোকটা কি আসলেই কিছু বুঝতে পারছে না? নাকি ন্যাকা সাজছে? ...নাহ, এই হতচ্ছাড়াকে আর সময় দেয়া যাবে না!

আবার সামনে তাকাল সে।

'ও কী, ম্যা'ম!' ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল যুবক, 'সত্যি-সত্যিই লাফ দিচ্ছ নাকি?'

জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না রোজ।

'দাঁড়াও!' কর্তৃত্বের ছাপ ফুটল যুবকের স্বরে, 'লাফ দেবে না তুমি!'

'দাঁড়াব মানে?' রোজ খেপে উঠল। 'এই মিস্টার, কোন্‌টা করব, কোন্‌টা করব না, সেটা তুমি বলবার কে? আমার উপরে

বইঘর.কম

মাতব্বরি ফলাচ্ছ কী মনে করে?'

'করতে চাইনি, ম্যা'ম। কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করছ!'

'তোমার কথা শুনতে বাধ্য নই আমি, মিস্টার!'

'সেই স্বাধীনতা তোমার আছে, ম্যা'ম।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার মানুষ আমি নই। কিন্তু চোখের সামনে একজন ভদ্রমহিলা সাগরে ঝাঁপ দেবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব, সেরকম মানুষ মনে কোরো না আমাকে।'

কোনও মেয়েকে প্রভাবিত করবার জন্যে এই কথাগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু রোজের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে গলতে দিল না। কথায় পটু, সুন্দর, সুবেশী বদমাশ সে কম দেখেনি। এই জাহাজেই ডজন খানেক মধুলোভী ভ্রমর ছোঁকছোঁক করেছে তার আশপাশে।

সে বলল, 'এটা তোমার অনধিকার চর্চা, মিস্টার। তুমি আমাকে চেনো না।'

'না চিনলাম,' হারতে চাইল না যুবক। 'একজন অপরিচিত মানুষের উপরে আরেকজনের যতটুকু অধিকার থাকে, সেই অধিকার থেকে বলছি।'

'দোহাই তোমার, চলে যাও!' রোজের কণ্ঠে কাতর অনুনয়। 'মনোযোগ নষ্ট করে দিচ্ছ তুমি আমার!'

যুবক নাছোড়বান্দা 'ম্যা'ম, তোমার বরং উঠে আসবার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার।'

'তার মানে, যাবে না তুমি?'

'উঁহুঁ। ফেঁসে গেছি আমি, ম্যা'ম। তুমি যদি লাফ দাও, তা

হলে আমিও লাফ দেব।'

'আহাম্মকের মতন কথা বোলো না! তুমি লাফ দেবে কেন?'

'তুমিই বা লাফ দেবে কেন, ম্যা'ম?'

'আমি বাঁচতে চাই না!'

'কেন চাও না, জানতে পারি?'

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তোমার না জানলেও চলবে। শুধু এটুকু শুনে রাখো, বাঁচতে না চাওয়ার সঙ্গত কারণ আছে আমার।'

'মরবার জন্য যখন লাফ দিচ্ছ, তখন কারণটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।'

'কে বলে?' বক্রোক্তি করল রোজ।

'আমি বলছি, ম্যা'ম।'

'বাহ!' রোজের গলার স্বরে ব্যঙ্গ। 'নিজে এ কথা বলছ, আবার নিজেই চাইছ লাফ দিতে। খুব সুন্দর যুক্তি, মিস্টার! তোমার লাফ দেবার কারণটা কি সঙ্গত?'

'আলবত, ম্যা'ম!' বলল যুবক, 'তোমাকে মরতে দিতে পারি না আমি। "শিভালরি" বলে একটা কথা আছে না!'

'আমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দেবে তুমি!'

'কী আর করা, ম্যা'ম!' বিরস মুখে বলল যুবক। 'তবু সান্ত্বনা থাকবে, সাধ্যমতন চেষ্টা করেছি আমি তোমাকে বাঁচাতে।'

রোজ দ্বিধান্বিত।

সিগারেটটা ঠোঁটের কোনায় আটকে নিল যুবক। জ্যাকেট খুলে ডেকের ওপরে ফেলল। ডান হাঁটুর ওপরে বাম পা তুলে টান নিল বুটের ফিতেয়। খুলে গেল নট। ঠক করে মেঝেতে পড়ল

বইঘর.কম

জুতো।

'লাফ দিলেই যদি তোমার কাজ হাসিল হয়ে যেত, তা হলে একটা কথা ছিল,' বলে চলল সে, 'কিন্তু সেটা তো হবে না, ম্যা'ম।'

'হবে না কেন?'

অন্য জুতোটাও খুলে ফেলল যুবক। 'মরবার সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাবে।'

'বুঝেছি।' মাথা নাড়ল রোজ। 'দম আটকে মরবার কষ্টের কথা বলছ তো!' সখেদে যোগ করল, 'কিন্তু এখানেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার...'

'তুমি কি মনে করো, দম বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই সব?'

'কী বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো তো!' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল রোজ। বিরক্ত। 'এক লাইন, এক লাইন করে বলে নাটক করছ কেন?'

'বলছি, ম্যা'ম।' এক পা আগে বাড়ল যুবক। 'পানিতে লাফ দিলে ব্যথা পাবে তুমি।'

'মাথামোটা!' রোজ মনে মনে বলল, 'চেহারা সুন্দর হলে হবে কী, পাঁঠার বুদ্ধি মাথায়।' মুখে বলল, 'কী বলছ আগডুম-বাগডুম! পানিতে পড়লে কেউ ব্যথা পায় নাকি? কোত্থেকে এসেছ?'

'মাদ্রিদ থেকে, ম্যা'ম,' সরল মুখ করে বলল যুবক।

এই স্থূল রসিকতায় সহজ হলো না রোজ। হাসা তো দূরের কথা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমাকে ব্যাখ্যা করো, মিস্টার, পানিতে লাফ দিলে কীভাবে ব্যথা পায় মানুষ!'

'পায়। যদি বেকায়দা ভাবে পড়ে। পানিতে লাফ দেবার কিছু

নিয়ম আছে, ম্যা'ম। উল্টাপাল্টা হলে বিপদ।'

'যেমন?' মনে মনে ভাবছে রোজ, 'ওরে, আমার সবজান্তা রে! আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর উনি এসেছেন নিয়মকানুন শেখাতে।'

'ধরো, এত উপর থেকে যদি মাটিতে লাফ দিতে তুমি, তা হলে কী হত? তরমুজের মতন ফেটে যেত মাথাটা। তা-ই না? পানিতে পড়লেও একই ব্যাপার,' কোনও স্কুল-শিক্ষক তার ছাত্রীকে সবক দিচ্ছে যেন, 'মাথা ফাটবে না। কিন্তু ব্যথা একটুও কম লাগবে না, বিশ্বাস করো! আর যদি বুক আগে পড়ে, তা হলে লাংসে প্রচণ্ড চাপ লাগবে। এত চাপ সইতে পারবে না লাংস। বেলুনের মতন ফেটে যাবে। মানেটা বুঝতে পারছ তো? প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে রক্ত বের হয়ে আসবে তোমার নাক-মুখ দিয়ে। কী ভয়ানক, চিন্তা করো, ম্যা'ম!'

'এসব কে বলেছে তোমাকে?'

'আমি জানি।'

'পণ্ডিত লোক, মনে হচ্ছে!' বাঁকা সুরে বলল রোজ। 'সেই তখন থেকে উচিত-অনুচিত কপচাচ্ছ! বিস্তর বই পড়েছ, তা-ই না?'

'তা পড়েছি,' সহজ গলায় বলল যুবক। 'তবে পণ্ডিত-টণ্ডিত কিছু নই, ম্যা'ম। আমি নেভিতে ছিলাম।'

ইশ, কী লজ্জা! কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল রোজের। না জেনে লোকটার সম্বন্ধে কত কী ভেবেছে! শত হোক, সেনা অফিসারের মেয়ে সে। শৈশব থেকে কড়া এটিকেটের মাঝ দিয়ে বড় হয়েছে। অথচ শুরু থেকেই দুর্ব্যবহার করে এসেছে সে দেশের জন্যে কাজ

বইঘর.কম

করা এই সাবেক ন্যাভাল পারসনের সাথে। কটু কথা শুনিয়েছে। যদিও লোকটা ওর ভাল চাইছে।

অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত।

রোজ নীরব হয়ে গেল। ভাবছে, 'না জানি কী মনে করছে লোকটা আমাকে!'

যুবক অবশ্য মনে করা-করির মধ্যে নেই।

'তা ছাড়া পানি কী রকম ঠাণ্ডা, জানো, ম্যা'ম?' বলল সে।

রোজ নীচে তাকাল।

ক্ষুধার্ত সমুদ্র অপেক্ষা করে আছে।

'কী রকম?' মেয়েটার গলা থেকে উবে গেছে সব ঝাঁজ। বদলে ফুটে উঠল কৌতূহলী শিশুর সারল্য।

'বরফের মতন, ম্যা'ম। আমার তো ধারণা, ঠাণ্ডাতেই মরে যাবে তুমি।'

'ভয় দেখাচ্ছ কেন?'

'ভয় পাবার কারণ আছে বলেই দেখাচ্ছি।'

'যে মরতে চাইছে, তার কি এসবে ভয় পাওয়া উচিত?'

'তুমি মোটেই মরছ না, ম্যা'ম।'

এর পরে কী বলা উচিত, বুঝে পেল না রোজ। ভেতরটা হাতড়ে খুঁজে পেল না বলবার মত কোনও শব্দ বা বাক্য।

এক পা, এক পা করে রেলিং-এর কাছে চলে এল যুবক। হাত দুই দূরত্বে দাঁড়াল রোজের কাছ থেকে। ভয় পাচ্ছিল, প্রতিক্রিয়া দেখাবে মেয়েটা। চটজলদি বলল, 'ভয় পেয়ো না, ম্যা'ম। আমি তোমাকে ছোঁব না। বিড়িটা ফেলবার জন্য এসেছি।'

ধূম্রশলাকার গোড়া চেপে ধরে আখেরি টান দিল যুবক।

আঙুলের এক বিশেষ টোকায় ছুঁড়ে মারল সেটা। ধনুকের মত কোণ সৃষ্টি করে উড়ে গেল সিগারেটের অবশিষ্টাংশ।

রোজের দৃষ্টি সেটাকে অনুসরণ করল।

নীচে পড়বার আগেই ঝোড়ো বাতাসের টানে হারিয়ে গেল সিগারেট।

কয়েকটা মুহূর্ত বিনা বাক্য ব্যয়ে পার হলো।

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জিজ্ঞেস করল যুবক, 'ম্যা'ম, আলটা ক্যালিফোরনিয়াতে গেছ কখনও?'

রোজ মাথা নাড়ল। না। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন, ভাবছে। জায়গাটা কোথায়, সে ব্যাপারে তার ধারণা নেই কোনও।

'আমার পছন্দের একটা জায়গা। ওখানে একটা বাড়ি করে বাস করবার স্বপ্ন আমার অনেকদিনের।'

'সুন্দর জায়গা?'

'তোমার কেমন লাগবে, জানি না। শীত পড়তে শুরু করেছে এখন ওখানে। তুষার জমছে। এলাকাটা এমনিতে রুক্ষ। তবে এই রুক্ষতারও কিন্তু একটা সৌন্দর্য আছে। ভালই লাগে আমার।'

'এতই যখন ভাল লাগে, তা হলে চলে গেলে কেন?'

'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। রুচি পরিবর্তন বলতে পারো।'

'আমাকে এসব বলছ কেন?'

সত্যি কথাটাই স্বীকার গেল যুবক, 'ইচ্ছা করল, তাই।' হাসল। 'যাক গে, ম্যা'ম। এখন চলে এসো তো, প্লিজ!'

রোজ এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

'কাম অন, ম্যা'ম। আমি জানি, তুমি লাফ দিতে চাও না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছ। আমি হাণ্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত এই

বইঘর.কম

ব্যাপারে।'

'কী করে নিশ্চিত হলে?'

'দিলে অনেক আগেই লাফ দিতে, ম্যা'ম। আমার বকবকানি শুনবার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না।'

আসলেই কি তা-ই? নিজেকে জিজ্ঞেস করল রোজ। জবাব পেল না।

রেলিং ধরে রাখতে রাখতে ব্যথা হয়ে গেছে হাত। খসে যাবে যে কোনও মুহূর্তে। কবজি, কনুইয়ের ভাঁজ আর কাঁধের জয়েন্টে টনটন করছে। মাংসপেশিতে খিঁচ ধরে যাবার অবস্থা। অনেকক্ষণ এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার ফলে খিল ধরে গেছে পায়ে।

রেলিং ছেড়ে দিলেই হয়! কিন্তু দোটানায় বেঁধে ফেলেছে ওকে পিছুটান।

যুবক কী বুঝল, কে জানে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার হাতটা ধরো, ম্যা'ম। তোমাকে টেনে তুলব আমি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল রোজ।

বাড়ানো হাতটা ঝাঁকাল যুবক। 'কই, ধরো!'

'অলরাইট!' কেঁপে গেল রোজের গলা।

রেলিং খামচে ধরা একটা হাত মুক্ত করল সে। হাতটা লম্বা করে দিল। যুবকের হাত ধরবার জন্যে। অথবা লোকটা যেন তার হাত ধরতে পারে, সেই জন্যে।

ভীত পাখির ছানার মত থরথর করে কাঁপছে রোজের হাত। অল্পের জন্যে যুবকের হাতের নাগাল পেল না।

এক পা এগোল যুবক পাশে।

আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হলো ওদের।

আরেকটু এগিয়ে রোজের হাত ধরে ফেলল যুবক।

ঘুরতে আরম্ভ করল রোজ। তাকাবে না... তাকাবে না করেও নীচের দিকে না চেয়ে পারল না।

কত ওপরে রয়েছে সে!

কত নীচে পানি!

ব্যাপারটা চিন্তা করে ঘুরে উঠতে চাইল মাথা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেলিং ধরে সামাল দিল নিজেকে।

রোজের মুখ এখন জাহাজের দিকে।

ওকে সুস্থির করে তুলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল যুবক, 'কী নাম তোমার, ম্যা'ম?'

'রোজ... রোজমেরি বেডফোর্ড।'

'আরেহ! আমার নামের সাথে মিল! আমার নাম মিলফোর্ড, জেরার্ড মিলফোর্ড।'

'আইরিশ তুমি?'

'ইয়েস, ম্যা'ম।'

'প্লিজড টু মিট ইউ, মিস্টার মিলফোর্ড।'

'প্লিজড টু মিট ইউ, ম্যা'ম।'

ওপরের ধাপে পা দিল রোজ। শরীরের ভর চাপাতেই পিছলে গেল পা।

বইঘর.কম

ষোলো

নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাল রোজ। ফাঁকা হয়ে গেল মাথার ভেতরটা। পেটের ভেতরে নাগরদোলায় চড়বার অনুভূতি। বরফশীতল একটা হাত খামচি মেরে ধরল যেন তার হৃৎপিণ্ড।

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জেরার্ড। অজান্তেই শক্ত হয়ে উঠল তার হাতের পেশি।

কিন্তু রোজের পতনোন্মুখ শরীরের ওজন যুবকের শক্তির চাইতে বেশি।

হেঁচকা টানে রেলিং-এর সাথে সেঁটে গেল জেরার্ড। রডের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল তার হাত। রোজের একটা হাত ছুটে গেল।

টানটা এত জোরে লেগেছে যে, ফুসফুসের সব বাতাস বের হয়ে গেছে। বাতাস ঢোকাতে গিয়ে দেখল, অন্য হাতও পিছলে সরে যাচ্ছে মেয়েটার।

সংবিৎ হারাল না জেরার্ড। আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে চাইল রোজের হাত। চাপ বাড়াল। কিন্তু ঘামে ভেজা মুঠো নেমকহারামি করছে তার সাথে।

বাতাস।

বাতাস।

বাতাস।

ঠাণ্ডা বাতাস সংবিৎ ফিরিয়ে আনল রোজের। সচল হলো মগজ। সে-ও দেখল, পিছলে যাচ্ছে তার হাত।

অসহায় লাগল নিজেকে। বেদিশা হয়ে গেল। চোখে ভীত, বুনো দৃষ্টি। বাঁচবার তাগিদে খোলা হাতটা ধরে ফেলল ডেকের কিনার। চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে।

উড়নচণ্ডী বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল সেই চিৎকার।

রোজ ডেক ধরে ফেলায় জেরার্ডের হাতের ওপর থেকে ভার কমে গেল অনেকখানি। শীগ্‌গির আরেক হাত দিয়ে ধরে ফেলল সে মেয়েটার কবজি।

'নোড়ো না!' বলল সে দাঁতে দাঁত চেপে, 'একদম নড়াচড়া করবে না!'

খুব সাবধানে, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে রোজকে তুলে আনতে শুরু করল জেরার্ড। চোয়াল শক্ত। মুখের পেশিতে কাঠিন্য। চাপতে চাপতে ব্যথা হয়ে গেছে দাঁত।

সাংঘাতিক দুরূহ আর যন্ত্রণাদায়ক কাজ। পঙ্গু পায়ে দেহের ভর চাপাতে পারছে না বলে খবর হয়ে যাচ্ছে জেরার্ডের। বাহুর মাংসে খিঁচুনি উঠে গেছে। ফুসফুস দুটো যেন ফেটে যাবে।

রোজের মনে হচ্ছে, ওর কবজিটা বুঝি গুঁড়ো হয়ে যাবে! এত জোরে চেপে ধরেছে যুবক! কিন্তু একচুল ঢিলে করবার উপায় নেই। ব্যথা সহ্য করছে সে ঠোঁট কামড়ে।

রেলিং-এর প্রথম ধাপটা নাগালে আসতেই ধরে ফেলল সেটা রোজ।

বইঘর.কম

ঘন ঘন দম নিচ্ছে জেরার্ড। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। প্রচণ্ড পরিশ্রমে কাহিল। হৃৎপিণ্ডটা বের হয়ে আসতে চাইছে যেন বুকের ভেতর থেকে।

তবে থামলে চলবে না!

আবার শুরু হলো কষ্টকর প্রচেষ্টা।

কিন্তু যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। অবশেষে ডেকের প্রান্তে পা রাখতে সক্ষম হলো রোজ।

জেরার্ডও ফুরসত পেল। রোজের কটি জড়িয়ে ধরে আছে সে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার পরে হাঁ করে বাতাস গিলছে দু'জনে।

পারল তা হলে!

স্বাভাবিক হতে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল ওরা।

ক্রুদ্ধ গর্জন করছে সাগর। মুখের গ্রাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ফুঁসছে যেন।

নিজের চেষ্টাতেই এবার বাকিটা উঠতে পারল রোজ। থেমে থেমে উঠল। রেলিং টপকাল।

পুরোটা সময় সতর্ক রইল জেরার্ড। ধরে থাকল রোজকে। ঠিক জায়গাতে পা পড়ছে কি না, খেয়াল রাখল। পাছে আবার কোন্ অঘটন ঘটে।

শেষ ধাপে নামবার আগেই ফের পা হড়কাল রোজ।

এবার আর সামলাতে পারল না জেরার্ড। চেষ্টাও করল না। তার হাত-পায়ের পেশিগুলো ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

হুমড়ি খেয়ে চিতপাত হলো সে ডেকে।

জেরার্ডের গায়ের ওপরে পিঠ দিয়ে পড়ল রোজ। আরেকটা

চিৎকার বের হয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

ওভাবেই একটা মিনিট পড়ে রইল দু'জনে। হাঁপাতে লাগল। তারপর গড়িয়ে সরে এল রোজ জেরার্ডের ওপর থেকে। উপুড় হয়ে শুয়ে রইল পাশে।

বেশি ওপর থেকে পড়েনি। তাই ব্যথা বিশেষ পায়নি দু'জনের কেউ। তাকিয়ে রয়েছে পরস্পরের দিকে।

একান-ওকান হাসল জেরার্ড। 'ভালই সার্কাস দেখালাম আমরা, কী বলো!'

বইঘর.কম

সতেরো

ঘুমের মধ্যেই শব্দ করে হেসে ফেলল রোজমেরি। টুটে গেল তার ঘুমটা।

চোখ মেলতে দৃষ্টি পড়ল গিয়ে ছাতের কড়িবরগাতে। সেখান থেকে জানালায়।

মৃদু-মন্দ বাতাসে কাঁপতে থাকা পপলার গাছের পাতায় সূর্যের নরম আলো দোল খাচ্ছে। জাফরি কাটা নকশা খেলছে বেডকাভারের ওপরে।

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল রোজমেরি। ঘুমের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেছে তার সক্রিয় মগজটা। ফিরিয়ে এনেছে হারানো অতীত। ফিরিয়ে এনেছে জেরিকে। তাদের প্রথম দেখা হবার দিনটাকে।

কত আগের ঘটনা! অথচ এখনও কী জীবন্ত! হীরের মত ঝকঝক করছে।

স্বপ্নের রেশ রয়ে গেছে চোখে। জীবনের পুরানো অধ্যায়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে চলল রোজমেরি। ঠোঁটে মুচকি হাসি। কিন্তু অন্তরটা তার গভীর বিষাদে ছাওয়া। বুকের একেবারে তলদেশ থেকে উঠে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

জেরির জন্যে?

না, কেবল জেরির জন্যে নয়। সব কিছুর জন্যে। যা সে হারিয়ে এসেছে পেছনে।

বাবার জন্যে।

পুরানো রোজের জন্যে।

পুড়ে যাওয়া শস্যের জন্যে।

আগুন লাগাটা এই অঞ্চলে নৈমিত্তিক ঘটনা। কখন কার নসিব পুড়বে, কেউ বলতে পারে না। কিছু করবারও নেই।

ঝোপ-জাতীয় এক ধরনের গাছ জন্মায় পাহাড়ে। চ্যাপারাল। তিন থেকে বারো ফুট লম্বা হয়। পাহাড়ের আগামাথা ছেয়ে ফেলে এই চির-সবুজ উদ্ভিদ। খুদে-খুদে শক্ত পাতা আর আঁকাবাঁকা ডালপালা পরস্পরের গায়ে লেগে তৈরি হয় অপ্রতিরোধ্য বুনোট।

দাবানল ছড়াবার ওস্তাদ এই গাছ। আগুনে কাঠ যোগ করে ছোট ধরনের এক জাতের ওক আর মেহগনি। ফলটা হয় ভয়ঙ্কর।

গ্রীষ্মের কুকুর পাগল করা তাপমাত্রাই প্রধানত আগুনের দোসর। কালেভদ্রে শরৎ-হেমন্তে। একবার লাগল, তো লাগল! তা-থই তা-থই উদ্বাহু নৃত্য করতে থাকে। আর বাতাস পেলে তো কথাই নেই! পানির সাধ্য নেই, তাকে থামায়।

গায়ের ওপর থেকে ব্ল্যাঙ্কেট সরাল রোজমেরি। বিছানা ছাড়ল। স্লিপার পায়ে গলিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

দিগন্তপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশ্রেণী।

অগণন গিরিখাতের দেখা মিলবে ওখানে। স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে কোনওটার ভেতর দিয়ে। এই সব পাহাড়ি নদীর পাড়ে জন্মায় ম্যানজানিটা, ইউক্যালিপটাস, উইলো।

সমতলে বিছিয়ে রয়েছে অন্তহীন তৃণভূমি। হাজার হাজার

বইঘর.কম

একর জুড়ে কোমর-সমান উঁচু প্রেয়ারি গ্রাস। তাকালেই মনে হবে, সবুজ ভেলভেটের তৈরি একটা কার্পেট কলকল করে ভাসছে। যেদিকে তাকানো যায়, যতদূর তাকানো যায়, কেবল সবুজ আর সবুজ। ছবির মত সুন্দর। স্বর্গতুল্য। তরতাজা একটা সুরভি যেন সব সময় মিশে আছে বাতাসে।

কোথাও ঘন হয়ে জন্মায় বাফেলো ঘাস। গরু-বাছুরের উত্তম খাবার। ভীষণ শক্ত এই ঘাস মাটির অনেক গভীরে শেকড় গেড়ে বসে। বাথানের সতেজ ঘাস খেয়ে দিন দিন নধর হয়ে ওঠে প্রাণীগুলো। হাড্ডিসার শরীর ক'দিনেই তেলতেলে হয়ে যায়।

দেদারসে ইয়েলো পাইনও জন্মায় ওই চারণভূমিতে। বিশাল এক-একটা বৃক্ষ।

আর আছে শস্যখেত।

হরেক মৌসুমী ফসল ফলায় চাষিরা। গম। যব। ভুট্টা। জই। গাজর। বিট। টমেটো। শিম। শালগম। মুলো। সারা বছরের জন্যে আলু, পেঁয়াজ, লেটুস, কুমড়ো, মরিচ– এসব। যারা একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারা লাগায় স্ট্রবেরি কিংবা পিচ ফল।

এক কথায়– অফুরান সম্ভাবনার সৌরভ এখানকার বাতাসে।

কিন্তু আগুন যখন লাগে, তখন এই বেহেশতই পরিণত হয় দোজখে।

সূচনা পাহাড় থেকে। গাছ থেকে গাছ হয়ে সাজানো-গোছানো সমতল ভূমিতে নেমে আসে। চোখের পলকে ছড়িয়ে যায় সবখানে। শুকনো বাতাসে স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে। অগ্নিদানবের লকলকে জিহ্বা গ্রাস করে নেয় কারও-না-কারও ভবিষ্যৎ।

মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘার মত একের পর এক গড়িয়ে আসে

টাম্বলউইড। লতার তৈরি এই বল এমনিতে খুব সাধারণ। বাতাসের ঠেলায় এদিক-সেদিক গড়িয়ে যায়। দাবাগ্নির সময় সেটাই হয়ে ওঠে জ্বলন্ত বিভীষিকা। হুঁশিয়ার না থাকলে বাড়িঘর কিংবা খড়ের গাদা জ্বালিয়ে দিতে পারে এই আগুনের গোলা।

জই বপন করেছিল সে। স্বপ্নের বুনিয়াদ। তরতর করে বেড়ে উঠছিল চারাগুলো উর্বর ভূমিতে।

কপালে সইল না।

পাহাড়ের ধারে হঠাৎ ডুবে যাওয়া সূর্যের মত আগামীর সুখসূর্যও অস্তমিত হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস।

বুকের ভেতরে এক গভীর শূন্যতা।

গভীর হাহাকার।

কেন এমন হয়?

কেন জীবন পূর্ণতার এত কাছাকাছি এসে ফের শূন্য হয়ে যায়?

বড় ছেলেটাও কাছে নেই।

বড্ড চিন্তা হয় ওর জন্যে। কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে! কী খাচ্ছে, না খাচ্ছে! পরিবারের সুখের জন্যে ঘর ছেড়েছে, এটা চিন্তা করলেই চিনচিন করে ওঠে বুকের মাঝখানে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে না জানি কত কষ্ট হচ্ছে তার!

সে ফিরে এলে কি দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারবে তারা?

নিশ্চয়ই পারবে! ছেলে নিশ্চয় খালি হাতে ফিরবে না!

তবে ছেলের এখানে থাকাটা তার কাছে টাকাকড়ির চাইতেও বড়। জো পাশে থাকলে কোনও কিছুকেই সে ভয় করে না।

বইঘর.কম

যেমন করত না জেরি থাকতে।

কবে আসবে জো?

স্লিপিং গাউন পাল্টে পোর্চে এল রোজমেরি। ধীর পায়ে বারান্দার এধার-ওধার পায়চারি করতে লাগল।

সকালবেলার মিষ্টি রোদ তেরছা ভাবে সম্মুখের খোলা বিস্তৃতির ওপরে পড়েছে। রাতের হিম কেবলই রূপ নিয়েছে মোলায়েম উষ্ণতায়।

সকালের পরিচিত শব্দগুলো শুনতে লাগল মেরি কান পেতে।

ঝিরঝির করে বাতাস বইছে।

লার্ক পাখি মনের আনন্দে গাইছে তার নিরবচ্ছিন্ন গান।

গুরুগম্ভীর স্বরে ব্যাং ডাকছে।

কোথাও কোনও কাঠঠোকরা গাছের গায়ে কোটর খুঁড়ছে টকটক করে।

একটা গরু হাম্বা করে উঠল।

আস্তাবলে হালকা ডাক ছাড়ছে ঘোড়া।

ঘাস-বিচালির সোঁদা গন্ধটা বুক ভরে টেনে নিল মেরি। আবেশে চোখ বুজে এল তার।

চোখ খুলতেই দুই চাকার ঘোড়ার গাড়িটা দেখতে পেল সে। দিগন্তের ওপার থেকে উদয় হয়েছে।

এদিকেই আসছে ঘোড়াটা। দুলকি চালে। অনেকটা দূরে রয়েছে এখনও। চেহারা-সুরত বোঝা যাচ্ছে না সওয়ারিদের। শুধু বুঝতে পারছে, তিনজন মানুষ বসে আছে গাড়িতে।

কারা?

এত সকালে কী?

উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষা করতে লাগল রোজমেরি।

এক্কা গাড়িটা একটু কাছে আসতে চালকের আসনে বসা স্যাম ফুলারকে চিনতে পারল সে।

চেহারা নয়, বিশালাকার সমব্রেরো হ্যাটটাই তার পরিচয়। এলাকায় ফুলারই একমাত্র ব্যক্তি, যে মেকসিকান না হয়েও মেকসিকান টুপি মাথায় দেয়। ওল্ডটাইমারের যুক্তিঃ প্রয়োজনেই পরে সে এটা, ছায়া বেশি পায় বলে। বয়স হয়েছে তো, শরীরটা আরাম চায়।

গাড়িটা তার।

WWW.BOIGHAR.COM

আরোহী দু'জন–

জেসাস!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না রোজমেরির।

জো! জো ফিরে এসেছে!

সাথের মেয়েটা কে?

আঠারো

ছেলে বিয়ে করেছে। সুন্দরী বউ নিয়ে এসেছে দূরদেশ থেকে। – এটাই প্রথম মাথায় এল রোজমেরির।

কোর্টইয়ার্ডে এসে থামল স্যাম ফুলারের কার্ট।

সাত-সকালে কাউকে দেখবে বলে আশা করেনি জোহান। মায়ের চোখে চোখ পড়তে হাসল।

রোজমেরি মিলফোর্ডের অভিব্যক্তিতে হর্ষ ও বিহ্বলতার সহাবস্থান।

জোহান গাড়ি থেকে নামল। এলেনাকে নামতে সাহায্য করল।

দু'জনে পা বাড়াল রানশহাউসের দিকে।

আঙিনায় নামল রোজমেরিও। এগিয়ে গেল কয়েক কদম।

কাছাকাছি হতে জড়িয়ে ধরল তাকে জোহান। ধরে রাখল কিছুক্ষণ। কোনও কথা বলল না। মাকে সে যে কতখানি মিস করেছে, বোঝাতে চাইল যেন নীরবে।

খুশির চোটে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে গেল রোজমেরি মিলফোর্ডের চোখ থেকে।

সঙ্কোচের সাথে নিরীক্ষণ করছে তাকে এলেনা। মহিলা

অপরূপ সুন্দরী। ওজনদার ব্যক্তিত্বের একটা ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো চেহারাটা। অজানা ব্যথা লুকিয়ে আছে যেন নীল চোখের গভীরে।

জোহান বা রোজমেরি নয়, সে-ই প্রথম কথা বলে উঠল। 'আমায় মাপ করুন, সেনিয়োরা!' ভীরুতা প্রকাশিত হলো তার বলায়। 'আমি বোধ হয় আপনাদের ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিলাম!'

পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল রোজমেরি। সূর্যের কিরণ তার ফরসা মুখটার ওপরে পড়ে এক ধরনের স্বর্ণালী প্রভা সৃষ্টি করেছে। কালো চুল ঠিক যেন কালো নয়, জলপাইয়ের মত সবজেটে দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'নাম কী তোমার, মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ়া।

'এলেনা মনটেরো,' কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিল এলেনা।

চোখের ইশারায় ছেলেকে দেখাল মহিলা। 'ও কি তোমাকে বলেছে, তুমি কিছু ভুল করেছ?'

এলেনা জোহানের দিকে তাকাল। 'না, সেনিয়োরা।'

'ব্যস, হয়ে গেল,' নরম স্বরে ওকে আশ্বস্ত করল রোজমেরি। 'এরপরে নিজেকে তোমার অবাঞ্ছিত মনে করবার কোনও কারণ দেখছি না, বাছা।'

জোহান ও এলেনা ফের নজর বিনিময় করল। জোহানের চোখের ভাষা 'কী, বলেছিলাম না?' গোছের।

চালকের দিকে দৃষ্টি দিল রোজমেরি। 'হোয়াট'স আপ, স্যাম?'

প্রত্যুত্তরে বাউ করল কোচোয়ান। মুখভর্তি ধবল দাড়ি নিয়ে একগাল হাসল।

'কফি চলবে তো?'

বাঁ হাতের তালুতে ঘুষি মারল বুড়ো। 'দৌড়াবে, ম্যা'ম।'

হোম, সুইট হোম।

পারলারে চোখ বোলাচ্ছে জোহান।

আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে। ম্যানটেলপিসে রাখা একটা স্কেচ। পাশে ছুটন্ত ঘোড়ার প্রতিকৃতি। চীনা মাটির তৈরি।

জানালার নীচে বুককেস। তাতে কিছু বই।

দেয়ালে ঝোলানো এলক হরিণের মাথা। সুদৃশ্য নেভাজো ইনডিয়ান গালিচায় ঢাকা মেঝে। – সব কিছুতে চেনা, ঘরোয়া আমেজ।

নিজের বাড়িতে ফিরবার মধ্যে শান্তি আছে। আছে স্বস্তি। যদিও এখন উপভোগের সময় নয়। তারপরও...

এলেনার ওপরে চোখ পড়তে দেখল, সে-ও তাকিয়ে দেখছে চতুর্পাশে।

রোজমেরি মিলফোর্ডের সুস্বাদু পাই-এর সদ্ব্যবহার সম্পন্ন হবার আগে দরকারি কোনও কথা হলো না।

কফির ফাঁকে জিজ্ঞেস করল জোহান, 'জেসকে দেখছি না।'

'আছে। ঘুমাচ্ছে।'

পরিস্থিতি সম্পর্কে ছেলেকে অবহিত করল রোজমেরি।

চুপচাপ শুনল জোহান।

ব্যাকুল নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে মিসেস মিলফোর্ড। আশা, ছেলে তার এই ক্রাইসিস থেকে উত্তরণের পথ বের করে ফেলবেই। জোহানের ওপরে তার অগাধ বিশ্বাস। নানা দেশ ঘুরেছে সে। নানান দিক দেখেছে জীবনের। আয়ত্ত করেছে

সহিষ্ণুতা আর দৃঢ় মনোবল। সহজে নিরুদ্যম বা অবসাদগ্রস্ত হয় না সে। তার মতামতের দাম আছে। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে কথা বলে ছেলেটা। ওর বাবার মত। যুক্তি দিয়ে। আগাপাছতলা বিচার করে।

ভাবনার ঝড় চলছে জোহানের মগজে। আড়াই হাজার ডলার! কম নয়। চকিতে নিজের পকেটের হালত পর্যালোচনা করল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে শ' তিনেক হবে। এই টাকায় কী এমন উনিশ-বিশ ঘটবে অবস্থার?

খুব বেশি বন্ধুবান্ধব নেই তাদের। আত্মীয় স্বজন তো নেই-ই। যারা আছে, তাদের কেউই সচ্ছল নয়। আয় খুব কম। সঞ্চয় নেই, বলতে গেলে। ধার পাবার রাস্তা বন্ধ।

একটা কাজ অবশ্য করা যায়। জলমানবীকে বিক্রি করে দিলে–

কথাটা মনে আসতেই জোহানের বুক খাঁ-খাঁ করে ওঠে। ওরকম একটা জলযানের মালিকানা জোটে কয়জনের বরাতে? এই রানশ যেমন, তেমনি স্কুনারটাও তার কাছে বিরাট ব্যাপার। বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সাথে। মরে গেলেও ওটা সে বিক্রি করতে পারবে না।

কীসে দেনা শোধ করবে তা হলে?

ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না জোহান।

'কয়দিন গা ঢাকা দিলে কেমন হয়?' বলল সে প্রস্তাব রাখবার সুরে।

মিসেস মিলফোর্ডের প্রশ্ন, 'তাতে কি কোনও লাভ হবে?'

'একেবারেই যে হবে না, তা নয়। এই রানশ তোমার

বইঘর.কম

সম্পত্তি। যতক্ষণ না জিল ট্যাটামকে লিখেপড়ে দিচ্ছ, ততক্ষণ এটা তোমারই থাকবে। আইনত। মুখে যতই হম্বিতম্বি করুক, আইনের কাছে তার হাত-পা বাঁধা। আমরা যদি আত্মগোপন করি, তা হলে কাগজে সই করাবার জন্য পাচ্ছে কোথায় সে তোমাকে? অবশ্য এটা মন্দের ভাল,' স্বীকার করল জোহান। 'তার পরেও... ক'দিনের না কামানো দাড়ি চুলকাল সে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে। 'জিল ট্যাটামকে যদি কয়েকটা দিন দেরি করিয়ে দেয়া যায়, কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলব এই ফাঁকে।'

এই জন্যেই জো হচ্ছে জো! প্রশস্তিসূচক সূক্ষ্ম হাসির আভাস প্রতীয়মান হলো রোজমেরি মিলফোর্ডের মুখমণ্ডলে। গতকাল পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, নৈরাশ্য ছাড়া কিছু নেই তার সামনে। অথচ এসেই একটা রাস্তা বাতলে দিল ছেলেটা।

জ্যাসন মিলফোর্ডের ঋজু শরীরটা দেখা গেল বৈঠকখানার দরজায়। ভেতরে এল সে।

দুই ভাইয়ের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম। একই সমান লম্বা। তফাত বলতে, গায়েগতরে কিছুটা ভারী বড় ভাই।

'গলার আওয়াজ শুনলাম।' ফোলা চোখের কারণে পর্যুদস্ত দেখাচ্ছে জ্যাসনকে। সহাস্যে বলল, 'কল্পনাই করিনি, তোমাকে দেখব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল জোহান। ছোট ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ভাইয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে অপরিচিত একটা মেয়েকে দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল জ্যাসন।

পিঠে হালকা চাপড় দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল জোহান। কুশল

জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছিস?'

'ভাল। তুমি?'

'এই তো।'

'আর তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য?'

'ভাল না,' মলিন মুখে বলল জোহান। 'কপাল খারাপ, বুঝলি? ফারের দর পড়ে গেছে।' ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল। 'কিছুতেই সুবিধা করতে পারলাম না।'

'মন খারাপ কোরো না, দাদা,' সান্ত্বনা দিল জ্যাসন, 'এমনটা হতেই পারে।'

ভাইয়ের নজর সরে যেতে জোহান বলল, 'ও হচ্ছে এলেনা। কিছুদিন আমাদের সাথে থাকবে।'

মনে ফেনিয়ে ওঠা কৌতূহলের ঢেউ চোখের দৃষ্টিতে ফুটতে দিল না জ্যাসন। পরেও জানা যাবে। মাথা ঝোঁকাল সে মেয়েটার উদ্দেশে। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, ম্যা'ম।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, সেনিয়োর!' সসম্ভ্রমে বলল এলেনা।

টেবিলে যোগ দিল জ্যাসন।

ওর জন্যে পট থেকে কফি ঢালল রোজমেরি। মগ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'জেস, জো একটা বুদ্ধি দিয়েছে।'

'তা-ই নাকি!' ঔজ্জ্বল্য খেলল জ্যাসনের চেহারাতে। 'বলেছিলাম না, মা, পারলে দাদাই পারবে!'

কিন্তু শুনবার পর ততটা খুশি হতে পারল না সে। আত্মগোপন করবার কথা ভাবতেই আত্মসম্মানে লাগছে তার।

'তাই বলে পালাব?' মনের ভাব প্রকাশ করাটাই সমীচীন মনে করল জ্যাসন।

বইঘর.কম

চেয়ারে হেলান দিল জোহান। 'ওভাবে দেখছিস কেন ব্যাপারটা? অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই এখন আসল।'

ডান হাতের তর্জনি আর বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে শুভ্র গোঁফের প্রান্ত মোচড়াচ্ছে স্যাম ফুলার। 'সোনার কথা বলছ না কেন তোমরা?'

'সোনা?' প্রতিধ্বনি তুলল জোহান। 'কীসের সোনা?'

কথাটা ধরল জ্যাসন। 'দাদাহ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'ক্যালিফোরনিয়াতে সোনা পেয়েছে কেউ, এ কথা বিশ্বাস করো?'

'এক ভ্যাকুয়েরো নাকি পেয়েছিল।'

'কার কাছে শুনলে?'

'বইয়ে পড়েছি।'

একদিকের নাক টানল জ্যাসন। 'কোথায়– মানে, ঠিক কোন্ জায়গায় পেয়েছে, সেটা লেখা ছিল?'

'না। গল্পটা এরকম: বিশাল এক অ্যালকেলাই বেসিনে সে পথ হারায়। ক্ষুৎপিপাসায় রুগ্ন হয়ে পড়ে। কাঁটাঝোপ ছাড়া সেখানে আর কোনও গাছ জন্মায় না। লোকটা ভাবল, গাছের শিকড় নিশ্চয় খাওয়া যাবে। একটা ঝোপ উপড়ে ফেলল সে। দেখে, শিকড়ে আটকে আছে সোনার পিণ্ড।'

'ইনটারেস্টিং তো!'

'হ্যাঁ। সত্য-মিথ্যা জানি না।'

'বাবা পেয়েছে সোনা!' বোম ফাটাল জ্যাসন।

মুখের ভাব বদলে গেল জোহানের। 'কী!'

'মা, বলো না!'

বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল রোজমেরি।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল জোহানের চেহারাতে।

দুয়েকটা প্রশ্ন করল। মায়ের কথা শেষ হলে বলল, 'আশ্চর্য! এদ্দিন জানলাম না কেন?'

'অবাক আমিও হয়েছি,' ভাইয়ের সুরে সুর মেলাল জ্যাসন। 'গল্প তো শুনেছি কতই। বিশ্বাস করিনি কোনও দিন। কালকে মাকে বলছিলাম, সোনা পেলে রানশটা বাঁচানো যেত। স্রেফ কথার কথা ছিল সেটা। তারপরে শুনি এই ঘটনা।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে জোহান। জ্যাসনের কথায় অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ল।

হেসে বলল জ্যাসন, 'তুমি কী ভাবছ, আমি জানি। সোনার সন্ধানে বেরোতে চাও তো?'

'কেন নয়?'

বুড়ো স্যাম বলে উঠল, 'আমিও এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম।'

'বাবা যে সোনা পেয়েছিল, তুমি জানতে?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল জোহান।

'হুম, জানতাম।'

'কোথায় পেয়েছে, সেটা জানো?'

'সঠিক জায়গাটা বলতে পারব না,' নিরাশ করল ফুলার। 'তোমার মা যা বলল, আমিও তা-ই জানি। উত্তরের পাহাড়ে।'

একবার মায়ের দিকে, একবার স্যাম ফুলারের দিকে তাকাল জোহান।

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়,' বলতে বলতে মাথা নাড়ে জ্যাসন। 'পাহাড় তো আর একটা নয়। তার উপরে আছে অগণিত গলি-ঘুপচি। সারা জীবন ধরে সুঁই-খোঁজা খুঁজলেও দেখে শেষ

বইঘর.কম

করতে পারব না। শেষটায় পথ হারিয়ে মরব।'

'তারপরও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই,' এখনই হাল ছাড়তে নারাজ জোহান।

'কী করবে? পাহাড় চষে বেড়াবে?'

'সেটা তো সম্ভবই নয়।'

'আদৌ কিছু আছে কি না এখন সেখানে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?' সংশয়ভরা কণ্ঠে বলল জ্যাসন। 'বাবা তো গিয়েছিল অনেক বছর আগে। এরপরে কি সেখানে আর কেউ যায়নি? আমার তো মনে হয়, গেছে। নিশ্চয় সাফ করে ফেলেছে সব সোনা।'

ভাবছে জোহান। অমূলক না-ও হতে পারে আশঙ্কাটা।

'আরেকটা কথা ভাবো, দাদা,' শেষ হয়নি জ্যাসনের বক্তৃতা। 'বাবা কেন আর সেখানে গেল না! সোনা থাকলে যেত নিশ্চয়। সোনার নেশা তো শুনেছি সাংঘাতিক হয়। গোল্ড ফিভার, না কী জানি বলে!'

'তোর বাপ লোভী ছিল না, জেস!' ভর্ৎসনার সুরে বলল রোজমেরি।

'জানি, মা।' শেষ চুমুক দিয়ে মগ নামিয়ে রাখল জ্যাসন। 'আমরা সবাই জানি, কেমন মানুষ ছিল বাবা। আমি ওই লোভের কথা বলিনি। বলেছি অ্যাডভেঞ্চারের কথা। বাবার একটা অভিযানপ্রিয় মন ছিল। রোমাঞ্চের লোভেই সেখানে যেত বাবা।' সমর্থন পাবার আশায় ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'যদি সোনা থাকত।'

'এই আলভারো লোকটাকে খুঁজে পেলে হত,' জোহান বলল।

'হোপলেস ব্যাপার!' জ্যাসনের স্বর নিরাশায় তেতো। 'কোনও সূত্রই নেই!'

স্যাম ফুলার মুখ খুলল আবার, 'আলভারোর ব্যাপারে আমি বোধ হয় সাহায্য করতে পারব।'

জ্যাসনের বুকের রক্ত ছলকে উঠল।

বইঘর.কম

উনিশ

'স্যাম, তুমি চেনো তাকে?' ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'বাহ, চিনব না! আমার গাড়িতে চড়েছে না সে!'

'এতক্ষণে বলছ এ কথা!' দেঁতো হাসি হাসছে জ্যাসন।

'ওই পাহাড়ে যাবার সময়ও কি তোমার গাড়িতে উঠেছিল?' প্রথমেই কাজের কথা জিজ্ঞেস করল জোহান।

'ইয়েপ।'

'বাবা আর আলভারো?'

'হুম।'

'পাহাড়ের গোড়ায় নেমে গেছে, ঠিক?'

'একদম ঠিক।'

'আলভারো কোথায় থাকে, জানো?'

'জানি। মানে, জানতাম। বহু বছর লোকটার কোনও খবর পাইনি আমি। এখনও সে ওখানে আছে কি না, বলতে পারব না।'

'মরে-টরে যায়নি তো আবার!' বলে উঠল জ্যাসন।

'অসম্ভব নয়,' বলল বুড়ো।

'কত বয়স হতে পারে লোকটার?'

'ম্‌ম্‌... শেষ যখন তাকে দেখি, তখন তার বয়স ছিল আমার

এখনকার বয়সের সমান।'

'সেটা কবে?'

'তোমাদের বাপ যে বছর সোনা পেল, তার পরের বছর।'

'সেরেছে! তা হলে এতদিনে বোধ হয় লোকটার বয়স হবে এক শ'র কাছাকাছি।'

'আরে, না... অত নয়!'

'কত তা হলে? ষাট? সত্তুর?'

'ওই রকমই।'

'টেঁসে না গেলেই হয় এখন।'

আশঙ্কাটাকে আমল দিতে চাইল না জোহান। ফের জিজ্ঞেস্ করল, 'কোথায় থাকে সে?'

তার দিকে তাকাল ফুলার। 'একসময় সে নীচেই থাকত। এখন উপরে থাকে।'

'উপরে মানে? পাহাড়ে?'

'হ্যাঁ। ওই দিকেই। উত্তরে।'

'চেনো তুমি?'

'একবার গিয়েছিলাম। বোধ হয় চিনতে পারব।'

'আমাকে নিয়ে যেতে পারবে তার কাছে?'

নিজের হাঁটুতে চাপড় মারল স্যাম। 'এ আর এমন কী! কবে যেতে চাও?'

'কাল। যদি কোনও অসুবিধা না থাকে তোমার।'

'অসুবিধা নেই। কিন্তু মাত্র এলে। আবার কালই বেরিয়ে পড়তে চাও?'

'নো ওয়ে, স্যাম। নষ্ট করবার মতন সময় নেই হাতে।'

বইঘর.কম

'তা-ও বটে।'

'তা হলে ওই কথাই রইল। কাল সকাল সকাল বের হব আমরা।'

'জিল ট্যাটাম কিন্তু বলে গেছে, কাল আসবে,' স্মরণ করিয়ে দিল জ্যাসন। 'ওদিকটা কীভাবে সামলাবে?'

'তার বোধ হয় দরকার পড়বে না। সে আসতে আসতে আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি আর স্যাম যাব উত্তরে। আর তুই মা আর মিস মনটেরোকে নিয়ে লুকিয়ে পড়বি।'

'কোথায় লুকাব?'

'সেই ভার তোর উপরে থাকল।'

'ঘরদোর?'

'তালা মেরে যাব।' স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল জোহান। 'কপাল ভাল যে, জিল ট্যাটামের সাথে লিখিত চুক্তি হয়নি। সাক্ষী নেই কোনও। জবরদখল সে করতে পারবে না রানশ। করলে সেটা হবে বেআইনী। পিস্তলের আইন খাটবে না এখানে।'

রোজমেরি অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আমি তোর সাথে থাকতে চাই, জো। আমরা সবাই একসাথে থাকব।'

'না,' প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল জোহান। 'যে কাজে যাচ্ছি... জানি না, তাতে সফল হব কি না। কতদূর যেতে হবে, তা-ও জানি না...

'অনেক দূর,' কথার জোগান দিল স্যাম ফুলার।

'রাস্তাঘাটে কত রকম বিপদ হতে পারে। আমি তো কোনও রিস্ক নিতে পারি না। না, মা, তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ না। তার চাইতে, জেস,' অনুজের দিকে ফিরল জোহান। 'দুরন্ত ঈগলের

সাথে কথা বল। ও তোদের লুকাবার ব্যবস্থা করে দেবে।'

'সেনিয়োর মিলফোর্ড, আমি তোমার সাথে যাব,' জোহানদের পারিবারিক আলোচনার মাঝে এই প্রথম নিজে থেকে কথা বলল এলেনা। রোজমেরি মিলফোর্ড তাকে স্বাগত জানালেও মন থেকে অনাহূত ভাবটা যাচ্ছে না তার। বারংবার মনে হচ্ছে, এদের মাঝে অনধিকার প্রবেশ করেছে সে। তাই সবাই যখন কথা বলছিল, নিশ্চুপ ছিল এলেনা। মিলফোর্ডদের সমস্যার কথা শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল। সৌজন্যবশত না বললেও ওরা তাকে গলগ্রহ ভাবছে– অস্বস্তির এই কাঁটাটা খচখচ করছিল তার মনের মধ্যে।

'না, ম্যা'ম,' ধৈর্য হারাবার পূর্বাভাস পাওয়া গেল জোহানের কণ্ঠে। 'তুমিও মার সাথে যাবে। এতদূর জার্নি করে এসে আবার...। ঘোড়ায় চড়বার অভ্যাস আছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল এলেনা। 'সেনিয়োর, তুমি মনে হয় ভুলে গেছ, আমি একটা বিপদ ডেকে আনছি। মারিয়াচি আসছে। আমি এই এলাকায় থাকলে খুঁজে বার করে ফেলবে সে। জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে চাইবে আমাকে। বাধা পেলে...' শেষ করল না সে বাক্যটা। 'কোনও কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।'

বইঘর.কম

বিশ

দিনের প্রথম ভাগে বের হয়েছে বলে খাতির করেনি ওদের সূর্য। রোদ যথেষ্ট চড়া।

সামান্য রদবদল হয়েছে প্ল্যানে। রোজমেরি ও এলেনা জোহানদের সঙ্গ নিয়েছে। মারিয়াচি তো রয়েছেই, শিরঃপীড়ার আরেকটা কারণ চিন মুয়েলার। হাফ-ব্রিড এই লোকটা গানফাইটার হিসেবে যতটা না পরিচিতি পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি কুখ্যাতি পেয়েছে নীচ, খুনে স্বভাবের জন্যে। পেছন থেকে খুন করতেও আপত্তি নেই লোকটার।

মানুষ হত্যার পেশাদার কারিগরের সাথে দোস্তি পাতিয়েছে ট্যাটাম– এটা জানবার পর মহিলাদের কী করে ছোট ভাইয়ের জিম্মায় রেখে যায় জোহান? শক্ত-সমর্থ পুরুষ হলে একটা কথা ছিল।

আপাতত বাড়িতেই রয়ে গেছে জ্যাসন। অবস্থা বেগতিক বুঝলে সটকে পড়বে।

ছোট্ট দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে স্যাম ফুলার। আগে-আগে চলেছে সে।

রোজমেরির কালো গেলডিং প্রৌঢ় স্যামের খয়েরি মাসট্যাংটার

গায়ে গায়ে এগিয়ে চলেছে। পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করছে এলেনা।

সবার ওপরে নজর রাখতে সুবিধা হবে বলে শেষে রয়েছে জোহান। এক হাতে সে ঘোড়ার রাশ ধরে আছে। আরেক হাতে এক জোড়া খচ্চরের দড়ি। পিছু পিছু আসছে মালবাহী জীব দুটো। একটার পিঠে কাপড়চোপড়ের পুঁটলি, বেডরোল ইত্যাদি। অন্যটাতে চাপানো হয়েছে খাবারের ক্যান, বেলচা, গাঁইতি আর খনি খুঁড়বার অন্যান্য সরঞ্জাম।

পাল্টাবার মত কোনও ঘোড়া নেই তাদের সাথে।

দুর্গম ট্রেইল। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তা ওপরে উঠে গেছে চড়াই বেয়ে। আবার উপত্যকার দিকে নেমে চলে গেছে উতরাই। কোথাও-কোথাও পথ খুবই সঙ্কীর্ণ। রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে আলগা হয়ে গেছে মাটি, পাথর। সেসব জায়গায় পা হড়কে যাচ্ছে জন্তুগুলোর। খুরের আঘাতে কিনারা পেরিয়ে পাশের খাদের মধ্যে পড়ছে পাথর।

অনেকদিন ব্যবহার হয় না এই পথ। রোদে পোড়া ঘাস আর গ্রিজউডের ভেতর দিয়ে চলতে হচ্ছে প্রাণীগুলোকে। গতি শ্লথ।

বাতাস নেই এক বিন্দু। পরিবেশটা ভাপসা। গা আঠা-আঠা হয়ে গেছে সবার। ঘামের সাথে আটকে যাচ্ছে ধুলো।

কারও মুখে কথা নেই।

জানোয়ারের পা ঠুকবার আওয়াজ আর এক-আধটা মৌমাছির গুঞ্জন ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

এখনও পর্যন্ত কোনও বিপদ বা ঝামেলার সম্মুখীন হয়নি দলটা। তবে একবার...

বইঘর.কম

বহুদিন আগে দলছুট গবাদি পশুর একটা ঝাঁক পেরোচ্ছিল ওরা। ঈষৎ ভয় নিয়ে। ছন্নছাড়া গরু-মোষের দল কখনও-কখনও জংলি জানোয়ারের চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। নিচু জমিতে বিচরণ করে সারাদিন। আয়েশ করে ঘাস খায়। তেমন একটা পাত্তা দেয় না কাউকে।

কোনও-কোনওটার প্রায় গা ঘেঁষে যাচ্ছিল ওরা। ওদেরকে নিয়ে আলাদা ভাবে মনোযোগী হবার মত উৎসাহ দেখা যায়নি চারপেয়েগুলোর মধ্যে। বড় জোর মাথা তুলে এক নজর দেখেছে। জোহানরা থামেনি, এটা একটা কারণ হতে পারে। চলে যাচ্ছে বলে উপদ্রব মনে করেনি হয়তো।

শুধু দানবাকৃতির একটা লাল ষাঁড় চোখ টেরে তাকাচ্ছিল মানুষ ও তাদের বাহনের দিকে। নাকের পাটা ফুলে-ফুলে উঠছিল পশুটার। হয়তো আক্রমণের পাঁয়তারা কষছিল।

পালটা যখন পেরিয়ে এসেছে ওরা, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল লাল দানব। পা দিয়ে মাটি আঁচড়াল। দৌড়ানি দেবার ভঙ্গিতে শিং বাগিয়ে ছুটে গেল দলটার দিকে। কী মনে করে জানি থেমে গেল মাঝপথে। গরগর করল। একবার আছড়াল লেজটা। তারপর বিপরীত দিকে ঘুরে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যেন: "যাহ! এবারের মতন মাফ করে দিলাম। আর কখনও এলে..."

একটা শৈলশিরার ওপরে এসে দাঁড়িয়ে গেল স্যাম ফুলার। বাকিরাও। দুই দণ্ড জিরিয়ে নেবার অবসর পেল ভারবাহী জানোয়ারগুলো।

সূর্য এখন মধ্যগগনে।

অনেক উঁচুতে একটা শিকারি বাজ শাঁখ মাজা ডানা মেলে অপরাজিতা-নীল আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।

পেছন ফিরে চাইল একবার ফুলার।

দশ মাইলের বেশি পথ অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। সকলেই শ্রান্ত। হাতে হাতে ঘুরছে ক্যানটিন।

নিজের স্টিল-ডাস্ট স্ট্যালিয়নটাকে স্যাম ফুলারের ঘোড়ার পাশে হাঁটিয়ে আনল জোহান। 'আর কতদূর?'

'সুরুজ ডুববার আগে নয়।'

বাম হাতটা ভুরুর ওপরে নিয়ে এল জোহান। ছায়া দিল চোখ দুটোকে। আরেক হাতের আঙুল দিয়ে ডান দিকের আবছা পাহাড়প্রাচীরের দিকে নির্দেশ করল। 'ওটা স্যাডল রকের চূড়া না?'

কমপক্ষে বারো মাইল দূরে ওই পাহাড়শ্রেণী। গ্র্যানিটের নাঙ্গা শিখর রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে উঠেছে। মাঝে একটা বাদে দুই পাশের চূড়াগুলো সমান প্রায়, বেশ উঁচু। স্যাডল রক হচ্ছে মাঝখানের নিচু পাহাড়টার নাম।

'ইয়াহ।' গলায় পেঁচানো ব্যাণ্ডানা দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছল ফুলার।

ঘুমন্ত স্মৃতি জেগে উঠল জোহানের মনে। সেই কিশোর বয়স! প্রথম শিকার করবার আনন্দ।

অ্যান্টিলোপ মেরেছিল সে ওখানটায়। বাবা ছিল সাথে। কতই বা বয়স হবে তখন! বারো কি তেরো। পৃথিবীটা কত ছোট তখন তার কাছে! মনটা কচি পাতার মত।

স্মৃতিময় হয়ে উঠল জোহানের চোখ দুটো। অদ্ভুত একটা

বইঘর.কম

দীপ্তি খেলতে লাগল চোখে। বড় ভাল লাগে তার। সাথে সাথে কষ্টও হয়। আহা, পুরানো সেই দিন! ছোটবেলার জোহানটাকে আদর করে দিতে ইচ্ছে করে তার।

স্যাম ফুলার ঘোড়া থেকে নামল। এখানেই ওরা দুপুরের খাওয়া সারবে।

ছায়াময় একটা স্থানে জানোয়ারগুলোকে একত্র করা হলো। ওরাও বসল গিয়ে পাথরের চাঁইয়ের ছায়ায়।

বিশ্রাম। খাওয়া। বিশ্রাম। তারপর আবার একটানা এগিয়ে চলা। কখনও টিলার কাঁধ বেয়ে। কখনও ঢেউ খেলানো পাথুরে সমতল দিয়ে। মাঝে জানোয়ারগুলোকে অবসর দিতে খানিকটা সময়ের বিরাম। নিজেরাও হাত-পাগুলো খেলিয়ে নিল।

অনেকক্ষণ চলবার পরে ট্রেইলে জুতোর ছাপ দেখতে পেল ওরা। উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটল প্রত্যেকের মধ্যে। কারণ, এ যাবত একটাও লোকবসতি চোখে পড়েনি তাদের। আশপাশে নিশ্চয় রয়েছে।

জোহান ও স্যাম ফুলার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ছাপগুলো পরীক্ষা করবে। করল।

অনেক ছাপ। তবে জুতো এক জোড়াই। মোকাসিন নয়। স্যাণ্ডেল।

পায়ের ছাপগুলো নতুন নয়। আবার বেশি পুরানোও নয়। আধ খাপচা হয়ে সরে গেছে ধুলো।

ওরা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকেই গেছে ছাপ। এর মানে, এই পথে আনাগোনা রয়েছে কারও।

প্রশ্ন হচ্ছে, কার?

আলভারোর?

দু'জনে আবার ঘোড়ায় উঠল। চলা শুরু করল দলটা।

বেলেপাথরের সাম্রাজ্য সর্বত্র। স্বাভাবিক ভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে ছাপ। আবার ফিরেও আসছে।

একেকজনের মগজে একেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

লোকটা এখানে বেঁচে আছে কীভাবে? কী খেয়ে?

পানি পায় কোথায়?

সমভূমি ছেড়ে এখানে বাস করে কেন?

শেষ বিকেলে হিমেল বাতাসের সাথী হয়ে ওরা একটা প্ল্যাটফর্মের মত জায়গায় এসে পৌঁছাল। সাথে সাথে অন্তরাল থেকে ঝুপ করে বেরিয়ে এল দৃশ্যটা।

তুলনামূলক ভাবে গাছের ঘনত্ব এখানে বেশি। ঘন সবুজ। লাগানো হয়েছে, বোঝা যায়। চতুর্দিকের মরুময় বিস্তারের মাঝে কেমন বেমানান। কিন্তু আশীর্বাদের মত।

অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছগুলো। সবই অল্ডার। বৃত্তের ব্যাস তৈরি করেছে বেলেপাথরের দেয়াল। একটা কাঠের কেবিন দেয়ালের গায়ে ঠেকা দিয়ে বানানো। তেমন মজবুত নয়।

কেবিনটার দিকে অগ্রসর হলো ওরা।

লগ-হাউসের চালা ধরে রেখেছে যেসব খাম্বা, সেগুলোর মধ্যে একটা দাওয়ার ক্যানোপি ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ওই খুঁটির আগায় গরুর খুলি বসিয়ে রাখা হয়েছে। তার নীচে একটা দড়ির মালা ঝোলানো। লাল, নীল, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ, কমলা, বেগুনি– একেক রঙের কাপড়ের টুকরো দড়ির একটু পরে-পরে গিঁট দিয়ে বাঁধা। কাপড়ের পুতুলের মাথা বানাবার সময় কাপড়ের

বইঘর.কম

মাঝখানটাতে তুলো রেখে যেমন গিঁট মেরে দেয়া হয়, এই গিঁটগুলোও সেরকম। পার্থক্য শুধু, এখানে তুলোর পরিবর্তে পোরা হয়েছে তামাক।

এভাবে কাপড় লাগানোকে ল্যাকোটা ইনডিয়ান রীতিতে "প্রেয়ার টাইজ" বলা হয়, জোহান জানে। এটা তাদের আধ্যাত্মিক সিম্বল। প্রতিটা রঙের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। হলুদ হলো পূর্ব দিক। কালো পশ্চিম। উত্তর হচ্ছে লাল। সাদা বোধ হয় দক্ষিণ। নীল মানে আকাশ। মাটি বোঝাবার জন্যে সবুজ। আরগুলো কীসের প্রতীক, মনে পড়ছে না।

একবার এক একসোরসিস্টকে ভূতের আছর হওয়া বাড়িতে প্রার্থনাগ্রন্থি বাঁধতে দেখেছে সে। একটা করে কাপড় বাঁধছিল ওঝা, আর একবার করে মন্ত্র পড়ছিল মেঘের ওপারে বসবাসকারী মহান আত্মা ওয়াকান তানকার উদ্দেশে।

কেবিনের একধারে এক আঁটি লাকড়ি বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। আরেক ধারে ছায়ায় পাতা বেঞ্চি। ছায়ায় বলেই বেঞ্চে বসা লোকটাকে নজরে পড়েনি কারও।

এবারে সে উঠে দাঁড়াল।

চোখ পিটপিট করল জোহান।

ধূসর চুলঅলা বুড়োর চেহারাই বলে দিচ্ছে, সে ইনডিয়ান নয়। মেকসিকান। চওড়া কাঁধ। চওড়া চোয়ালের হাড় আর তামাটে চামড়া। নারকেলের ছোবড়ার মত। অজস্র বলিরেখা। ভোগবিলাস ত্যাগ করা সন্তের মত প্রাজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

একুশ

খড়ের তৈরি হ্যাট তার মাথায়। গায়ে বহুবর্ণ সেরাপি। বহু ব্যবহারে জীর্ণ। ওয়ামপাম গুটির মালা গলায়। হাতে বোনা চপ্পল পরেছে পায়ে।

এতটুকু অবাক হয়নি সে আগন্তুকদের দেখে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওদের প্রতীক্ষাতেই বসে ছিল লোকটা। যেন জানত, ওরা আসবে।

'হাউডি, বন্ধুগণ!' অভ্যর্থনার হাসি উপহার দিল সে। তার গলার স্বর নিচু, কিন্তু কম্পিত। অনেক গভীর থেকে উঠে আসে যেন কথা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাজক যেমন করে শ্লোক পড়ে, বলবার ভঙ্গি অনেকটা সেরকম।

এ ধরনের মানুষকে চেনে জোহান। চেহারা দেখলে সমীহ জাগে মনে। বুড়ো মানুষটার সমগ্র অস্তিত্ব যেন বনস্পতির ছায়া।

ঘোড়া থেকে নামল সবাই।

'কী খবর, স্যাম?' দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

দুই পুরানো আমলের মানুষ কোলাকুলি করল।

'এতদিন পরে মনে পড়ল এই বুড়োকে!'

'মনে তো সব সময় পড়ে। কিন্তু যে জায়গায় থাকো...'

বিমল হাসি দিয়ে মেনে নিল মেকসিকান কথাটা।

জোহান এগিয়ে গেল।

বুড়ো মেকসিকান তার দিকে তাকাল। তাকিয়েই বদলে গেল তার চাউনি। জোহানের মুখে কী জানি অন্বেষণ করছে বয়সী চোখ জোড়া।

'তুমি আলভারো, সেনিয়োর?' সম্ভ্রমের সাথে জিজ্ঞেস করল জোহান।

'নিশ্চয়ই।' দরাজ হাসি হাসল মেকসিকান বুড়ো। 'গত আটষট্টি বছর ধরেই আলভারো গনজালেস হয়ে বেঁচে আছি আমি। এর জন্য দুঃখ নেই। তরুণ বয়সে অবশ্য অন্য কিছু হতে ইচ্ছা করত... বিখ্যাত কোনও চরিত্র...' খানিকটা স্তিমিত হলো তার হাসি। 'কিন্তু... তোমাকে এর আগে কোথায় দেখেছি, বলো তো!'

'ওর বাপকে দেখেছ।' আলভারোর খুঁতখুঁতানি দূর করে দিল স্যাম ফুলার।

দপ করে জ্বলে উঠল বুড়োর চোখ জোড়া। 'আরি, তা-ই তো!' মিলটা ধরতে পেরে যার-পর-নাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। 'এক্কেবারে সেই আদল!' ওদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার দৃষ্টি। 'জেরি এল না?'

জোহানের দিকে তাকাল স্যাম ফুলার। জোহান তাকাল তার দিকে।

বোঝা যাচ্ছে, বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ জানে না আলভারো।

হাত নেড়ে মানা করে দিল ফুলার। সে বলতে পারবে না।

জবাব দেবার আগে একটা মুহূর্ত খতিয়ে দেখল জোহান। সত্যি কথাটা সহজ ভাবে জানিয়ে দেয়াই ভাল, যত মর্মান্তিকই হোক। যতটা নরম করে বলা সম্ভব, বলল, 'বাবা মারা গেছে।'

চমকাল না আলভারো। মুখের প্রফুল্ল হাসিটা নিভে গেছে। জোহানের দিকে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। সেখানে দুঃখের বদলে অবিশ্বাস। জেরার্ড মিলফোর্ড আর সবার মত মরণশীল মানুষ, তা যেন এই প্রথম জানল সে।

আলভারোর জন্যে মায়া হলো স্যাম ফুলারের। মেকসিকানের চোখে পানি নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে, দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

'স্বাভাবিক মৃত্যু?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল আলভারো।

'না, সেনিয়োর।' আস্তে করে মাথা নাড়ল জোহান। 'ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। মেরুদণ্ড ভেঙে...'

আলভারোর কালো চোখে বিষাদ ঘনাল। চোখ বুজল সে। স্ট্র হ্যাটটা খুলে ফেলল মাথা থেকে। আকাশের দিকে গর্দান তুলে চাইল। বিড়বিড় করছে। প্রার্থনা করছে প্রিয় বন্ধুর বিদেহী আত্মার জন্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিল সে শেষ বেলার বাতাসে। মুখ নামিয়ে চাইল মিসেস মিলফোর্ডের দিকে।

'আমার মা,' পরিচয় দিল জোহান।

রোজমেরির চোখের কোণে পানি টলমল করছে। বিষাদময় হাসি হাসল। স্বামী মারা গেছে, এটা সে ভাবতে চায় না। বরঞ্চ ভাবতে পছন্দ করে, দূরে কোথাও গেছে মানুষটা। অনেক দূরে। হয়তো একদিন ফিরে আসবে। যদ্দিন না আসছে, অপেক্ষায়

বইঘর.কম

থাকবে সে। আমৃত্যু।

মিসেস মিলফোর্ডের দিকে এগোল আলভারো। কাছে এসে মহিলার ডান হাতটা নিজ হাতে তুলে নিল। চুম্বন করল হাতের পিঠে। সাথে সাথে ছেড়ে দিল না। অন্য হাতটা রাখল হাতের ওপরে। নীরবে সান্ত্বনা দিল।

'বড় বিপদে আছি আমরা,' সাহায্য প্রার্থনার সুরে বলল স্যাম ফুলার।

'শুনব সব।' বন্ধুপত্নীর দিকে তাকাল আলভারো। 'আমার গরিবখানায় স্বাগতম।'

একটা চাঁদোয়ার তলায় বাঁধা হলো ঘোড়া আর খচ্চরগুলো।

আলভারোর পেছন পেছন কেবিনে ঢুকল ওরা।

অতি সাধারণ ঘর। কোনও আসবাব নেই। দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে তোশক। ঘুমাবার ব্যবস্থা। ঘরের এক অংশে পার্টিশন দিয়ে রান্নাঘর বানানো হয়েছে।

রংচটা একটা কম্বল বের করে মেঝেতে পাতল আলভারো। হাতের ইশারায় বসতে বলল।

কম্বলের ওপরে বসল ওরা।

কম্বলটার এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। রিপু করা হয়েছিল। সেলাই খুলে এসেছে। তলার কাঠ উঁকি মারছে জোড়ার ফাঁক দিয়ে।

লাউয়ের খোলে তৈরি একটা জগ নিয়ে এল আলভারো হেঁসেল থেকে। ছোট-ছোট ক্লে-কাপে পানীয় ঢেলে দিল সবাইকে জগ থেকে। নিজেও নিল। মধু মেশানো ইতালিয়ান মদ। জিনিসটা পুরানো। শরীর চাঙ্গা রাখে।

সেরাপির ঝুলে ঠোঁট মুছল সে পান শেষ করে। চিকন একটা কালো চুরুট বের করে স্যাম ফুলারের দিকে বাড়িয়ে দিল। ফুলার সেটা নেয়ার পর নিজে আরেকটা গুঁজল ঠোঁটের ফাঁকে। প্রথমে নিজেরটাতে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর সিগারটা বাড়িয়ে ধরল অতিথির দিকে।

সেটা দিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দিল আবার স্যাম ফুলার। রয়েসয়ে টানতে লাগল।

জোহানকে সিগার অফার করেনি ওল্ডটাইমার। ওর মায়ের সামনে সেটা করা শোভন হত না। মেকসিকানের জানা নেই, রোজমেরি মিলফোর্ডের কোনও ছেলেই ধূমপান করে না।

বিস্তারিত শুনল আলভারো। কিছুটা রোজমেরির মুখ থেকে। কিছুটা জোহানের মুখ থেকে।

'সেনিয়োর, এখন তুমিই পারো আমাদের সাহায্য করতে,' বলে উপসংহার টানল জোহান।

'হুম।' গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল আলভারো।

নির্নিমেষ চোখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে জোহান। দৃষ্টিতে আশাবাদ।

'স্বর্ণ?' ভূমিকা না করে আসল কথায় চলে এল মেকসিকান।

'আছে কি?'

'তা আছে।'

আলোর ঝিলিক দেখা গেল জোহানের চোখে। যাক, ভাল খবর। প্রাথমিক সংশয় কাটল।

টাকরায় শব্দ তুলে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওখানে আমাদের নিয়ে যাবে তুমি?'

বইঘর.কম

'যাব।'

তমসাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কেবিনের ভেতরটা। সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে গেল আলভারো।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চাইল জোহান।

সূর্যাস্তের কোমল আলো প্রায় বিলীন। বেগুনি মেশানো সিঁদুররঙা গোধূলি নেমে এসেছে দিগন্তের কিনারায়। কেমন অপার্থিব রং। গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যেন সেই রঙের নেশা। জ্বলজ্বল করছে গিরিশৃঙ্গ।

প্রলম্বিত একটা চিৎকার আসন্ন সাঁঝের শীতল স্তব্ধতা চিরে দিল।

'কী ওটা?' আঁতকে উঠে বলল এলেনা।

অনুরণন তুলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চিৎকারটা।

'কয়োটি,' দরজা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল জোহান।

কয়োটি না, হাতি! মনে তো হলো, মরণের ওপার থেকে এসেছে ওই ডাক। যেন আচানক ঘুম ভেঙে উঠে বসে করুণ সুরে বিলাপ করে উঠেছে কোনও প্রেত। ফিরে আসতে চায় তার হারিয়ে যাওয়া জীবনে। বছরের পর বছর যেখানে সুখে-দুঃখে কালাতিপাত করে গেছে।

বুকে থুতু দিল এলেনা। বাপ রে! এমন লাফ দিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা! এখনও ধড়াস-ধড়াস করছে।

আবার সেই জান্তব গোঙানি ঢেউ তুলল পাহাড়ের শান্ত নীরবতায়।

বাইশ

কোনওমতে কেটে গেল রাতটা।

ভোরের উন্মেষের ঘণ্টা খানেক আগে ঘুম ভাঙল জোহানের।

একে একে জাগল সবাই। প্রাতঃকৃত্য সারল। সমাধা হলো ব্রেকফাস্টের পালাও।

দিক্‌চক্রবালে ততক্ষণে ঊষার লালাভ আলোর রেখা দেখা দিয়েছে।

কেবিন ত্যাগ করল ওরা।

বাঁধন খুলে শেড থেকে বের করা হলো জানোয়ারগুলোকে। স্যাডল আর লাগাম পরানো হলো ঘোড়ায়।

পমেলে হাত রেখে এক ঝটকায় ওর বাকস্কিন ঘোড়াটাতে চড়ে বসল আলভারো। ঢিলেঢালা একটা পনচো গায়ে দিয়েছে সে। পরেছে মোটা সুতায় তৈরি কালো কাপড়ের ঢোলা প্যান্ট।

বাকিরা ঘোড়ায় চাপবার পর হেলেদুলে চলতে আরম্ভ করল বৃদ্ধ মেকসিকান।

জোহান পিছু ধরল তার। এরপর মেয়েরা। তাদের পেছনে কয়েক হাত ব্যবধানে স্যাম ফুলার। তার হাতে এবার খচ্চরের ভার।

বিবর্ণ থেকে একটু-একটু করে চারপাশটা রংদার হচ্ছে। ফুরফুরে বাতাসের কারণে রোদের মেজাজ ভাল। তেতে উঠবার অনেক বাকি। তবে প্রয়োজনীয় ওম ঠিকই বিলাচ্ছে।

তারপরও পারতপক্ষে রোদ মাখছে না কেউ গায়ে। স্যাণ্ডস্টোন ক্লিফ বা গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলেছে।

দুইবার গ্রিজলি ভালুকের ট্র্যাক চোখে পড়ল ওদের। একবার সিংহের। পাহাড়ি ছাগলের চিহ্ন তো হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে।

রাইফেল হাতে ঘোড়া সামলাচ্ছে জোহান। বিপদের ভয় সে করছে না। কিন্তু সতর্কতায় ঢিল দেবার ইচ্ছে নেই বিন্দুমাত্র। স্যাডলে বসা অবস্থাতেই কিছুক্ষণ পর-পর পেছনে তাকাচ্ছে ঘাড় ফিরিয়ে।

নীচে নামছে ওরা।

অপ্রশস্ত জায়গাগুলো পার হবার সময় ভীত হয়ে পড়ছে জানোয়ারগুলো। পাশেই মরণফাঁদ। অষ্টপ্রহর হাঁ করে রয়েছে খাদ।

সাবধানের মার নেই। ওরকম ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়ছে ওরা।

তারপরেও চলতে চায় না ঘোড়া বা খচ্চরগুলো। তখন কয়েকটা মিনিট তাদের পেছনে খরচ করতে হচ্ছে। নাকে-মুখে হাত বুলিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাগাম ধরে।

এভাবে চলতে চলতে গিরিতলে এসে পৌঁছাল অভিযাত্রীরা।

বিশাল সব বোল্ডার চারপাশে। তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা।

সোজা পথটা কিছুদূর এগিয়ে বাঁক নিল। ওপাশে বেরোতেই

জোহানদের চোখে পড়ল একটা ওঅটর-হোল।

বোঝা গেল, কোত্থেকে পানি আনে মেকসিকান। বহুদূরের পথ অতিক্রমণ করতে হয় তাকে এই জন্যে।

প্রচুর পাখি। কিচিরমিচিরে ভরে আছে জায়গাটা।

সূর্যের আলো সোজাসুজি যাতায়াত করতে পারছে না এখানে। নানা অলিগলি বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। কেমন নীলাভ করে দিয়েছে ভেতরের সব কিছু। তবে দেখা যায় পরিষ্কার।

পানির গন্ধ পেয়ে জানোয়ারগুলো নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল জলাধারটার দিকে।

শুধু ওদের নয়, সবারই কমবেশি তেষ্টা পেয়েছে।

টলটলে পরিষ্কার পানি। আঁজলা ভরে পান করল ওরা। ভেতরটা জুড়িয়ে গেল খেয়ে। খুব মিষ্টি আর শীতল। একেবারে বরফের মত।

এই গরমেও এত ঠাণ্ডা থাকে কী করে, ভেবে অবাক হলো জোহান। পাহাড়ের অন্তস্তল থেকে উঠে আসছে নিশ্চয়।

ইচ্ছেমত পানি খাবার সুযোগ দেয়া হলো চারপেয়েগুলোকে। দুই পক্ষই রিল্যাক্স করবার অবকাশ পেল এই সময়টুকুতে।

ক্যানটিনগুলো ভরে নিয়ে রওনা করল ওরা আবার।

দেখতে দেখতে মাথার ওপরে উঠে এল সূর্য। মেঘহীন সুনীল আকাশে একচ্ছত্র অধিপতির মত রাজত্ব করতে লাগল। পুরো পৃথিবীটাকেই সেদ্ধ করে ফেলবার পণ করেছে যেন আগুনের গোলকটা।

পাহাড়ের ঢালে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে রোদ। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বইঘর.কম

তপ্ত বাতাসের ঝিলিমিলি নাচ দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে জোহানের। নোনা ঘাম লেগে জ্বলছে। জুলফির ভেতর দিয়ে গড়িয়ে নীচে নামছে ঘাম। গাল-গলা বেয়ে শার্টের ভেতরে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

আরও একবার পেছনে তাকাল সে। হাতের চেটো দিয়ে ললাটের ঘাম মুছল।

পাশাপাশি রাইড করছে ওর মা আর এলেনা। বরাবর তা-ই হয়েছে। শুধু ট্রেইল যেখানটায় অপেক্ষাকৃত অপরিসর, সেখানে পিছিয়ে পড়েছে এলেনার পনি।

একটা প্রায়ান্ধকার গিরিপথে ঢুকে পড়ল ওরা বিকেল নাগাদ।

দুই ধারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাড়া পাহাড়। মাঝখানে ফাঁক খুব সামান্য। দুই দিকের দেয়ালই স্পর্শ করা যায়।

নিরেট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল দানবীয় পাহাড়গুলো। বহুদিন এই তল্লাটে মানুষ দেখেনি তারা।

পানির আরেকটা উৎসের কাছে ফের থামল মেকসিকান।

পাহাড়ের ভেতরে লুকানো একটা ঝরনা। আলভারো বলল—"সোনালী ঝরনা"। এখানেই ক্যাম্প করবে, বলল। এখনকার মত। আঁধার নামবে একটু পরেই। এর থেকে নাকি ভাল জায়গা নেই সামনে।

ঝরনাটা খুব সুন্দর। দশ-বারো ফুট চওড়া। পাহাড়ের একটা ফাটল থেকে বেরোচ্ছে চঞ্চল পানি। নামবার সময় ঠেলে বের হয়ে আসা অংশগুলোতে বাড়ি খেয়ে যাচ্ছে স্রোত। কুলকুল শব্দে

বয়ে যাচ্ছে।

ঝরনার ধারেই ক্যাম্প করল ওরা।

মিহি বালি আর নুড়িপাথর ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। তার ওপরে বেডরোল পাতা হলো। বালিশের কাজ করবে যার-যার স্যাডল। রাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। অসুবিধা নেই। কম্বল আছে। গায়ে দেয়া যাবে।

লাকড়ির জন্যে বেশিদূর যেতে হলো না। কাছেপিঠে মেসকিট গাছ রয়েছে।

মিউলের পিঠে বোঝাই ব্যাগ থেকে বেকনের একটা চাকা বের করল জোহান। মিসেস মিলফোর্ডের হাতে ধরিয়ে দিল। রান্নার তৈজসপত্র নামাতে হাত লাগাল এলেনা।

অস্তাচলে ঢলে পড়েছে সূর্য। ঘন ছায়া নামছে ভ্যালিতে। গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে যেন অন্ধকারের দানব।

বইঘর.কম

তেইশ

সন্ধের পরে চুকিয়ে ফেলা হলো সাপারের পাট। তেমন কিছু নয়। বেকনের সাথে সামান্য বিন আর ভুট্টার রুটি। শেষে কফি।

জায়গায় জায়গায় ঘাসের চাপড়া। ধূলিময় মাটিতে টিকে আছে কোনও মতে। ঘেসো জায়গায় খুঁটি পুঁতে বাঁধা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে। ঘোড়ার জিন খুলে আচ্ছামত দলাইমলাই করেছে তিন পুরুষ। খচ্চরগুলোও বাদ যায়নি। ম্যাসাজ করবার পর যব দেয়া হয়েছে গামলায়। সাথে সাথে ওতে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে জন্তুগুলো।

বিছানায় মাথা ছোঁয়ানোমাত্র ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল দুই নারী।

ম্যাণ্ডোলিনে টুং-টাং সুর তুলল স্যাম ফুলার। গুনগুন করে গাইল:

'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল
আর তো এল না।'

ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ বুজে এল তার একটা সময়। নাক ডাকবার

আওয়াজ শোনা গেল।

কেন জানি ঘুম নেই জোহানের চোখে। শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। নির্মেঘ আকাশে একটা তারা ফুটল। তারপর আরেকটা। দেখতে দেখতে ছয়-সাতটা গুনে ফেলল। তারপর খইয়ের মত এত দ্রুত ফুটতে শুরু করল যে, খেই হারিয়ে ফেলল।

শত-সহস্র তারায় ভরে গেল আকাশ। দেখা দিল ছায়াপথ।

অনেক বড় দেখাচ্ছে তারাগুলোকে। অনেক উজ্জ্বল। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালে ধরা যাবে। কালো আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে হীরের টুকরোর মত জ্বলছে।

বিশ্বজগতের বিশালত্বের তুলনায় সে যে কত তুচ্ছ, বিমর্ষ চিত্তে উপলব্ধি করল জোহান। কী বিশাল মহাকাশ! কত কোটি-কোটি মাইল দূরে!

জোহানের পাশে শুয়ে কাত হলো আলভারো। 'ফেউ লেগেছে আমাদের পিছে।'

'কী করে বুঝলে, সেনিয়োর?' ভাব-টাব মুছে গিয়ে মুহূর্তে সজাগ জোহান। 'আমি তো কিছু টের পাইনি!'

'আমি পেয়েছি। ওরা নিজেদের লুকাতে পারেনি।'

'একাধিক লোক?'

'সি।'

'কতদূরে?'

'বেশ দূরে। তবে লেগে আছে।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো জোহান। 'সেনিয়োর, এখানকার ইনডিয়ানদের স্বভাব-চরিত্র আমি জানি। তারা আমাদের পিছু নেবে... ব্যাপারটা ঠিক মেলানো যাচ্ছে না!'

'ইনডিয়ান না, মাই বয়।' জোহানের ভাবনার বহর দেখে যেন ভ্রূকুটি করল মেকসিকান। 'আমি থাকতে কোনও ইনডিয়ানের বাপেরও সাহস নেই, আমাদের ব্যাপারে নাক গলায়।'

'ইনডিয়ান নয়... তা হলে?'

'মনে হয়, তোমরাই ওদের ডেকে এনেছ।'

'সেটা কী করে সম্ভব! আমরা এসেছি, কেউ তো জানে না!'

'হয়তো আরও আগে থেকে নজর রাখা হচ্ছিল তোমাদের উপরে। হয়তো... আচ্ছা, মেয়েটা কে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আলভারো।

বলল জোহান। আদ্যোপান্ত। বলতে বলতেই আঁচ করে ফেলল, মেকসিকানের চিন্তা কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। 'আমি যা ভাবছি, তুমিও বোধ হয় তা-ই ভাবছ, সেনিয়োর। মিস মনটেরো...'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

সে ক্ষেত্রে ড্র অনিবার্য। মারিয়াচিকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবার কোনও সুযোগ নেই। জোহান ভাল করেই জানে, এল মারিয়াচির মত লোকেরা সহজে ক্ষান্ত দেয় না। সম্মুখযুদ্ধ হবেই। ওকে খুন করবার ওপরে লোকটার মানসম্মান নির্ভর করছে।

একটু শঙ্কিত বোধ করল জোহান। বন্দুকে তার হাত মন্দ নয়। কিন্তু একজন চালু পিস্তলবাজের সাথে ডুয়েল লড়বার জন্যে এই যোগ্যতা যথেষ্ট নয়।

তার থেকেও বড় কথা হলো, গানফাইটে নামবার কোনও ইচ্ছেই তার নেই। নিতান্ত বাধ্য না হলে পিস্তলে হাত দিতে চায় না সে।

জোহান মিলফোর্ড গোলাগুলি ভয় পায়, এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু সে রক্তপাত এড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত। এর কারণ ওর বাবার দেয়া শিক্ষা। সংঘাত-সংঘর্ষ কোনও ভাল ফল বয়ে আনে না। শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

জোহান পুরো অবস্থাটা আগাগোড়া তলিয়ে দেখল।

হয় সে থাকবে। নয়তো মারিয়াচি। অথবা দুইজনই মারা যাবে। মাঝামাঝি কিছু নেই।

দরকার পড়লে বন্দুকের সামনে দাঁড়াবে বৈকি ও। একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষার্থে জীবন দেবে।

কিন্তু তারপর?

'মেয়েদেরকে এর মধ্যে আনা ঠিক হয়নি,' উৎকণ্ঠিত আলভারো বলল।

সেটা জোহানও বুঝতে পারছে।

কেন এনেছে, সে বিষয়ে তার মুখ থেকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা শুনবার পরেও তুষ্ট হলো না মেকসিকান। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'প্রেমে পড়েছ তুমি, সান,' যেন ষোলো আনা নিশ্চিত, এই ভাবে কথাটা বলল আলভারো।

'না-না, সেনিয়োর। তা নয়,' লাজুক ভাব ফুটে উঠল জোহানের কণ্ঠে। 'মিস মনটেরো চমৎকার মেয়ে। তবে আমাদের মধ্যে এরকম কিছু ঘটেনি।' হেসে ফেলে সে। 'প্রেম-ভালবাসার জন্য সময়টা বোধ হয় উপযুক্ত নয়।'

'আমি কিন্তু "তোমাদের" কথা বলছি না। "তোমার" কথা বলছি।'

বইঘর.কম

জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত দেরি করল জোহান। 'চমৎকার মেয়ে মিস মনটেরো। কিন্তু...' কথা হারিয়ে গেল। 'আমি আসলে ব্যাপারটা নিয়ে সেভাবে ভাবিনি...'

'ওকে, সান।' মৃদু হেসে রেহাই দিল ওকে আলভারো। একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর উদাসী স্বরে বলল, 'যুবক বয়সে আমিও একজনকে ভালবেসেছিলাম... এক ইনডিয়ান মেয়ে...'

এই জন্যেই কি ইনডিয়ান সংস্কৃতির প্রতি মেকসিকান এত অনুরক্ত? শুধাল জোহান, 'আর মেয়েটা?'

'সে-ও বাসত।'

'আচ্ছা, সেনিয়োর, তুমি লোকালয়ে থাকো না কেন?' কথার মোড় ঘোরাল জোহান।

'ভাল লাগে না আমার।'

'কিন্তু এই যে সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নির্জনে বাস করছ... একা-একা লাগে না?'

'প্রকৃতির কোলে এসে কখনও একা হবে না তুমি,' আলভারো বলল, 'তাজা বাতাস... গাছগাছালি... বুনো জীবজন্তু... সব সময় ঘিরে থাকবে তোমাকে।'

এই জীবনদর্শন শুনবার পর আর কী বলবার থাকতে পারে? জোহান আগের কথার সূত্র ধরে, 'মেয়েটার কথা বলছিলে, সেনিয়োর...'

আবছা অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকাল আলভারো। 'হ্যাঁ।' ম্লান একটু হাসল। 'খুব ভাল ছিল মেয়েটা। আমার খাবার রান্না করে দিত...'

'বিয়ে করেছ তাকে?'

'না। পারলাম আর কই?'

'প্রেম নিবেদন করেছিলে?'

'পারিনি। তার আগেই...' চুপ হয়ে গেল মেকসিকান।

'বিয়ে হয়ে গেল?'

'মরে গেল।'

আহাজারি করে উঠল জোহানের অন্তরাত্মা। বিষাদের ছায়া ঘনাল চোখে। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'আমি... আমি দুঃখিত, সেনিয়োর।'

'নিজের ইচ্ছায় মরেনি ও...' জোহানের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি আলভারো।

বুঝল জোহান। 'এই একটা জায়গায় আমরা সবাই-ই তো ঈশ্বরের দাস... তাঁর ইচ্ছায় দুনিয়াতে আসি, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই চলে যেতে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটা তো মানুষের হাতে নেই, সেনিয়োর

'আমি বিশ্বাস করি না ঈশ্বর ওর মৃত্যু চেয়েছিল...' আলভারোর গলা ভারী হয়ে উঠল।

'তুমি বললে...

'মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।'

একটা বাদুড় উড়ে গেল ডানায় ঝটপট শব্দ তুলে।

পেটের ভেতরে শূন্যতা অনুভব করল জোহান। এই বৃদ্ধের জীবনের এক দুর্বিষহ সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে ঘটনাচক্রে। হৃদয়ের মস্ত একটা ক্ষত উন্মোচন করে দেখাচ্ছে তাকে মেকসিকান।

বইঘর.কম

কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল জোহান, 'কী হয়েছিল, সেনিয়োর?'

তারাজ্বলা আকাশের দিকে চেয়ে আছে আলভারো। যেন চোখের সামনে ফুটে উঠেছে তার অতীত। সুদীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'শয়তানের নজর পড়েছিল মেয়েটার উপরে। রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেল ওকে পাঁচ গুণ্ডা। কুত্তার বাচ্চারা ওকে... ওকে...' চোখ বন্ধ করে ফেলল বুড়ো। যা ঘটেছিল, সহ্য করতে পারছে না যেন।

আলভারোর গায়ে সান্ত্বনার হাত রাখল জোহান।

ধাতস্থ হতে সময় নিল না মেকসিকান। দৃষ্টি যখন মেলল, অশ্রু চিকচিক করছে তখন চোখের কোণে। জোহানের দিকে তাকিয়ে নালিশের সুরে বলল, 'ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে ওকে হারামজাদারা!'

ডান হাতটা মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেছে আপনা-আপনি। কঠোরতার ছাপ জোহানের চোয়ালে। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস ফেলল। ক্রোধ সামলাবার চেষ্টা করছে। 'তুমি ওদের ছেড়ে দাওনি, সেনিয়োর। দিয়েছ?'

'না। দিইনি,' বিকারহীন চেহারায় বলল আলভারো, 'ধরে ধরে জবাই করেছি সব ক'টাকে।'

'হ্যাঁ, এটাই ঠিক, সেনিয়োর,' অনুমোদন দিল জোহান। 'তার আত্মা নিশ্চয় শান্তি পেয়েছে।'

নীরবতা পালন করল ওরা। দীর্ঘ নীরবতা।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল জোহান, 'কী নাম ছিল তার?'

' "দীঘল সবুজ ঘাস",' বলতে বলতে ভালবাসার ছায়া পড়ল

আলভারোর চেহারাতে। 'নামটা সুন্দর না?'

'দারুণ, সেনিয়োর।'

'এত ভাল একটা মেয়ে ছিল ও... ওই নরকের কীটগুলোকে যদি শাস্তি দিতে না পারতাম, তা হলে নিজেকেই নিকেশ করে দিতাম আমি। আমার প্রেতাত্মা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে আসত কুকুরগুলোর শিরা-উপশিরা!'

'পালালে তারপর?' আন্দাজে ঢিল মারে জোহান।

'হ্যাঁ। সভ্যতা আমাকে তাড়া করছিল। কারও সান্নিধ্য ভাল লাগত না। জনারণ্যেও একা বোধ হত নিজেকে। একদিন তাই কাউকে কিছু না বলে হারিয়ে গেলাম।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল আলভারো। জোর করে হেসে ঝেঁটিয়ে দিল যেন বিধুর স্মৃতিকণা। 'রাত জাগতে হবে। প্রথম পালায় কে পাহারা দেবে– তুমি, না আমি?'

'আমিই জাগছি। তুমি ঘুমাও, সেনিয়োর।'

'তথাস্তু, অ্যামিগো।' খোদ সম্রাটের মত বলল আলভারো।

'শুভরাত্রি।'

'বুয়েনোস নচেস।'

নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেকে সঁপে দিল মেকসিকান।

এক ঘণ্টা গেল। দুই ঘণ্টা। আকাশের অবসন্ন চাঁদটা একপাশে সরে গিয়ে ঝিমাতে লাগল।

নিজের জিনের গায়ে হেলান দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে জোহান। নির্দিষ্ট বিরতিতে উঠে আশপাশে টহল দিচ্ছে।

ঝিঁঝির কোরাস ভরে রেখেছে রাত। কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা রীতিমত। ডাকতে ডাকতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে পোকাগুলো

বইঘর.কম

একসাথে। আশ্চর্য একটা নৈঃশব্দ বিরাজ করছে তখন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আবার তান ধরছে সবাই মিলে।

নরম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে ঘোড়াগুলো। খচ্চর দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। রাতচরা পাখির হঠাৎ চিৎকারে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে রাত্রির অদৃশ্য প্রাচীর।

রোমকূপে শিরশিরানি তুলে বয়ে যাচ্ছে যাযাবর বাতাস। যেখানেই বাধা পাচ্ছে, বিচিত্র শব্দ করছে। কখনও বা থেমে যাচ্ছে হঠাৎ করেই।

মাঝে মধ্যে ইঁদুর বা খরগোশের পায়ের ঠেলায় পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে গড়িয়ে নামছে ছোট পাথর। চাপা টুকুর-টাকুর শব্দ তুলছে। আর অবিরাম জল-কোলাহল তো রয়েছেই।

আনমনে মাথা দোলায় জোহান। শান্ত, সুন্দর একটা রাত। ঠিক যেমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই শান্তির বিপরীতে কয়েকটি প্রাণীর হৃদয়ে কী অশান্ত ঝড় বইছে, কেউ কি কল্পনা করতে পারবে?

চব্বিশ

পায়ে গলাবার আগে বুটের গোড়ালির দিকটা সাবধানে মাটিতে ঠুকল জোহান। কাঁকড়াবিছা বা ট্যারানটুলা মাকড়সার কামড় খাবার শখ নেই তার। এই বদখত চেহারার বিষাক্ত প্রাণী দুটো প্রায়শই জুতোর ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। বুটজুতোর অন্ধকারকে মনে করে নিরাপদ আবাস। এতে করে যে জুতোর মালিকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, সেটা বুঝবার মত ঘিলু নেই ঘটে।

শেষ রাত।

উজ্জ্বলতা কমে গেছে নক্ষত্রগুলোর। দূরবর্তী হারবার-লাইটের মত ঘোলা দেখাচ্ছে তাদের আলো।

ভোরের বার্তা নিয়ে বইছে ঝিরঝিরে বাতাস। ফারের বন ছুঁয়ে আসছে। তাজা করে দিচ্ছে শরীর-মন।

সবাই উঠে পড়েছে। ঝেড়েঝুড়ে বিছানা গোটানো শেষ।

কফির পানি চড়ানো হয়েছে কেটলিতে। বগবগ শব্দ করে ফুটছে।

খাবার পরে আর একটা মিনিটও দেরি করতে চাইল না আলভারো।

এবারে সে যে পথটা বেছে নিয়েছে, সেটা একটা অব্যবহৃত ট্রেইল। না আছে ওয়্যাগনের চাকার দাগ, না দেবে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মাটি। দুই পাশ থেকে চেপে এসেছে কনিফারের ঝোপ। প্রায় জঙ্গল হয়ে রয়েছে। পাতার ঘষা লাগছে পায়ে, স্টিরাপে। দুয়েকটা বেয়াড়া ডাল কাঁধে বাড়ি মারছে।

বিতিকিচ্ছি অবস্থা।

বিরক্তিকর।

আঁকাবাঁকা, তমসাবৃত প্যাসেজে বেশিদূর দৃষ্টি এগোয় না। ঘোড়ার কানের ওপরে নির্ভর করতে হচ্ছে তাদের। সতর্ক থাকতে হচ্ছে পুরো মাত্রায়। আবছা আঁধারে দৃষ্টিহীনের মত এগিয়ে চলা আর অশ্বখুরের ঠক-ঠক আওয়াজ– সবটা মিলে যেন অভিনব এক মানসিক পীড়ন। ভোররাতের নিস্পাপ বাতাসটা উপশমের কাজ করছে বলে রক্ষা। তা না হলে ওরা বোধ হয় সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যেত।

জানোয়ারগুলোও উষ্মা প্রকাশ করছে।

তবে একটা সময় দৃশ্যপট বদলে গেল।

একটা বাড়ি। কাদামাটি দিয়ে গড়া। পাণ্ডববর্জিত একটা জায়গার জন্যে বেখাপ্পা নিদর্শনই বলতে হবে।

নিচু ছাতঅলা বাড়িটা ধসে আছে। গোটাটাই।

একটা পোল-করাল। জীবনের চিহ্ন নেই। না, ভুল হলো। পোকামাকড়ের ঘরবসতি।

ছানার পানির মত আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে।

বিস্তীর্ণ জনশূন্য প্রান্তর পড়ে রয়েছে ওদের সামনে।

পঁচিশ

জমিতে অজস্র ভাংচুর। প্রভাতী সূর্য লম্বা ছায়া সৃষ্টি করেছে তার ওপরে।

পুরানো দুশ্চিন্তার সাথে নতুন দুর্ভাবনা বয়ে নিয়ে চলেছে জোহান। ক্ষণে ক্ষণে পেছনে তাকাচ্ছে। মেকসিকানের বক্তব্যের স্বপক্ষে যায়, এমন কিছু খুঁজে ফিরছে তার চোখ।

সেরকম কিছুই অবশ্য চোখে পড়ল না। পড়বার কথাও নয়। বন্ধুর পথে এক শ' গজের বেশি দৃষ্টি চলে না।

জোহানের মন বিক্ষিপ্ত। আলভারো কি সত্যি কিছু দেখেছে? নাকি এটা তার ইনস্টিঙ্কট? সহজাত প্রবৃত্তি। যে ক্ষমতার বলে অনেক কিছু আঁচ করে ফেলা যায়। কারও-কারও থাকে বটে এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। জীবনে যাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর।

সকাল গড়াল।

মাঝদুপুরেও অব্যাহত রইল যাত্রা। সবিরাম।

এই একঘেয়েমির মধ্যে একটা ঘটনা বিনোদনের খোরাক জোগাল।

দেখা গেল, এক ট্যারানটুলা আর নীল বোলতার মাঝে হাঙ্গামা বেধে গেছে পথের ওপরে। শেষ পর্যন্ত হুল ফুটিয়ে

মাকড়সাকে অজ্ঞান করে ফেলল বোলতা। একটা খোঁদলের কাছে টেনে নিয়ে গেল শত্রুকে। ডিম পাড়ল তার গায়ে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো যখন বেরোবে, ওই আটপেয়ে বেচারাকে খেয়েই বড় হবে তারা। জন্মের আগেই ছানাপোনাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিল মা।

বিকেলের সমাপ্তিতে দৃষ্টিপথ থেকে সব রশ্মি উঠিয়ে নিল সূর্য। পাহাড়ের আঁচলে মুখ লুকাল।

আলভারো বলল, 'শুধু খাবার বিরতি। আজ রাতে ঘুমানো চলবে না।'

মুখের ওপর থেকে একগাছি চুল সরাল এলেনা। ক্যালিকো ড্রেসের হাতায় কপালের স্বেদ মুছল। চোখে অনীহা। তবে কোনও প্রশ্ন করল না। চেহারায় দৃঢ়তা ধরে রাখতে সচেষ্ট।

অভিনয়টা বুঝতে পারল জোহান। অস্বস্তি লাগল। কিন্তু কী করবে? আলভারোর সিদ্ধান্তের পিঠে কিছু বলতে বাধছে।

বিশ্রান্তি ওদের দরকার। বিশেষ করে, মেয়েদের। সে নিজেই যেখানে অসম্ভব পরিশ্রান্ত, সেখানে ওদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ওর মায়ের ধাত জানা আছে জোহানের। মুখ বুজে সইবে, তবু টুঁ-শব্দটি করবে না। কিন্তু কষ্ট যে হচ্ছে, এটা বুঝতে মন পড়বার বিদ্যা জানা লাগে না।

বুড়ো মেক্সের জীবনীশক্তি অবাক করবার মত। কোথায় জানি শুনেছে, রুশ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে, ককেসাস পর্বতের উপজাতীয় লোকেরা এক শ' বছর বয়সেও বেশ শক্তপোক্ত থাকে। ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করে।

আলভারো বলল, কেন সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

জোহান ছাড়া বাকি সবাই জানল, এই স্বর্ণযাত্রায় তারা একা নয়। জেনে দুশ্চিন্তান্বিত হলো।

এটাও বলল মেকসিকান, পশ্চাদ্ধাবনকারীরা হয়তো জানে না, তাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে।

খোশমেজাজি ফুলার ভাবনাক্লিষ্ট মুখে দাড়ি ঘষতে লাগল।

পেছনে, রিজের মাথায় নড়াচড়ার আভাস পেয়েছিল সে একবার। সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল তার মন। কী নড়ছিল, তা বলতে পারবে না। বহুদূরে ছিল সেটা।

ঘোড়া হতে পারে।

অথবা মানুষ।

আবার প্রাকৃতিক কোনও কারণেও হতে পারে।

হলফ করে বলা সম্ভব নয়।

চলবার ফাঁকে নিরীক্ষা করেছে চূড়াটা স্যাম ফুলার। তেমন কিছু দেখা যায়নি। তবে যদ্দূর গেছে, তা-ই যথেষ্ট।

ও দেখল, কোনও রকম জানান না দিয়ে আচমকা উড়ে চলে গেল একটা পাখি।

কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে ওটা।

আর 'কিছু একটা' মানে, অনেক কিছুই হতে পারে।

হয়তো সাপ।

সাগুয়্যারো ক্যাকটাসের দুটো ডালের ভাঁজে বাসা বানায় পাখি। ব্ল্যাক রেসার সাপ কদাচিৎ হানা দেয় তাদের সুখের নীড়ে।

হয়তো পেঁচা।

প্রেমিক পাখি গিল্ডেড ফ্লিকারদের ভালবাসার বাসস্থান থেকে

বইঘর.কম

উৎখাত করে ভাবুক চেহারার এই নিশাচর। একবারও ভাবতে চায় না, বাড়িঅলার কী পরিণতি হবে।

হয়তো বেজি।

নয়তো...

খারাপটার জন্যে রেডি থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সন্দেহের কথাটা এই বেলা জানিয়ে রাখা দরকার মনে করল স্যাম ফুলার।

শুনে সবার ভারাক্রান্ত মুখ আরও একটু থমথমে হয়ে উঠল।

আলভারো খোলসা করল, সে কী করে টের পেল। কাচ বা ধাতব কিছুতে প্রতিফলিত রোদ দেখে। নির্ঘাত বিনকিউলার।

নিজেকে লাথি মারতে মন চাইছে জোহানের। তারটা কেন সে আনল না!

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এখন আফসোস করে কী হবে?

ফালি করে কাটা বেকন ভাজার সুবাস ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

পেটের ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। বেকন সহযোগে টরটিয়া দিয়ে ওরা উদরপূর্তি করল।

পটপট শব্দ করে পুড়ছে পাইনের ডাল। ফুলকি উড়ছে। বাতাসে ঝাঁজাল গন্ধ।

আগুন নেভাতে যাচ্ছে, জোহানকে মেকসিকান বারণ করল। লাকড়ি যোগ করতে বলল আরও।

তার অভিপ্রায় জলবৎ তরলং। 'ওদেরকে ফাঁকি দেব। আগুন দেখে অনুসরণ করবার কথা ভাববে না লোকগুলো। চামে বহুদূর চলে যাব আমরা।'

ছাব্বিশ

আগের রাতে যেখানে আগুন জ্বলতে দেখেছিল, লোকগুলো সেখানে পৌঁছে গেছে।

এখন অবশ্য আগুন জ্বলছে না। রাতেরই কোনও একসময় নিভে গেছে।

আশপাশে কয়েকবার চক্কর দিল ঘোড়াগুলো। ফিরে এল আবার ছাইয়ের স্তূপের কাছে।

'ঘটনা কিছু বুঝতে পারছ, মারিয়াচি?' যেন ষড়যন্ত্র করছে, এমন ভঙ্গিতে বলল ম্যানুয়েল আরবো। তার অবশ্য দরকার ছিল না।

হাতির শুঁড়ের মত বাঁকানো মোছ আর ত্রিভুজাকৃতির শ্মশ্রু নড়ে উঠল। 'পরিষ্কার।'

'ধোঁকা দিয়েছে!' ম্যানুয়েল আরবোর চাপা স্বরে ক্ষোভ ফুটল।

হোঁতকা এক লোক বলে উঠল, 'চলো, মারিয়াচি। এখান থেকে চলে যাই।'

লোকটার মেদবহুল গলার ঝুলন্ত মাংসে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। পেটটা কোমরবন্ধের ওপর দিয়ে সামনের দিকে বের

হয়ে এসেছে হাত খানেক। নীল শার্টটা গ্যালিসের বন্ধনে বাঁধা।

দরদর করে অবিরল ধারায় ঘামছে সে। মুখটা লাল হয়ে আছে। বগলের কাছে বিশ্রী হলদেটে দাগ পড়েছে ঘামের।

মারিয়াচি তার দিকে এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকাল যে, কথাটা বলবার জন্যে পস্তাতে শুরু করল আলবার্তো স্যান জুয়ান। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে তড়িঘড়ি করে তাকাল জিল ট্যাটামের দিকে।

'সেনিয়োর ট্যাটাম,' হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করল মোটু। সামনের দিকে চাঁদি খালি হতে শুরু করেছে তার। 'এই অঞ্চলের বিপদ-আপদ সম্বন্ধে একটু বলবে?'

মারিয়াচির দিকে তাকাল জিল ট্যাটাম কর্ডুরয় জ্যাকেট আর সুতী ট্রাউজার পরা স্প্যানিয়ার্ডের ঘোড়াটা প্যালোমিনো জাতের। সোনালী গায়ের রং। ধূলিমলিন হলেও ওটার কাছে ওর মেয়ারটাকে একদম ফকিরা লাগছে।

সুটের ভেতরে হাত ঢোকাল ট্যাটাম। ভেস্টের পকেট থেকে সিগার বের করল। নখের ওপরে ঠুকে ঠোঁটে তুলল সেটা।

"শত্রুর শত্রু বন্ধু" – বহুল প্রচলিত এই সূত্রের কারণে মারিয়াচির সাথে গাঁটছড়া বাঁধেনি সে। সাক্ষাতেই বুঝেছে, তারা দু'জন এক ছাঁচের মানুষ নয়। অনভিপ্রেত ঢেঁকিটা গিলতে হয়েছে মাইকেল ডগলাসের উপরোধে।

গভর্নরের পুরানো বন্ধু এই স্প্যানিশ তরুণ। তাকে সব রকমের সহায়তা করবার নির্দেশ দিয়েছে ডগলাস। এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা নেই তার। করতে সে চায়ও না। লোকটাকে হাতে রাখতে পারলে নিকট-ভবিষ্যতে পলিটিশিয়ান হওয়া তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। মন্দের ভাল এ-ই, অন্য

আরও হিসেব রয়েছে তার।

লাতিন যুবক কি সোনার ব্যাপারটা জানে? মনে হয় না। সে-ও মিলফোর্ডের পিছু নিয়েছে, এটা জেনেই সন্তুষ্ট।

ওই পাওনা টাকা কিছুই নয় সোনার কাছে।

জেরার্ড মিলফোর্ড সম্পর্কে যেসব কানাঘুষো শোনা যায়, সোনার সন্ধান পাওয়া তার মধ্যে একটা। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, সে এই "গল্প" বিশ্বাস করে। আর সেই বিশ্বাসে লক্ষ্যস্থির করেই না মিলফোর্ড ফ্যামিলির পশ্চাদ্ধাবন করছে সে। যদ্দূর বুঝেছে, সোনাই এখন মিলফোর্ড পরিবারের তুরুপের শেষ তাস।

মিসেস মিলফোর্ডকে ডেডলাইন দেবার পর সবার একসাথে শহরে না ফেরাটা একটা ভাল কাজ হয়েছে। সে আর চিন শহরের ট্রেইল ধরেছে। ক্রিস আর শর্টি উঠে গেছে অধিত্যকায়। রানশের ওপরে নজর রাখবার জন্যে। মিলফোর্ডের গুষ্টি পগার পার হতে পারে, এই অনুমান মিথ্যে হয়নি তার।

মনে মনে চালিয়াতি হাসি হাসল চতুর ট্যাটাম। সেরের ওপরে সোয়া সের থাকে। ওরা বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি।

জোহান মিলফোর্ডকে রানশে দেখেই শহরের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছে শর্টি। তাকে নিয়ে রওনা হতে যাবে, এমন সময় ঘাড়ে এসে চাপল মারিয়াচি। গভর্নরের মেসেজ নিয়ে এসেছে সে।

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা গিলটি করা ঘড়ি বের করে সময় দেখল জিল ট্যাটাম। ইচ্ছে করেই সময়ক্ষেপণ করছে। ঘড়িটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে কষে টান দিল চুরুটে। ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ। 'বিপদ তেমন কিছু নয়... বুনো জানোয়ার-টানোয়ার

বইঘর.কম

আছে... র‍্যাটলার...'

'অ্যাপাচি?' নিশ্চিন্ত হতে চাইল আলবার্তো। হাতের নোংরা রুমালটা মুখে ও ঘাড়ে বোলাল।

'নাহ, এদিকে রেইড করে না ওরা।'

আলবার্তো হাঁপ ছাড়ল। রেডস্কিনদের তার বেজায় ভয়।

'তবে অন্য সমস্যা আছে...'

স্থির চাউনি তুলে তাকাল মারিয়াচি। সমস্যা যেটাই হোক, পরোয়া করে না সে।

আলবার্তোর ঘন কালো ভুরু জোড়া কুঞ্চিত হয়ে আছে। 'কী সমস্যা?'

'ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ধরতে পারব কি না...'

'এটা কোনও সমস্যাই নয়,' থেমে থেমে, কিন্তু প্রতিটা শব্দ জোর দিয়ে বলল মারিয়াচি। 'কী বলো, ম্যানুয়েল?'

হ্যাট ছুঁয়ে আশ্বাস দিল ওস্তাদ ট্র্যাকার। নিজের সক্ষমতার ওপরে আস্থা রয়েছে তার।

কিন্তু আরও এক ডিগ্রি বাড়ল আলবার্তোর হতাশা। কোথায় সে ছিল, আর কোথায় এসে পড়েছে! সাগরতীরের মানুষ সে। এখানে সমুদ্রের নোনা বাতাস নেই। ডকইয়ার্ডের কলরব নেই। মাছের আঁষটে গন্ধ নেই। নেই সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ততা কিংবা হাসি-আনন্দে মুখর পরিবেশ। আছে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। আর অন্তবিহীন অনিশ্চয়তা।

এই ক্লান্তিকর যাত্রার যেন আর শেষ নেই।

তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে সে। এখানকার ধুলোবালি আর ভয়াবহ উত্তাপ তার সহ্য হচ্ছে না। মধ্যদুপুরের তাপতরঙ্গকে মনে

হয় যেন শয়তানের নাচ। এর চাইতে সাগরতীরের ধোঁয়াশা মাখা মেঘলা দিনগুলো অনেক ভাল ছিল।

ভাল খাওয়া পেটে পড়েনি কয়েকদিন। আজেবাজে জিনিস দিয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। শোওয়া-ঘুমাবারও কোনও ঠিক নেই। অজায়গা-কুজায়গায় রাত কাটাতে হচ্ছে খোলা আকাশের তলায়।

গ্রিঙ্গোগুলোকেও তার একটুও পছন্দ হয়নি। ইতর স্বভাবের। অহঙ্কারী। কথায়-কথায় হামবড়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। খালি অন্যের চাইতে নিজেদের শ্রেয়তর প্রমাণের চেষ্টা। তিক্ত লাগছে তার এদের সংসর্গ।

নিদারুণ বিষণ্নতা কুরে কুরে খাচ্ছে আলবার্তোকে। সর্বক্ষণ। নিঃসঙ্গত্ব যেন দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি করে ঘিরে রেখেছে তাকে।

ওপর দিকে চাইল সে।

গত দুইদিন লাগাতার রোদ বর্ষণ করে আজকের দিনটা নেতিয়ে পড়েছে যেন। ঈশান কোণ থেকে এসে জড়ো হয়েছে ধূসর মেঘের মিছিল। নিচু হতে হতে ছুঁয়ে ফেলেছে পর্বতশৃঙ্গ। রোদ আসবার সব ফাঁকফোকর বন্ধ। মেঘের ছায়া গোটা গিরিবর্ত্মকে মুড়ে রেখেছে কাফনের কাপড়ের মত। আধিভৌতিক একটা আবহ গিরিসঙ্কট জুড়ে। কে জানে, এটা আশীর্বাদ, না অভিশাপের ইশারা?

'ভ্যামোস!' কোনও কারণ ছাড়াই বিস্ফোরিত হলো মারিয়াচি।

লাইন ধরে চলতে শুরু করল ওরা। ম্যানুয়েল আরবো দলনেতা। আগে রয়েছে।

তার পেছনে মারিয়াচি।

মারিয়াচির পেছনে জিল ট্যাটাম।

বইঘর.কম

এরপর চিন মুয়েলার।

তারপর আলবার্তো।

টাকার।

শর্টি।

BOIGHAR

ক্রমান্বয়ে।

সামনের দুই পায়ের ওপরে থুতনি রেখে বসে ছিল জীবটা। নিঃসঙ্গ এক নেকড়ে। পাহাড়ের উঁচু একটা তাক থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরিখ করছিল লোকগুলোর কার্যকলাপ। সোজা হয়ে দাঁড়াল। চেয়ে থাকল দলটার গমনপথের দিকে।

সাতাশ

মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে জোহানদের দলটা এসে হাজির হলো একটা অগভীর ক্রিকের কাছে।

জায়গাটা লালচে ধুলোয় আবৃত। লাল জমিন কদাচ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে পিঙ্গল ঘাসকে। এই ক্যাঁটক্যাঁটে রঙের মাঝে মনোরম নীল এই খাঁড়ি বছরের অধিকাংশ সময় শুকনোই থাকে।

এই মুহূর্তে অবশ্য পানির রং নীল নয়, ধূসর। একটা নীল বক এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিকের মাঝখানটাতে। অসতর্ক কোনও ব্যাং কিংবা মাছের আশায়।

এক জায়গায় জঙ্গলমত। গাছের পাতারা কানাকানি করছে।

সাঁৎ করে কী জানি সরে গেল গাছের আড়ালে। বিগহর্নই হবে।

বাম দিকের মেসাটার ওপরে দৃষ্টি ফেলল জোহান।

টেবলল্যাণ্ডের ঢালু অংশে স্প্রুস আর জুনিপারের জটলা। ন্যাংটো শাখাগুলো রাইফেলের ব্যারেলের মত ছাইরঙা আকাশ আর অনাবৃত ক্লিফের দিকে তাক করা। ঢাল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে বার্চের বিশৃঙ্খল সমাবেশ। একটা পায়ে চলা পথ– জন্তু-জানোয়ারেরই হবে– বার্চ বনের ভেতরে ঢুকে

গেছে।

কত ওপরে রয়েছে তারা মাটি থেকে? তিন হাজার ফুট? চার হাজার?

নীরবতার নেকাব দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে যেন জায়গাটা। একটা পাখিও ডাকছে না। কেবল আপন মনে– বোধ হয় আকাশজোড়া মেঘের সাথে কথা বলছে ক্রিকের পানি। নীরবতার মাঝেও সেটাকে আলাদা কোনও শব্দ বলে মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ এটাও যেন নীরবতারই অংশ।

জলাশয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত-মুখ ধুচ্ছে রোজমেরি মিলফোর্ড।

ভিজে একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুখ মুছছে এলেনা।

হাঁটু-পানিতে নেমে গেছে চতুষ্পদগুলো। নাক ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে।

ওদের সাথে ভিড়ে গেল জোহান। ধুলোর আস্তর জমেছে শরীর এবং কাপড়ে। ঝাড়া দিয়ে জামাকাপড় যতটা সম্ভব, পরিষ্কার করে নিল।

'সেনিয়োর মিলফোর্ড,' ন্যাকড়াটা পানিতে ভেজাতে ভেজাতে শুধাল এলেনা, 'এটাই কি সেই জায়গা?'

'না মনে হয়।' দুই হাত পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করছে জোহান। 'তবে আর বেশি দূরে নেই বলেই ধারণা।' চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিল সে।

'সেনিয়োর আলভারোকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।' কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চোখ বোলাল মিসেস মিলফোর্ড। 'কোথায় সে?'

পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না জোহান। না আলভারো। না স্যাম ফুলার।

ঘোড়া রেখে লাপাত্তা হয়ে গেছে দুই বুড়ো।

ডান হাতটা কপালের ওপরে রেখে চিবুক পর্যন্ত নামিয়ে আনল জোহান। মুখের ওপর থেকে পানির কণাগুলো সরিয়ে ঝাড়া দিল হাত। সোজা হলো। হাতটা বাড়িয়ে দিল মায়ের দিকে।

ছেলের হাত ধরল রোজমেরি।

তাকে সিধে হতে সাহায্য করল জোহান।

কিন্তু মায়ের সামনে মিস মনটেরোর হাত ধরতে বাধো-বাধো ঠেকল তার।

বুঝতে পেরে মুচকি হাসল মেরি।

এলেনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাবে আর কোথায়! আশপাশে কোথাও আছে।'

বিধ্বস্ত লাগছে তাকে। যাত্রাপথের ধকলের ছাপ পড়েছে চেহারাতে। চুলে জট। কুটো লেগে আছে।

'এ জায়গাটার কোনও নাম আছে, জো?' উৎসুক গলায় জানতে চাইল মিসেস মিলফোর্ড।

এক কাঁধ উঁচিয়ে শ্রাগ করল জোহান। 'সেনিয়োর আলভারো জানতে পারে। তবে যদ্দূর জানি, মা, এসব জায়গা ম্যাপে দেখানো হয়নি। নাম যদি থেকেই থাকে, সেটা সেনিয়োর আলভারোর নিজের দেয়া নাম খুব সম্ভব। যেমন, এই ক্রিকটা... এটার নাম সে হয়তো দিয়েছে– "নীল সরোবর"।'

' "সোনালী ঝরনা"র মতন?' এলেনার বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন।

'এগজ্যাক্টলি।'

বইঘর.কম

মিসেস মিলফোর্ডের মন্তব্য, 'ও একটা ম্যাপ বানিয়ে নিলেই পারত।'

'সেটা মনে হয় চায় না সে।'

'কেন? গোপন রাখবার স্বার্থে?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে, মা। এই জায়গা চিনত বাবা। সে এখন নেই। সেনিয়োর আলভারো চেনে। সে ছাড়া আর কেউ হয়তো জানে না এই এলাকার হদিস। সে মারা গেলে সব শেষ। অনেক বছর পরে আবার হয়তো কেউ আসবে এখানে। তার তো সেনিয়োর আলভারোর দেয়া নাম জানা নেই। সে একটা নতুন নাম দিল। ম্যাপও বানাতে পারে। তখন হয়তো সেই নামটাই স্থায়ী হবে। সেনিয়োর আলভারোর রাখা নাম হারিয়ে যাবে।'

কেন জানি অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে গেল মেরির এ কথা শুনে। মানুষের জীবনটা আসলে কী!

একটা বাঁকের ওপাশ থেকে আত্মপ্রকাশ করল স্যাম ফুলার। মুহূর্ত পরে মেকসিকান। হারানো রতন খুঁজে পাবার হাসি তার মুখে। কাছে এসে বলল, 'তোমাদের একটা জিনিস দেখাই।'

পাহাড়ের দেয়ালে সৃষ্ট একটা আচ্ছাদনের তলায় নিয়ে এল ওদের আলভারো।

করোটির মত দেখতে দশাসই একটা পাথর ছাউনির সমান্তরাল প্রাচীরে হেলান দিয়ে আছে। সেটার ওপরে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা একটা ছবি। উড়ন্ত অবস্থা থেকে মাটিতে এসে বসছে একটা ঈগল। দুই পাখা দুইদিকে ছড়ানো। নিপুণ শিল্পীর কাজ।

মেকসিকান হাসছে। 'কার আঁকা, বলো তো!'

'ইনডিয়ান?' আলভারোকেই প্রশ্ন করল এলেনা।

মাথা ডান-বাঁ করল বুড়ো। 'জেরির।'

ছ্যাঁত করে উঠল রোজমেরির বুক। অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। মহিলার বাম হাতটা খুঁজে নিল ছেলের হাত।

হাতে চাপ অনুভব করল জোহান।

'মনে হচ্ছে, গতকাল এঁকেছে কেউ!' প্রায় না ফোটা স্বরে বলল এলেনা।

আসলেও তা-ই। বৃষ্টি আর রোদের মুখ দেখেনি বলে তেমনই রয়ে গেছে ঈগলটা। অতন্দ্র প্রহরী যেন।

পাখিটার গায়ে হাত রাখল মেরি। বোলাতে লাগল। যেন আদর করছে। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'জেরি! জেরি!'

মহাকালের গহন হৃদয় মন্থন করে উঠে এল দীর্ঘশ্বাস– বয়ে গেল বিবাগী বাতাস।

বইঘর.কম

আটাশ

লম্বা একটা গাছের ডাল দিয়ে ধুলোর গায়ে আঁকিবুঁকি কাটছে আলভারো। মুখ তুলে বলল, 'রওনা হওয়া দরকার।'

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছন দিকটা ঝাড়তে লাগল জোহান।

'বসো একটু,' বলল মেকসিকান, 'কথা আছে।'

বলবার আগে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল সে। 'এরপর জঙ্গলে ঢুকব আমরা।'

বনটার দিকে না তাকিয়ে পারল না এলেনা। ওখানে কি কোনও আপদ-বিপদ অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে? না হলে এটা বলবার জন্যে বসতে বলল কেন আলভারো? নাকি অন্য কোনও ব্যাপার?

আরও কিছু শুনবার আশায় মেকসিকানের মুখের দিকে চাইল সে।

'তুমি যাচ্ছ না, ইয়াং ম্যান।' হাতের ডালটা জোহানের দিকে উঁচিয়ে ধরল আলভারো।

সোজা হয়ে গেল জোহানের মেরুদণ্ড। 'জী?'

'আর তুমি।' ডালটা দিয়ে এবার এলেনাকে দেখাল মেকসিকান। 'তোমরা দু'জন এখানেই থাকছ।'

'কেন, সেনিয়োর?' আলভারোর কথার মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছে না জোহান।

'দুটো কারণ আছে, বৎস।'

'কারণগুলো বলবে?'

মাথা ঝাঁকাল মেকসিকান। 'আমি চাই না যে, আসল জায়গা পর্যন্ত লোকগুলো আমাদের পিছু নিক। কিছুটা সময় যদিও নষ্ট করিয়ে দিয়েছি আমরা ওদের, কিন্তু মনে হচ্ছে না যে, এতে কোনও লাভ হবে। দক্ষ ট্র্যাকার ছাড়া এরকম একটা অভিযানে বেরোয় না কেউ। বুঝতে পারছ, কী বলছি?'

'কিন্তু আমরা থেকেই বা কী করব, সেনিয়োর?' প্রশ্ন করল এলেনা।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল আলভারো। 'ওদের মোকাবিলা করবে। তোমার কথা বলছি না। তবুও তোমাকে থাকতে হবে। কারণটা তোমার বুঝবার কথা।'

'মারিয়াচি?'

'মারিয়াচি। সে তোমার জন্য পৃথিবীর শেষ কিনারা পর্যন্ত যাবে। এই ঝুঁকি নিতে পারি না আমি।'

এলেনার মুখটা নত হয়ে এল।

'মিসেস মিলফোর্ড যাবে আমার সাথে,' জোহানের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল আলভারো। স্যাম ফুলারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও যাবে।'

'আমি না হয় থাকি,' স্যাম ফুলার প্রস্তাব করল। 'একা ও কয়জনকে সামলাবে?'

'তোমাকে সাথে নেবার কারণ আছে, দোস্ত।' দাঁত বের করে

বইঘর.কম

হাসল মেকাসকান। 'খোঁড়াখুঁড়ি করা লাগতে পারে। আমি পারব না। শরীরে কুলাবে না।'

'কিন্তু ওর যদি কিছু হয়!' ভীতি চাপা দিতে পারল না রোজমেরি। আলভারোর কথা শুনে ভয় ধরে গেছে তার।

'কিছু যাতে না হয়, সেই প্রার্থনা করো,' বলল আলভারো, 'দেখো, সেনিয়োরা, ওদের সাথে তোমাদের বোঝাপড়া করতেই হবে। না হয় একটু আগেই করলে। ফয়সালা হয়ে যাওয়া সব দিক থেকে ভাল না? তা ছাড়া মনে হয় না, সোনার হদিস না পাওয়াতক ওরা আমাদের অনিষ্ট করবে।'

অকাট্য যুক্তি। জোহানের মন তবু খুঁতখুঁত করছে। একসাথে থাকলেই বুঝি ভাল হত। তর্ক করতে পারত, কিন্তু আলভারো তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই হাঁটবে বুঝে কথা বাড়াল না। মিসেস মিলফোর্ডকে অভয় দিল, 'চিন্তা কোরো না, মা। আমার কিছু হবে না।'

'শুধু নিজেকে নয়, ওকেও দেখতে হবে তোর,' রোজমেরি যেন আদেশই করল ছেলেকে।

হতবিহ্বল দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল এলেনা। এই একটা কথায় গ্লানিবোধ দূর হয়ে গেল তার মন থেকে। নিজের মরা মায়ের কথা মনে পড়ল।

'দেখব, মা,' প্রত্যয় প্রকাশ পেল জোহানের কণ্ঠস্বরে।

এলেনার কাছে এই আশ্বাসটুকুর অনেক দাম। ব্যাখ্যাতীত একটা নিরাপত্তাবোধ জাগল ওর মনে।

জোহান আলভারোর দিকে তাকায়। 'কখন ফিরছ, সেনিয়োর?'

'আগামীকাল। সকাল অথবা দুপুর নাগাদ।'

আলভারোর নীল নকশা কারোরই মনঃপূত হয়নি। তবে তার বিচক্ষণতার ওপর দিয়ে সমালোচনা করবার মত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করল না কেউ।

'চলো, হে!' বলে উঠে দাঁড়াল মেকসিকান। 'যাওয়া যাক।'

ছেলেকে আলিঙ্গন করল রোজমেরি। তারপর এলেনাকে।

'সাবধানে থেকো!' সস্নেহ উদ্বেগ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে।

ওরা অন্তর্হিত হলো।

দুপুর ফুরাল। বিকেল হলো। ডুবন্ত রবির রক্তরাঙা আলোয় স্নাত হলো মালভূমি। গাঢ় হয়ে এল গোধূলির ছায়া। পাহাড়সারির ওপর থেকে জাফরানি আভা বিদায় নিল। ঘন হয়ে উঠল মধুর এক তমসা।

এমন পরিবেশে মনের মাঝে কেমন করে উঠবে না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। মাদার নেচার অতি বড় বাস্তববাদীকেও দার্শনিক বানিয়ে দেয়। জাগতিক সুখ-শান্তি, ইত্যাকার বিষয়গুলো তখন হাস্যকর, অনর্থক মনে হয়।

মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা না থাকলে নিসর্গের এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য তন্ময় হয়ে অবলোকন করত জোহান। ছেলেবেলা থেকেই সে আলো-আঁধারি আর নৈঃশব্দের পূজারি।

টুকটাক বাক্য বিনিময় ছাড়া মৌনতা বিরাজ করছে ওদের মাঝে। পরিবেশটা এমন, কথা বলতে অস্বস্তি লাগে।

একটু পর-পর বাঁকাচোরা বনের দিকে তাকাচ্ছে এলেনা। তার মনে হচ্ছে, কারা জানি ওত পেতে আছে অন্ধকারে। হামলে পড়ল বলে।

বইঘর.কম

আচম্বিতে জোহানের বাহু খামচে ধরল সে।

মিশমিশে অন্ধকারে দুটো আলোর বিন্দু। পাশাপাশি। টকটকে লাল। তামস ভেদ করে জ্বলে উঠল আরও দুটো। বেশ নীচের দিকে।

কোনও জানোয়ারের চোখ। পিটপিট করছে না। অপলক।

'ও কিছু নয়,' মেয়েটার স্পর্শ জোহানকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। 'খরগোশ। ওই দেখো... লাফাচ্ছে...'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বিন্দুগুলো।

ফের অন্ধকার। না। টিপটিপ জ্বলছে জোনাকির দীপ।

ঊনত্রিশ

জায়গাটা ভৌতিক।

না, রোজমেরি মিলফোর্ড ভয় পাচ্ছে না। তবে মন একটু কেমন-কেমন যে করছে না, তা নয়। অনেক পুরানো একটা বাড়িতে গেলে যেমন হয়, সেইরকম অনুভূতি হচ্ছে।

অঞ্চলটা নিঝুম। এতটাই যে, নিজের নিঃশ্বাস আর বুকের ধুকপুকানির শব্দ কানে বাজছে পরিষ্কার।

এই শব্দহীনতা ঠিক স্বাভাবিক নয়। স্নায়ুতে চাপ দেয়।

একটা পাখি, কাঠবিড়ালি কিংবা গিরগিটি চোখে পড়ছে না। চরাচর নিস্তব্ধ। সমাহিত।

বিরাট বড় একটা ওক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া তিনটে।

অনেক বয়স হয়েছে গাছটার। অনেক পুরানো। কালের সাক্ষী।

এরকম ওক জীবনে দেখেনি রোজমেরি। একেবারে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডালগুলোর এমন বিকৃত চেহারা, ভয় লাগে দেখলে। নেমে এসে মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে।

মস্ত এক খোঁড়ল গাছটার পেটের মধ্যে। মাটি থেকে সামান্য

বইঘর.কম

ওপরে। মেরির মনে হলো, নিতল গহ্বর। পেটে খিদে নিয়ে মুখ ব্যাদান করে আছে অন্ধতামিস্র। কাছে গেলেই গিলে ফেলবে।

এক ঝলক দমকা বাতাস শিরশিরে শিহরণ তুলে দিয়ে গেল সোনালী-সবুজ পাতাগুলোতে।

শিরশিরানি অনুভব করল মেরি তলপেটে।

ছোট-বড় এন্তার পাথর কাছে-দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, পাথরগুলো নৈসর্গিক নয়। মানুষের হাত পড়েছে তাতে। যেন অনেককাল আগে মানুষ বাস করত এখানে।

ধসে পড়া একটা দেয়াল দেখে ধারণাটা পাকাপোক্ত হলো মেরির। ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা! এক বিশাল জনমানবশূন্য পাথরের অরণ্যে!

আলভারোর দেখাদেখি ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। ম্যালা দিন পরে এখানে কারও পদচিহ্ন পড়ল।

কৌতূহল ভরে চারপাশটা দেখছে রোজমেরি। তা হলে এটাই সেই জায়গা? কারা থাকত এখানে? এখনও কি আছে?

'বাকিটা পথ আমরা হেঁটে যাব,' বলল মেকসিকান।

ঘাড় কাত করে সম্মতির ভঙ্গি করল মেরি।

'স্যাম বয়, যন্ত্রপাতি নামাও।'

তার কাজ হলে পরে মেকসিকান বলল, 'একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাদের সবাইকে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?' মনের প্রশ্নকে কথায় তর্জমা করল স্যাম ফুলার।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে এখানে আর আসবে না। পারো

তো, এই জায়গার হদিসই দেবে না কাউকে।'

'আমি শপথ করছি, আলভারো,' মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল ফুলার।

মিসেস মিলফোর্ডের চোখ দুটো জরিপ করল আলভারো। 'আরেকটা কথা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোনা নেবে না তোমরা। জেরিকেও একই শর্ত দিয়েছিলাম।'

'আমরা তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, সেনিয়োর,' গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কথাটা বলল মিসেস মিলফোর্ড।

'বেশ তা হলে, চলো। জুতা খুলতে হবে।'

চোখে প্রশ্ন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না রোজমেরি। গাছের শেকড়ে বসে পড়ল জুতো খুলবার জন্যে।

স্যাম ফুলারও নিচু হলো।

নিজের স্যাণ্ডেল জোড়া শেকড়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে রাখল মেকসিকান। মিসেস মিলফোর্ড উঠে দাঁড়াতে বলল, 'একটু কষ্ট হবে, সেনিয়োরা। দেখে-শুনে পা ফেলবে।'

গাঁইতি কাঁধে ফেলল ফুলার। আরেক হাতে তুলে নিল বেলচা।

আলভারোর পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল রোজমেরি। অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তার মগজের অভ্যন্তরে। হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করল, 'সেনিয়োর, জেরির সাথে কী করে চিন-পরিচয় হলো তোমার?'

হাঁটা না থামিয়েই ঘাড় ফেরাল আলভারো। 'তোমাকে বলেনি ও?'

বইঘর.কম

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছে, বেশি মানুষ তোমাকে চিনুক, এটা নাকি তুমি চাও না।'

খুকখুক করে হাসল আলভারো। 'ঠিকই বলেছে। লোকে জানলে বিরক্ত করবে, সেজন্য বলতে মানা করেছিলাম। আমার জীবনটা সাফসুতরো নয়, সেনিয়োরা। কালো দাগে ভরা।'

আলভারোর অতীত সম্পর্কে জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ জাগল মেরির। আশা করল, বলবে। কিন্তু বুড়ো আর সেদিকে গেল না। মিসেস মিলফোর্ডের করা প্রশ্নটার জবাব দিল, 'জেরি আমাকে খুঁজে বের করে। এক ইনডিয়ান ওল্ড ডাভ ওকে আমার কথা বলেছিল।'

'শকুনের ছায়া?'

'চেনো দেখছি। হ্যাঁ, ওই লোকই।'

'জেরির পরে কি আর কেউ এসেছে সোনার খোঁজে?'

'একজনও নয়, সেনিয়োরা... একজনও নয়।'

'কতটুকু নিশ্চিত তুমি, সেনিয়োর?'

'আমার হাত-পায়ে ক'টা আঙুল আছে, সে ব্যাপারে যতটুকু নিশ্চিত, ততটুকু।'

মেরি তারপরও সন্দিহান।

আলভারো আবার বলল, 'সেনিয়োরা, কেউ যদি সোনার তালাশ করতে আসে, আমাকে এড়াঁবার সুযোগ নেই তার। দুই কুড়ি বছর ধরে ওই কুটিরে বাস করছি আমি। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে সোনার ট্রেইলটা। ওই একটাই পথ। আর কোনও ভাবে এখানে আসবার রাস্তা নেই।'

'তা হলে,' অন্য একটা বিষয়ে চিন্তিত দেখাল মিসেস

মিলফোর্ডকে। 'বলছ, তোমাদের পরে আর কেউ এখানে আসেনি। এল না কেন, সেনিয়োর? সোনা আছে, জানে। তার পরেও আগ্রহী হলো না! পঙ্গপালের মতন এসে সাফ করে ফেলবার কথা!'

'আমার মনে হয়, বেশির ভাগ লোকে এটাকে গল্প হিসেবে নিয়েছে। মরীচিকার পিছনে ঘুরে মরতে চায়নি কেউ। বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ লাগে, সেনিয়োরা। তোমার স্বামী নিশ্চয় জনে জনে বলে বেড়ায়নি?'

'না, সেনিয়োর। অনেকেই ওকে জিজ্ঞেস করেছে। স্রেফ অস্বীকার করে গেছে জেরি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা।

কয়েকটা বিষয় ক্লিয়ার হয়েছে। কিন্তু এখনও মাথার ভেতরে পাখা ঝাপটাচ্ছে প্রশ্ন। মেরি আবার মুখ খুলল, 'সেনিয়োর...'

'বলো,' হাঁটবার ওপরেই বলল মেকসিকান।

'তুমি কি বলতে পারবে, এখানে সোনা এল কেমন করে?'

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আলভারো। মহিলার দিকে তাকাল। হতভম্ব দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'তুমি জানো না?'

বিভ্রান্তির দোলনায় দুলতে লাগল মেরি। 'কী জানি না, সেনিয়োর?'

'সোনা তো এখানে আসেনি, সেনিয়োরা। বরাবর ছিল।'

'জানি তো।' ঠোঁট মুড়ে হাসল রোজমেরি। 'সোনার খনি। আমি আসলে জানতে চাইছি, কী করে তৈরি হয় সোনা। জানো তুমি?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল মেক্স। হতাশায় মাথা নাড়ছে।

বইঘর.কম

'খনি নয়, সেনিয়োরা... খনি নয়! আয়-হায়, কোথায় আছ তুমি!'

রোজমেরি মিলফোর্ড বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খনি নয়! তা হলে কী?

'সেনিয়োরা, এই এলাকার ইতিহাস জানো তুমি?'

'একটু-একটু।'

'মস্ত একটা ভূমিকম্প হয়েছিল, জানো সেটা?'

'হ্যাঁ, সেনিয়োর। শুনেছি।'

'সেই দুর্যোগে গোটা একটা জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তা জানো?'

'বলো কী!'

'জানো না, তার মানে।' গোঙাবার মত শব্দ করল আলভারো। 'বুঝতে পারছি, জেরি তোমাকে বলেনি।'

'ও কি জানত?'

'আলবত জানত, সেনিয়োরা!' তুড়ি বাজাল আলভারো। 'ওই ইনডিয়ান সর্দারের কাছে শুনেই না সোনার জ্বর মাথাচাড়া দেয় জেরির মাঝে।'

'কিন্তু, সেনিয়োর...' ঠিক মেলাতে পারছে না মেরি। 'আমি তো কিছু শুনিনি! আমি নিজেও তো তখন সর্দারের সামনে ছিলাম!'

'সবটা বলেনি বোধ হয় তখন সর্দার। জেরি হয়তো পরে শুনেছে।'

ফের চলতে লাগল আলভারো। কেন বলল না, চিন্তা করছে। নাকি সর্দার ভেবেছে, মহিলা পেটে কথা রাখতে পারবে না! হবেও বা।

হাঁটবার ফাঁকে মেকসিকান বলল, 'এখানে একটা জনবসতির পত্তন হয়েছিল। এই পাহাড়ের উপরে ছিল লোকগুলোর ঘাঁটি...

'কারা ছিল ওই লোকগুলো?'

'এখানকার আদিম অধিবাসীদের একটা গোত্র। শোনা যায়, এই অঞ্চলের প্রথম বাসিন্দা...'

'ভূমিকম্পেই শেষ হয়ে গেল এতগুলো মানুষ!'

মাথা দোলাল আলভারো।

শিউরে উঠল মেরি। শত-শত বছর আগের সেই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের ছবিটা কল্পনা করবার চেষ্টা করছে।

'দুই-একজন বেঁচে গিয়েছিল হয়তো,' দাঁড়াল আলভারো। 'আমার বিশ্বাস, ওদের মুখ থেকেই ছড়িয়ে পড়ে কিংবদন্তিটা।'

ঝুঁকে চকমকে একটা জিনিস তুলে নিল সে মাটি থেকে। রঙিন কাচ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেলে দেয়।

'কিংবদন্তি?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফুলার, 'সত্যি নয়?'

শরীর ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল মেকসিকান। 'স্যাম, কেউ যদি বলে, এই পাহাড়ে সোনা আছে, সেটা না হয় বিশ্বাস করা যায়,' হাসল বুড়ো। 'কিন্তু তারা সোনা বানাতে জানত, এটা বিশ্বাস করবে তুমি?'

চমকে উঠল মেরি।

সোনা বানাতে পারত!

হঠাৎ যেন একটা আগল খুলে গেছে হাট করে। একরাশ আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোজমেরি মিলফোর্ডের মনের তিমিরে।

বইঘর.কম

তবে কি এই সোনা গুপ্তধন?

ভাবনাটা থমকে গেল, যখন পাথরে তৈরি বেদির মত একটা জায়গার কাছে এসে ঘোষণা করল আলভারো, 'এসে গেছি!'

'এটা একটা বুটহিল।'

বেদির কিনারে বসে পড়েছে মেরি। অভ্যাস নেই, খালি পায়ে অনেকটা পথ মাড়িয়ে এসে ব্যথা করছে পা। আবার হেঁটে ফিরতে হবে, চিন্তা করে দমে গেল একটু।

'আরেক বার বলবে, সেনিয়োর?' আলভারোর কথাটা ধরতে পারেনি সে। 'কী বললে, বুঝিনি।'

'এটা একটা বুটহিল, সেনিয়োরা। কবরখানা।'

এই জন্যেই কি জুতা খুলতে বলেছে আলভারো? মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন?

'তুমি বলছ, এখানে কবর দেয়া হত লোককে?'

'না, তা বলিনি।'

'তা হলে কী বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি, বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল পাহাড়টা। খোদা মালুম, কত লোক মারা গিয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা... ভূমিকম্প।'

'জেরি আর আমি মাটি খুঁড়ে হাড্ডিগুড্ডি পেয়েছিলাম।'

গাঁইতির মাথার দিকটা মাটিতে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্যাম ফুলার। বেলচাটা মাটিতে। সদাহাস্যময় বুড়ো ক্রস আঁকল বুকে। চোখে নিরাসক্তি নিয়ে চারপাশে তাকাল।

প্রহর শেষের মরা আলো চারদিকের নিঝুমতাকে আরও ঘন

করে তুলেছে।

ব্লাডহাউণ্ডের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জায়গাটা সার্চ করতে লাগল আলভারো। মাটির দিকে চোখ। মিনিট দুয়েক পরে এক জায়গায় গিয়ে থামল। মুখ তুলে তাকাল পশ্চিম দিকে। স্যাম ফুলারের দিকে চাইল।

'ঘণ্টা দুই আলো থাকবে এখনও,' নিজেকেই শোনাল যেন মেকসিকান। 'এদিকে এসো তো, স্যাম। খোঁড়ো এখানটায়।'

আলভারোর নির্দেশিত জায়গায় পড়ল গাঁইতির কোপ।

বইঘর.কম

তিরিশ

কাঁধে হাত পড়তে জেগে গেল এলেনা। বিড়ালের মত চোখ মেলে চাইল। ঠোঁট না নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

বলেই বুঝল, বেকুবের মত হয়ে গেছে প্রশ্নটা। তারা দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনও মানুষ তো এখানে থাকবার কথা নয়।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে?

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল। সোনা পেলে কী করবে, এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছে সেনিয়োর মিলফোর্ড।

থালার মত চাঁদ মাথার ওপরে। মাতাল জোছনা ধুয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের ফসিল।

ক্যাম্পফায়ারের ছাইয়ের মধ্যে রক্তিম আভা ছড়াচ্ছে কয়লা।

'ওরা চলে এসেছে!' বলল জোহান ফিসফিস করে।

'কে? সেনিয়োর আলভারো?'

'না। ওরা।'

রাতজাগা একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

ধড়মড় করে উঠে বসল এলেনা। পাগলাঘণ্টী বেজে উঠেছে তার অবচেতন মনে। দুরুদুরু অনুভূতি। ভয় পাচ্ছে। তারও বেশি উত্তেজিত।

'লুকাতে হবে,' চাপা গলায় বলল জোহান, 'আমরা সবাই যে এখানে নেই, এটা ওদের বুঝতে দেয়া চলবে না। আমি চাই না, ওরা আমাদের কবজা করে ফেলুক।'

'কতজন ওরা?'

'পাঁচ-ছয়জন। বেশিও হতে পারে। অন্ধকারে বোঝা যায় না। একটা দুরবিন যদি থাকত–'

'কদ্দূর?' কথার মাঝখানে বাগড়া দিল এলেনা।

'বেশি দূরে নয়। তাড়াতাড়ি করো!'

এলেনার হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাল জোহান। স্যাডল আর কম্বলটা তুলে নিল।

যতটা সম্ভব, শব্দ না করে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। সোনালী অ্যাসপেন ঝোপের গোড়ায় বাঁধা রয়েছে ও-দুটো।

আলো থাকতে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়েছে। হাইড-আউটের জন্যে পারফেক্ট জায়গা জঙ্গল। অন্ধকার সেখানে নিবিড়।

ঘোড়াসহ এলেনাকে লুকাতে সাহায্য করে ফিরে এল জোহান। পজিশন নেবার জন্যে যে জায়গাটা সে নির্বাচন করেছে, সেটাকেও খারাপ বলা যাবে না। বড়সড় এক গাছের গুঁড়ির পাশে বুক-সমান উঁচু একটা পাথর কাভার দিচ্ছে তাকে।

ওর বাম দিকে বিশ গজ দূরে রয়েছে এলেনা।

আশপাশে চল্লিশ গজের মধ্যে অনুসরণকারীদের জন্যে কোনও আড়াল নেই।

অপেক্ষা করবার চাইতে বোরিং আর কিছু হতে পারে না। তবে এই ব্যাপারটা অন্যরকম। শঙ্কা আর উত্তেজনায় ভরা।

উইনচেস্টারের লিভার টেনে আলগোছে ফেলে রেখেছে সে

বইঘর.কম

কোলের ওপরে। প্রয়োজনে বিনা নোটিশে ব্যবহার করতে পারবে। ডান বগলের খাঁজে রেখেছে আরেকটা রাইফেল।

এসে গেল ওরা।

ঘোড়াগুলোর পদশব্দ আর নিজের হৃৎস্পন্দন একই লয়ে হচ্ছে বলে মনে হলো জোহানের।

'চিড়িয়া ভাগ গিয়া!' বলল একজন।

'ধুর!' বিরক্তি উদগিরণ করল আরেকজনের স্বরযন্ত্র।

জোহান ভাবল, পিলে চমকে দেয়া যাক ওদের।

'ভাই সব' সম্বোধন দিয়ে শুরু করল সে। আমুদে গলায়।

অচেনা কণ্ঠের আওয়াজে চমকে গেল ঘোড়াগুলো। হ্রেষাধ্বনিতে সেটা চাপা থাকল না। ইতস্তত পা ফেলতে লাগল। অস্বস্তি ভরে নাক ঝাড়ছে।

'কে! কে কথা বলে!' বক্তার গলায় নগ্ন ভয়। অচিন দেশ। তামসী রাত। সুনসান পার্বত্য এলাকা। অনেকক্ষণ থেকে মানসিক ভাবে কাবু হয়ে আছে আলবার্তো। এবারে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

নিজের পরিচয় দেবার গরজ অনুভব করল না জোহান। আলাপের সুরে বলল, 'তোমরা এখান থেকে কেটে পড়লে ভাল হয়।'

এই অর্বাচীনসুলভ কথার প্রতি-উত্তরে হা-হা হাসির শব্দ ভেসে এল। 'কেটে পড়ব?' তারও কণ্ঠে আমোদ।

'আমার কথা শুনেছ তোমরা।' হুমকি নয়। হালকা চালে বলল জোহান।

'কয় কী ব্যাটা!' তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠল চিন

মুয়েলার।

'কথা বলে কে? মিলফোর্ড নাকি?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল জিল ট্যাটাম।

'ধরেছ ঠিকই।'

'তো, মিলফোর্ড, আমরা তো যাবার জন্য আসিনি, ভাই!' অমায়িক স্বরে বলল ট্যাটাম কথাটা। জোহানের গলা নকল করে। তবে তাতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'সেনিয়োরিটা মনটেরো কোথায়?' মারিয়াচির গলাটা বেসুরো শোনাল।

'নেই এখানে,' মিথ্যে বলল জোহান। 'তুমি নিশ্চয় মারিয়াচি? শোনো, বাডি, মিস মনটেরো তোমাকে বিয়ে করতে চায় না।'

অবহেলাসূচক হাসিতে নিজের মনোভাব বুঝিয়ে দিল স্প্যানিয়ার্ড। বিদ্বেষপূর্ণ স্বরে বলল, 'তার চাওয়া-না-চাওয়ায় কিছু যায়-আসে না।'

থেমে গিয়েছিল, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল আবার। ছড়িয়ে পড়বার ফন্দি করছে লোকগুলো।

ট্রিগার গার্ডের ওপরে আঙুল চেপে বসল জোহানের। দুই হাতে শক্ত করে ধরল রাইফেলটা। মুহূর্তের মধ্যে গুলি ছুঁড়বার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'খবরদার!' সাবধানবাণী শোনাল জোহান। 'তোমাদের প্রত্যেককে ফেলে দেয়া আমাদের জন্য নেহাত ওয়ান-টু-এর মামলা।'

'ঘোঁত' করে বিদঘুটে একটা আওয়াজ ছাড়ল আলবার্তো নাক দিয়ে। নিচু স্বরে গাল বকল।

বইঘর.কম

চিন মুয়েলার ভড়কায়নি। বাজখাঁই গলায় বলল, 'ব্লাফ দিচ্ছে শালা!'

'দেখতে চাও?' চ্যালেঞ্জ করল জোহান।

কোনও জবাব এল না কারও কাছ থেকে।

'হ্যাঁ, মিস্টার মারিয়াচি... যা বলছিলাম... মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিতে শেখো। এতে তোমার সম্মান বাড়বে বৈ কমবে না।'

স্প্যানিশ যুবক নিরুত্তর।

বোঝাবার সুরে বলল জোহান, 'যে-মেয়ে তোমাকে পছন্দ করে না, কেন তার জন্য অযথা হয়রান হচ্ছ? মুফতে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে। বাড়ি ফিরে যাও। খুঁজলে এমন অনেক মেয়ে পাবে, যারা প্রকৃতই তোমাকে ভালবাসে।'

মন্তব্য নেই।

জোহান বলে যাচ্ছে, 'আমাদের মধ্যে কোনও শত্রুতা নেই, মিস্টার মারিয়াচি। তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝি। কিন্তু আমাকে তুমি এটা বোঝাও তো, তোমার সাথে মিস্টার জিল ট্যাটাম কেন?'

'সে আমার বন্ধু,' আগ বাড়িয়ে বলল ট্যাটাম।

'সত্যি নাকি, মিস্টার মারিয়াচি?'

'হ্যাঁ, সুহৃদ,' একটু দোনোমনো করেই যেন জবাব দিল লাতিন তরুণ।

'তা-ই মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন তুলল জোহান। 'জেনে রাখো, মিস্টার মারিয়াচি, স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও বাড়ায় না মিস্টার ট্যাটাম। জিজ্ঞেস করো তো, এখানে তার স্বার্থটা কোথায়!'

'ছোকরা!' ক্ষুব্ধ হলো ট্যাটাম। 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! সবার সামনে আমাকে অপমান করছ! একটা বাটপারের কথায় আমাকে জবাবদিহি করতে হবে!'

'বাটপার! কে বাটপার?' সমান তেজে বলল জোহান।

'সেনিয়োর ট্যাটামের টাকা ফেরত না দেবার মতলবে পালাচ্ছ না তোমরা?' মারিয়াচি বোঝাল, জিল ট্যাটামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে অবগত।

'না, মিস্টার মারিয়াচি। কথাটা একদমই ঠিক নয়। পালাচ্ছি–ঠিক, তবে মিস্টার ট্যাটামের টাকা ফেরত দেবার জন্য।'

'বুঝলাম না।'

'তুমি তা হলে জানো না! আশ্চর্য কথা! মিস্টার ট্যাটামকে জিজ্ঞেস করো। সে জানে।'

'ননসেন্স!' উন্মত্ত ষাঁড়ের মত গোঁ-গোঁ করে উঠল ট্যাটাম। 'কী জানি আমি! পাওনা টাকা আদায় করতে এসে ভ্যালা মুসিবতে পড়লাম তো! একটা তস্করের কাছে বড়-বড় বোলচাল শুনতে হচ্ছে!'

তাকে গ্রাহ্যই করল না জোহান। ওর বদ্ধমূল ধারণা, সোনাল গন্ধ শুঁকতে শুঁকতেই এখানে এসেছে জিল ট্যাটামের বদমাশ-বাহিনী।

'মিলফোর্ড, শোনো,' মারিয়াচির গলাটা দুর্বল শোনাল। 'সেনিয়োর ট্যাটামের লাভ-লোকসান নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। সেনিয়োরিটা মনটেরোর জন্য এদ্দূর এসেছি আমি। ওকে আমার হাতে তুলে দাও, নিয়ে চলে যাব।'

'শালা বোধ হয় একা আছে!' দীর্ঘ বাতচিতে যুগপৎ অধৈর্য ও

বইঘর.কম

বিরক্ত চিন মুয়েলার। মারিয়াচিকে উসকানি দিল, 'ওকে ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গেলেই হয়!'

সঙ্গে সঙ্গে বোল্ট টানবার আওয়াজ এল জঙ্গলের ভেতর থেকে। আলভারোর ভয়ালদর্শন বাফেলো গান এখন এলেনার হাতে। রাতের নীরবতায় শব্দটা অত্যন্ত জোরাল শোনাল।

দ্বিধাজড়িত, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে আগুপিছু করল ঘোড়াগুলো।

'এক মিনিট সময় দিলাম,' আলটিমেটাম দিল জোহান। 'ডিসিশন তোমাদের। মাশুলও দিতে হবে তোমাদের। তবে রক্তারক্তি এড়ানো গেলেই আমি খুশি হতাম।'

কারোরই পছন্দ হলো না এই শাসানি। খোলা জায়গায় রয়েছে। সহজ টার্গেট। কোন্‌খান থেকে অতর্কিতে আক্রান্ত হবে, কে বলতে পারে!

রণে ভঙ্গ দিল জিল ট্যাটাম। চলে যাবার জন্যে স্পার দাবাল।

সবার আগে তাকে অনুগমন করল আলবার্তো।

'মিলফোর্ড!' নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করল মারিয়াচি। 'এর জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হবে তোমাকে।'

'মোক্ষম সময়ে রাইফেল কক করেছ তুমি!' জোহানের সপ্রশংস স্বীকৃতি, 'পারফেক্ট টাইমিং!'

'কিন্তু ওরা কোথায় গেল, সেনিয়োর!' টেনশন কাটছে না এলেনার।

'ত্রিসীমানায় নেই, ম্যা'ম।'

একটু যেন আশ্বস্ত হলো এলেনা। 'এখন কী করব আমরা?'

'তুমি ইচ্ছা করলে শুয়ে পড়তে পারো।'

'আর তুমি?'

'আজ রাতে আমার আর ঘুম হবে না, ম্যা'ম।'

'সকাল হতে তো বোধ হয় বেশি বাকি নেই।'

'না, নেই। ...এই ঘণ্টা দুয়েক।'

'আমারও ঘুম আসবে না, সেনিয়োর। গল্প করে কাটিয়ে দেয়া যায় না রাতটা?'

একত্রিশ

দিনের প্রথম আলো বসুধায় পৌঁছাবার আগেই ফিরে এল ওরা। আলভারোরা।

ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করেনি রাতে। নাকে-মুখে কিছু গুঁজেই রওনা দিয়েছে।

খাঁড়ির কাছে এসে বেচায়েন হয়ে পড়ল মিসেস মিলফোর্ড। গেল কোথায় সব! তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেমালুম গায়েব!

না চাইতে অলক্ষুণে চিন্তাটা এসে ঠাঁই গাড়ল কল্পনায়।

আলভারো বিচলিত হয়নি। দুই মিনিটেই খুঁজে বের করে ফেলল ওদের। সেই ছাউনিটার নীচে। ঈগল আঁকা পাথর রয়েছে যেখানটায়।

মারিয়াচিরা ফিরে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় জায়গা বদল করেছে ওরা।

আলভারোদের দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জোহান।

খুশি উপচে পড়ছে মিসেস মিলফোর্ডের চোখ থেকে। কিছু জিজ্ঞেস না করেই প্রাপ্তিসংবাদ পেয়ে গেল জোহান।

কিন্তু রাতের ঘটনা শুনে রোজমেরির চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত আনন্দের ছটা ম্লান হয়ে এল।

'লেজ গুটিয়ে ভাগতে হবে,' আলভারোর ত্বরিত ডিসিশন।

'ওদের নাকের ডগা দিয়ে পালাব কী করে?' জোহানের জিজ্ঞাসা।

'ওইদিক দিয়ে যাব না। অন্য একটা রাস্তা চিনি।'

'একটাই না রাস্তা!' বিস্মিত হলো মিসেস মিলফোর্ড।

'এটা ঘুরপথ। ঘুরে-ফিরে আমার কেবিনের পাশ দিয়েই যেতে হবে।'

মাথার ওপরে পাতার সামিয়ানা। আকাশছোঁয়া সাইপ্রেস গাছের মগডালে আলোর লুকোচুরি। বাতাসের বিলি কাটা।

চোরাপথ দিয়ে এসে তির্যক ভাবে মাটি স্পর্শ করেছে সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি। ছায়ার শরীরে অবিরত ইকড়িমিকড়ি আল্পনা কাটছে রোদের ছুরি।

বাতাসে বার বার নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে যেন গাছগুলো। ছায়া-ছায়া আদর মাখিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে।

দ্রুতও নয়, আস্তেও নয়– এমন একটা গতিতে এগিয়ে চলেছে অবলা প্রাণীগুলো। ব্যাপক পেরেশানি যাচ্ছে তাদের ওপর দিয়ে।

ঝরাপাতার ভেতর দিয়ে সরসর করে চলে যাচ্ছে কী যেন। এ-গাছ থেকে ও-গাছের কাণ্ডে বিশাল-বিশাল জাল বুনে রেখেছে ঊর্ণনাভ। মাথায়, মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে টিলা দিয়ে ঘের দেয়া একটা জায়গায় এসে পড়ল দলটা। কিছুদূর এঁকেবেঁকে চলবার পর চুলের কাঁটার মত মোচড় খেল পথ।

মোড়টা ঘুরে অবশ হয়ে গেল রোজমেরি মিলফোর্ডের দেহ। ভাল লাগবার অনুভূতি গোটা অস্তিত্বে। 'জেস, তুই!'

বইঘর.কম

বত্রিশ

ইতিউতি খোঁজাখুঁজি করে আবার এক জায়গায় জমায়েত হলো ঘোড়সওয়ারেরা।

'পাখি উড়ে গেছে,' নির্জীব স্বরে বলল টাকার।

'গাধা কোথাকার!' ঠিক বোঝা গেল না, কাকে গালি দিল জিল ট্যাটাম।

'খুব ভাল হয়েছে!' দেশলাইয়ের কাঠির মত জ্বলে উঠল রগচটা মুয়েলার। কাল রাত থেকেই মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে তার। 'তখনই বলেছিলাম, আবার ভুল করতে যাচ্ছি আমরা।' শ্লেষ ঝাড়ল, 'একটা ফোঁটা সাহস নেই কারও! এখন বসে বসে আঙুল চোষো!'

বন্দুকবাজের দিকে চেয়ে কাষ্ঠ হাসল ট্যাটাম। বিব্রতকর অবস্থা। রাতের বেলা চুপিসারে হামলা করবার প্রস্তাব তুললে সে-ই মুয়েলারকে বাতিল করে দিয়েছিল। অজুহাত হিসেবে বলেছে সবার নিরাপত্তার কথা। আসল কথা, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত ছিল সে।

'মিস্টার আরবো থাকতে চিন্তা কী!' সাফাই গাইবার সুরে বলল ট্যাটাম। 'ঠিক পাকড়াও করে ফেলব ওদের। কী, মিস্টার আরবো?'

কিন্তু ম্যানুয়েল আরবোকে এখন আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে না। চিন্তান্বিত চোখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁধের কাপড়ে জুলফি আর কান ঘষে নিয়ে বলল, 'কাজটা সহজ হবে না।'

'ওদের ট্র্যাক বের করতে পারবে না তুমি?' সোনা ফসকে যাবার চিন্তায় ককিয়ে উঠল ট্যাটাম।

টোকা দিয়ে নাকের চূড়া থেকে ছোট্ট একটা পোকা ফেলল ট্র্যাকার। 'পারাটা অসম্ভব, তা বলছি না। কিন্তু... আসলে, বনে-বাদাড়ে কাজ করবার অভিজ্ঞতা নেই, ম্যান।'

'জিল,' ট্যাটামের দৃষ্টি আকর্ষণ করল চিন মুয়েলার। 'আমার ধারণা, ও আর আমাদের সাহায্য করতে চায় না। কারণটা বলি? ও একটা ভীতুর ডিম,' ম্যানুয়েল আরবোর প্রতি অনাস্থা পোষণ করল গানম্যান।

গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার তালে আছে লোকটা, বুঝতে পারছে আরবো। হিমশীতল চোখে মাপল সে বর্ণসঙ্করকে। অন্ধ রোষ মাথাচাড়া দিচ্ছে। সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা রক্তের অধিকারী বলে জ্বলে উঠল না।

'থামো!' ধমকে উঠল ট্যাটাম। তারপর ম্যানুয়েলের দিকে ফিরে পাম দিল, 'তোমার মতন ঝানু ট্র্যাকারই বলছে এ কথা!'

কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের ডগা চুলকাল ম্যানুয়েল। চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দিল না। মারিয়াচির দিকে ফিরে বলল, 'বন্ধু, আমি কিন্তু ফিরে যাবার কথা ভাবছি।'

দাড়িতে আলতো আঙুল বোলাচ্ছে মারিয়াচি। মন্তব্য করল না।

ম্যানুয়েলের কথা শেষ হয়নি। 'লাভ কী বেহুদা ঘুরে? আজ

বইঘর.কম

হোক, কাল হোক, ওরা তো ফিরবেই একসময়, তা-ই না? রেঞ্জেই হোক না শো-ডাউনটা। তাড়াহুড়া কীসের?'

আলবার্তো মুখিয়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'যথার্থ বলেছ!' ভেজা মুখটা শার্টের আস্তিনে মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ফিরবার ব্যাপারে সে তো এক পায়ে খাড়া। সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে ভাল্লাগছে না তার। এই অশান্তি থেকে পরিত্রাণ চায়।

'তুমি তো বলবেই এ কথা!' ফোড়ন কাটল মুয়েলার। প্যান্ট ভেজানো, না কী জানি বলল বিড়বিড়িয়ে।

শুনেও না শুনবার ভান করল ভীতু রাইডার। অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে গেছে ট্যাটাম। এত কাঠখড় পোড়াবার পর ভরাডুবি হতে চললে কেমন লাগে!

হঠাৎ মনে হলো, এই অবস্থায় টাকার কি কোনও সাহায্য করতে পারবে?

কথাটা পাড়ল সে, 'পার্টনার, তুমি তো স্মাগলিং করো। এই জায়গায় এসেছ আগে?'

বিদেশিদের সামনে জিল ট্যাটাম তার প্রেসটিজ পাংচার করে দেবে, এটা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি টাকার।

বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে স্প্যানিশ লোকগুলো।

মনটা বিষিয়ে উঠল তার ট্যাটামের ওপরে। সরোষে জবাব দিল, 'কস্মিনকালেও নয়!'

জিল ট্যাটাম বুঝল, সময় উপস্থিত। আর চেপে রাখলে আখেরে আমও যাবে, ছালাও যাবে। স্প্যানিয়ার্ডদের প্ররোচিত

করবার চেষ্টায় বলল, 'একটা কথা জানলে ফিরে যেতে চাইবে না কেউ!'

লাতিনদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো সে কথাটা বলে।

হিস্পানিগুলোকে উৎসাহী করে তুলতে পেরেছে– নিজের সাফল্যে মনে মনে হাসল ট্যাটাম। 'মিলফোর্ডরা আসলে স্বর্ণশিকারে বেরিয়েছে,' কারণটা বলল।

'ও,' টেনে বলল মারিয়াচি। 'তা হলে এটার প্রতিই ইঙ্গিত করেছিল মিলফোর্ড! এটাই লুকাচ্ছিলে তুমি...'

'আমি চিন্তা করেছিলাম, সোনা পাইয়ে দিয়ে তোমাদের চমকে দেব,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল ট্যাটাম।

একটুও আকৃষ্ট হলো না হিস্পানিক যুবক। প্ররোচনায় ভুলল না।

'তা হলে কী দাঁড়াল?' জিল ট্যাটাম ধরে নিয়েছে, সবাই এখন ওর কথায় নাচবে। 'ওই সোনা আমাদেরও দরকার। রাইট?'

'রং,' ট্যাটামের অনুকরণে বলল মারিয়াচি। 'সোনার নিকুচি করি আমি।' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল, 'আমি শুধু সেনিয়োরিটা মনটেরোকে চাই। সে আমার কাছে সোনার চেয়েও দামি।'

ফ্রস্টবাইটের মত আড়ষ্টতা অনুভব করল ট্যাটাম। দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে তার। মারিয়াচিকে ধন্য করে দিচ্ছে, ধারণাটা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে অপমানিত বোধ করল।

আর সইতে পারল না মুয়েলার। আজ পর্যন্ত তার প্রস্তাবনাকে বুড়ো আঙুল দেখাবার ধৃষ্টতা দেখায়নি কেউ। এই লোকগুলো না থাকলে জিল ট্যাটাম তার কথার বাইরে এক পা-ও নড়ত না।

বইঘর.কম

বিক্ষোভের তুবড়ি ছুটল তার গলা দিয়ে, 'কিচ্ছু না, জিল! শুধু যদি আমার কথাটা শুনতে! বহুত তো বড়-বড় কথা বলেছিলে তখন! এখন কী করবে?' প্রলাপ বকা আরম্ভ করেছে যেন। 'তোমার বোকামির জন্য, জিল! শুধু তোমার গাধামি আর গোঁয়ার্তুমির জন্য...'

মুয়েলারের এই আস্ফালনে তড়পে উঠল আলবার্তো। 'নিজেকে খুব চালাক ঠাউরেছ, না? খালি বাগাড়ম্বর! হিরো হবার আদিখ্যেতা! পাছায় একটা গুলি ঢুকলে ফরফর করা বেরিয়ে যেত!'

'তুমি চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল মুয়েলার। মুঠি পাকিয়ে ফেলেছে। 'ডরপোক কোন্‌খানের! মুরগির কলজে নিয়ে পয়দা হয়েছে, আবার গলাবাজি করতে আসে! শালা বেজন্মা!'

জন্মপরিচয় তুলে খিস্তি। কী জানি হয়ে গেল আলবার্তোর। যে কাজটা সে করল, সেটা তার মত লোকের পক্ষে অসম সাহস কিংবা ভীষণ নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ বলা যায়। চাবুক খুলে নিল সে কাঁকাল থেকে। কবজির এক বিদ্যুৎ-ঝাঁকিতে গোল করে পেঁচিয়ে রাখা কশার প্রান্ত লম্বা হয়ে ছুটে গেল।

সপাং!

কশাঘাত খেয়ে রুদ্র হুঙ্কার ছাড়ল মুয়েলার। এরকম কিছু যে ঘটতে পারে, স্বপ্নেও চিন্তা করেনি সে। পড়েই যাচ্ছিল ব্যালান্স হারিয়ে, কোনও রকমে ঘোড়ার পিঠের ওপরে সিধে রাখল নিজেকে। ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখে জিঘাংসা। তার ইচ্ছেশক্তি থাকলে ভস্ম হয়ে যেত আলবার্তো।

মুয়েলার আশা করেছিল, জিল ট্যাটাম তার পক্ষ নিয়ে কিছু

বলবে। একদল বিদেশির সামনে তাদেরই একজনের হাতে অপদস্থ হচ্ছে তার দোস্ত, এতে সে নির্বাক থাকতে পারে না। কিন্তু বিবমিষার সাথে লক্ষ করল, কোনও রকম রি-অ্যাকশনই দেখাল না ট্যাটাম। দেখতে পায়নি, এমন ভাব করে আরেক দিকে তাকিয়ে আছে।

রুষ্ট হলো মুয়েলার। সোনার লোভ তার এত বছরের চেনা মানুষটার আচরণ বদলে দিয়েছে।

মাজায় ঝোলানো পিস্তলের বাঁটে হাত দিল সে। গোক্ষুরের বিষ দুই চোখে। কাছাকাছি হয়ে এসেছে চোখের পাতা।

ও কী করতে যাচ্ছে, হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করল ট্যাটাম, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, পার্টনার! নিজেদের মধ্যে গোলমাল চাই না আমি।'

বহু কষ্টে বেসামাল মগজটাকে সামলাল মুয়েলার। আরেকটু হলেই বেচাল চালতে যাচ্ছিল সে। এ যাত্রা বেঁচে গেল মোটকুটা। কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। কিন্তু কেন যেন মুয়েলারের সব অসন্তোষ গিয়ে পড়ল ট্যাটামের ওপরে।

সান্ত্বনাসূচক চুকচুক শব্দ বের হলো শর্টির মুখ দিয়ে। মুয়েলার চাইতে সহানুভূতির হাসি হাসল সে ঠোঁট টিপে।

মুয়েলার বুঝল উল্টো। ভাবল, তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছে বাঁটুলটা।

ফের রক্ত উঠে গেল মাথায়। শর্টির বুকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিল রিভলভারের।

বুম!

হার্ট ছিদ্র করে ফেলল বুলেট।

বইঘর.কম

অবাক বিস্ময়ে সহযাত্রীর দিকে তাকাল বেঁটে। তারপর তাকাল নিজের ফুটো হয়ে যাওয়া বুকের দিকে। টপটপ করে খুন ঝরছে ছেঁদা থেকে।

ব্যথায় কুঁচকে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে শর্টির মুখ। কিন্তু গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বের হলো না তার। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল। তারপর ডেড শট খাওয়া ঘুঘুর মত ধড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পটল তুলেছে।

আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দটা মিলিয়ে যেতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল মুয়েলার। রাগের মাথায় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। এখন হায়-হায় করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। নিরপরাধ ভঙ্গিতে দুটো হাত মাথার ওপরে উঠে গেল তার।

হতবাক হয়ে লাশের দিকে তাকিয়ে আছে ট্যাটাম। ঠিক যেমন যক্ষ্মা রোগী তাকায় তার রক্তাক্ত তোয়ালের দিকে।

পতনের ধাক্কায় শূন্যে ওড়া ধুলো থিতিয়ে আসছে। হ্যাটটা খুলে এসেছিল, পড়েছে আবার শর্টির মুখের ওপরে; মুখের আধখানা ঢেকে দিয়েছে।

ওর সোরেলটা কয়েক গজ তফাতে দাঁড়িয়ে। প্রভুর বেহাল দশায় থ।

আলবার্তো আর ম্যানুয়েলও ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। ভীত চকিত দৃষ্টি।

হোলস্টারের কাছে হাত চলে যাচ্ছে ট্যাটামের। ওখানে বন্দি হয়ে আছে তাঁর একান্ত প্রিয় পিস্তলটা।

মারিয়াচির কোনও ভাবান্তর নেই। সে শুধুই দর্শক। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে বিয়োগান্তক নাটক।

তেত্রিশ

'তোমরা যাবার ঘণ্টা খানিক পরে ইনডিয়ান টেরিটোরিতে চলে যাই আমি,' বলে চলেছে জ্যাসন, 'ওর সাথে দেখা করি।'

'তারপর তোরা বেরিয়ে পড়লি?'

'হ্যাঁ, দাদা।'

'রানশ?'

'রানশ নিয়ে চিন্তা কোরো না,' দুরন্ত ঈগল আশ্বস্ত করল, 'আমার লোকেরা রানশের দেখভাল করছে।'

'ধন্যবাদ, ঈগল। তোমাদের মতন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

মাঝবয়সী ইনডিয়ান ও তার দুই সঙ্গী নড করল। তিনজনেরই লম্বা চুল মেয়েদের মত একবেণি করা। প্রতিটা বুননের মাঝে পাখির পালক গোঁজা। গায়ে নেকড়ের ছাল। পিঠে তীর-ধনুক।

'কিন্তু এই পথে কেন?' আবার জিজ্ঞেস করে জোহান। জবাবটা শুনবার আগেই বুঝে গেল।

বুঝল মেরিও। 'ট্র্যাক ধরে আসোনি... এর একটাই মানে...' মিসেস মিলফোর্ডের গলার স্বর পাল্টে গেল, 'দুরন্ত, তুমি কিন্তু

কখনও বলোনি, সোনার খোঁজ জানো তুমি!'

'কিছু কথা গোপন রাখতে হয়, মা-জননী,' অম্লান বদনে ঝেড়ে দিল দুরন্ত ঈগল।

বলে সারতে পারল না, ভোঁতা একটা আওয়াজ মনোযোগ কেড়ে নিল সবার।

শব্দটা বহুদূর থেকে এসেছে। বাতাস আর প্রতিধ্বনির ডানায় ভর করে।

কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, আওয়াজটা কীসের।

কে গুলি করল?

কাকে?

হয়তো শিকার করছে কেউ।

নাকি ফাঁকা আওয়াজ?

মিস-ফায়ার নয়তো?

পলকে অনেক রকমের ভাবনা খেলে গেল প্রত্যেকের মগজে। কিন্তু কোনওটাতেই থিতু হলো না।

ওদেরকে আরও বিভ্রান্ত করে দিল আরও তিনটা গুলির শব্দ।

একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সবাই।

দুরন্ত ঈগলের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল। 'তোমরা যাও। পরে আসছি আমরা।'

"আমরা" মানে, তিন ইনডিয়ান।

বাকিদের নিঃশব্দ সওয়াল: 'কেন?'

'ফলস ট্র্যাক তৈরি করব।'

বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করল জোহান। তার মনঃপূত হলো আইডিয়াটা।

শশব্যস্ত হলো দুরন্ত ঈগলের দল। ভুয়া ট্র্যাক বানানো, ঘুরপথে আবার আসল রাস্তায় ফিরে আসা তো আছেই, আসবার সময় নিজেদের চিহ্নগুলো মুছে আসতে হবে।

সুগভীর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলল ওরা। চোখে সঙ্কল্প। কিছু পাওনা বুঝিয়ে দেবার আছে ট্যাটাম ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের।

অসংখ্য বার সে তার গরু-মহিষগুলোকে ঘাস খাওয়াবার জন্যে তাদের এলাকায় ঠেলে দিয়েছে। অন্যায় ভাবে চোরাকাঁটার বেড়া দিয়ে সীমানা বাড়িয়েছে রানশের। শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ক্লেইম করেছে সেই জমি। প্রতিবাদ করতে গেলে ভয়ভীতি তো দেখিয়েছেই, গুণ্ডাপাণ্ডা দিয়ে লাঞ্ছিতও করেছে। পাইকারি হারে কচুকাটা করার ভয় দেখিয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের তৈরি করা আইন পাশে দাঁড়ায়নি তাদের। উল্টো সমঝোতা করে চলবার উপদেশ দিয়েছে।

আজকে মওকামত পেয়েছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা পাজি সাদা মানুষদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বে, কাদের বাপদাদারা এখানে বাস করছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

ওদের জানবার কথা নয়, পরপারের ট্রেইল ধরেছে ট্যাটাম। সাথে করে নিয়ে গেছে চিন মুয়েলার নামে আরেক কুখ্যাত বন্ধুকে।

ট্যাটামের ডান ভুরুর নীচে গর্ত। ওখানে চোখ ছিল। এখন নেই। বাম চোখটা নিষ্পলক। বাদামি আইরিস বিস্ফারিত। হাঁ করা মুখের পাশ দিয়ে নেমেছে শোণিতধারা।

বইঘর.কম

তার পিস্তলের উত্তপ্ত সিসে পাঁজরে নিতে চায়নি মুয়েলার। বুকের বাঁ দিকে হলকা অনুভব করামাত্রই বিদ্যুদ্বেগে পাল্টা গুলি পাঠিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে ট্যাটামের। মেয়ারের ওপর থেকে ছিটকে গেছে সে। রেকাবে আটকে গেছে পা। হাঁক ছেড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে গেছে তাকে ঘোড়াটা।

ওদিকে টাকারের করা গুলিটা পিঠ পেতে নিতে হয়েছে মুয়েলারকে।

মাটিতে পড়ে ছটফট করল সে ডাঙায় তোলা মাছের মত। ধুলো খামচাল। সেই অবস্থাতেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল তার।

মারিয়াচিকে দেখাচ্ছে ক্লাসরুমের শেষ বেঞ্চে বসা বিষণ্ন বালকের মত।

তিনটা মৃতদেহ। এই জীবন ছিল, এই নেই। আশা, ইচ্ছে, রঙিন স্বপ্ন... কিছুই পূরণ হলো না তাদের।

সোনা সম্পর্কে অনেক গুজব রয়েছে। অনেক উপাখ্যান। অনেকের ভাগ্যে নাকি সোনা সয় না। কারও জন্যে এটা অভিশাপ হয়ে আসে। গানপাউডারের উৎকট গন্ধে সেই আলামত।

'আমি বাড়ি যাব,' ঘোর লাগা গলায় বলে উঠল টাকার। ফিটফাট কাপড়ের নীচে ধসে গেছে যেন তার দেহটা।

'ডেডবডিগুলো নিয়ে যাও,' অনুরোধ করল মারিয়াচি।

তার কথা টাকারের কানে গেছে বলে মনে হলো না। গোড়ালির গুঁতো দিল জেব্রা ডানের পেটে।

এক নজরে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল স্প্যানিয়ার্ড। তারপর কোমরের খাপ থেকে বের করে আনল তীক্ষ্ণধার ম্যাশেটি। কবর খুঁড়বে।

পঁয়ত্রিশ

একটা ব্রেসলেট। কেউ আর পরতে পারবে না ওটা। দুমড়ে, বেঁকে গেছে।

এখানে-সেখানে ট্যাপ খাওয়া বস্তুটা কোনও কালে সম্ভবত বাটি হিসেবে ব্যবহার হত। নচেৎ পানপাত্র।

চামড়ার বটুয়া থেকে মিসেস মিলফোর্ড যখন জিনিস দুটো বের করল, দুই সহোদরের মত এলেনার চোখও হয়ে উঠেছিল উদ্ভাসিত।

আরও আছে। একটা জার।

আকার-আকৃতি যেমনই হোক না কেন, সোনা সোনাই। ফালতু জিনিস নয়।

স্বপ্ন দেখবার রসদ রয়েছে। সুতরাং, নতুন আঙ্গিকে শুরু করতে বাধা নেই।

চাষাবাদে ফিরে যাবার ইচ্ছে মিসেস মিলফোর্ডের।

রোজগারের বিকল্প উপায় বাতলেছে জ্যাসন– ক্যানিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গরুগুলো রাউণ্ড আপ করলে কেমন হয়? ভাল পয়সা আসবে মাংস আর চামড়া থেকে। মোম উৎপাদনের জন্যে চর্বির চাহিদাও বেশ।

সুবর্ণ সমাধি
বইঘর.কম

...বুনো ঘোড়াও জড় করা যেতে পারে।

পাশাপাশি মুরগি পালা যায় না? এলেনার প্রস্তাব।

জোহানের ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। হিসেবি। সে চায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এক মরমনের সাথে জানা-শোনা রয়েছে তার। জোহানের দেখা সেরা কিছু ষাঁড়ের মালিক লোকটা।

গায়েগতরে তাগড়াই ষাঁড়গুলো। চকচকে, যেন মাছি বসলে পিছলে যাবে।

একটা ষাঁড় কিনবে সে। দামে যদি বনে, তা হলে দুটো।

সমৃদ্ধ ফার্মহাউসের স্বপ্ন দেখছে জোহান।

একটা-দুটো ষাঁড় দিয়ে কি খামার হয়?

ও-ই দিয়েই শুরু করবে সে। তাদের গরুর সাথে ষাঁড়ের প্রজনন ঘটিয়ে বড় করবে ফার্ম। উন্নতি হবেই।

জোহানের আত্মবিশ্বাসের তারিফ করেছে সবাই।

আজ পঞ্চম দিন চলছে ওদের রানশে ফিরবার, ট্যাটাম বা মারিয়াচি– কারও পাত্তা নেই।

রোদ-ঝলমলে দিন। ঢিমে তালে এগিয়ে যাচ্ছে দুপুরের দিকে।

টাউনে গেছে জোহান। দামি জিনিসগুলো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে।

জ্যাসন স্কুলে।

বাড়িতে কেবল এলেনা আর মিসেস মিলফোর্ড।

বসে বসে খাওয়া যায় না। চক্ষুলজ্জা বলে একটা ব্যাপার আছে। তাই ঘরের কাজে রোজমেরিকে যথাসম্ভব সাহায্য করে

মেয়েটা। নিজে করতে চায় কোনও-কোনও কাজ। অন্তত চেষ্টা করে।

এটা ঠিক, পশ্চিমের জীবনযাত্রা বা চালচলনে অভ্যস্ত নয় সে। হাড়ভাঙা খাটুনিতেও অনভ্যস্ত। তবে সব কিছুই শিখে নেবে ও।

সব কিছু।

চুলায় চড়ানো মটরশুঁটি সেদ্ধ হচ্ছে।

স্টোভে কফি তৈরি করল এলেনা। নিজে এক মগ নিয়ে একটা মগ মিসেস মিলফোর্ডকে দিয়ে এল। মহিলা নিজের ঘরে সূচিকর্মে মগ্ন।

লাঞ্চের আয়োজন নিয়ে ভাবছে এলেনা। রান্নাবান্নার কাজটা আজকাল তার ওপরে ছেড়ে দিয়েছে রোজমেরি। স্পেনীয় রসনার ভক্ত হয়ে উঠেছে মিলফোর্ড পরিবারের সবাই।

খানিকটা উন্মনা হলো সে।

শুঁটির মন মাতানো সৌরভে ভুরভুর করছে সারা বাড়ি।

বাইরে, পোর্চের বোর্ডওঅকে জুতোর আওয়াজ উঠল।

উৎকর্ণ হয়ে শুনল এলেনা। সেনিয়োর মিলফোর্ড বোধ হয় ফিরেছে।

সিরামিকের মগ হাতে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে। সদর দুয়ার দিয়ে চাইতেই ভূত দেখবার মত চমকে উঠল। সমস্ত রক্ত সরে গেল মুখ থেকে।

দোরগোড়ায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে কি মানুষ, নাকি অশরীরী প্রেতাত্মা?

মেঝেয় পড়ে এক শ' টুকরো হলো মগটা।

পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেলে কেমন লাগে, বুঝতে

বইঘর.কম

পারল এলেনা। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে। হাঁটুতে জোর নেই।

ময়লা জ্যাকেটটা শতচ্ছিন্ন। ত্যানার মত ঝুলছে গা থেকে। জুতো জোড়া পাথরে কেটে ফালা-ফালা। সামনের ছেঁড়া অংশ দিয়ে বেরিয়ে পড়া আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে।

চিবুকের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মারিয়াচির। উদ্যত হাতে ম্যাশেটি। রুধিররাঙা মুখে নীরবে হাসল ভয়ঙ্কর হাসি।

পরিত্রাহি চিৎকার দিল এলেনা।

কিছু ভাঙবার শব্দ শুনে ঝট করে মুখ তুলেছিল রোজমেরি। চিৎকারটা আত্মারাম কাঁপিয়ে দিল তার। নিডল ফেলে পড়িমরি করে দৌড়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে।

চৌকাঠে দাঁড়ানো আগন্তুক তার দিকে তাকাল। তারপর পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে। মাথার পাশটা তার আছড়ে পড়ল সিডার কাঠের মেঝেতে।

ছত্রিশ

সাত ঘণ্টা লাগল মারিয়াচির জ্ঞান ফিরতে।

চোখ খুলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেল সে।

'ঘুম তা হলে ভাঙল!' সরস কণ্ঠ জোহানের।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মারিয়াচি।

'আমি খুশি যে, তুমি বেঁচে আছ,' অন্তর থেকে বলল জোহান।

কী বলবে, ভেবে পেল না মারিয়াচি। চোখ মুদল। না, অচেতন হয়ে যায়নি আবার। দীর্ঘ নিদ্রার শ্রান্তিতে।

আট দিনের আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না সে।

এলেনা রাতদিন অক্লান্ত সেবাযত্ন করল তার। আন্তরিকতায় খাদ রাখল না।

মুমূর্ষু একটা লোককে মেরামত করা চাট্টিখানি কথা নয়।

মারিয়াচি ভাবল, সার্থক হলো তার জীবন।

ওকে সুস্থ করে তুলতে দুরন্ত ঈগলের কবিরাজির অবদানও কম নয়।

যেচেই সব বলল স্প্যানিয়ার্ড। হতভাগা শর্টির কথা। ট্যাটাম আর মুয়েলার কীভাবে খুনোখুনি করে মরল। আলাদা হয়ে গেল টাকার...

সে কি ফিরেছে? জিজ্ঞাস্য মারিয়াচির।

ব্যাঙ্কের কাজ সেরে খোঁজখবর নিয়েছে জোহান। উত্তরটা হচ্ছে– না।

মারিয়াচি জানায়, দুই-দু'বার পথ হারিয়েছে তারা। চরকির মত ঘুরেছে। একটা পর্যায়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায় আলবার্তো। নিজের মাথায় গুলি করে বসে...

এক সকালে ঘুম ভেঙে দেখল, মরে পড়ে আছে ম্যানুয়েল। ক্ষুধা আর ডিহাইড্রেশনে মৃত্যু হয়েছে তার।

বইঘর.কম

'আমার জেদ,' আক্ষেপ করে বলল সে। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। 'আমার অবুঝ জেদই এজন্য দায়ী। এখানে আসবার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিল ওরা আমাকে। আমি কানে তুলিনি।'

সাঁইতিরিশ

প্রবল আলস্য ভরে পুবাকাশের বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল দিনমণি।

রোববার।

সকালটা প্রাণবন্ত।

আকাশে ভবঘুরে মেঘ। বাতাস বইছে মন্দ-মধুর।

দুই হপ্তার ওপরে এদের সাহচর্যে কাটিয়েছে মারিয়াচি। দেশের জন্যে মন টানছে এবার। গতকাল সন্ধ্যায় ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে সে এই পরিবারের সবার কাছে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

'আমি ভেবেছিলাম, গায়ের জোরে বুঝি মানুষের ভালবাসা আদায় করা যায়। ভেবেছিলাম, আমার শত্রুতা-মূলক আচরণের জবাবে তোমাদের শত্রুতাই আমার প্রাপ্য। অথচ পেলাম অকৃত্রিম আদর-যত্ন-সেবা। আমি চির কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম তোমাদের

সবার কাছে।' ফিরল মনটেরোর দিকে, 'তোমার ওপর থেকে আমার সব দাবি আমি তুলে নিলাম। আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন। ওই লোকটা,' জোহানের দিকে চোখের ইশারা করল, 'কখনও যদি তোমাকে অবহেলা করে বা দুঃখ দেয়; এই বড় ভাইটাকে শুধু একটা খবর দিয়ো।'

প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়ল হিস্পানিক তরুণ।

মেয়েদের হাতে চুমু খেল। দুই ভাইয়ের হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল।

'অ্যাডিয়োস।'

বিদায়-সম্ভাষণ জানাল চারজনে।

একবারও পেছনে তাকাল না মারিয়াচি। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ডান হাত তুলল। কল্পিত রংধনু আঁকল বাতাসে।

জ্যাসন আর মিসেস মিলফোর্ড বাড়ির ভেতরে চলে যাবার পরেও প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা—জোহান আর এলেনা।

আড়চোখে মেয়েটাকে দেখছে জোহান। বলি-বলি করেও অ্যাদ্দিন কথাটা বলতে পারেনি। মারিয়াচির ঝামেলা নেই এখন। কাজেই, এলেনা মুক্ত বিহঙ্গ। আর কি বিলম্ব করা ঠিক হবে? নিদেনপক্ষে নিজের হৃদয়টা তো অর্পণ করা যায়।

গলা খাঁকারি দিল সে। 'মিস মনটেরো...'

ওকে কথা শেষ করতে দিল না মেয়েটা। লাজশরমের মাথা খেয়ে বলল, 'আমি কিন্তু আর বেশি দিন মিস মনটেরো থাকছি না!'

সরাসরি না বললেও অনায়াসে বুঝল জোহান। উত্তাল ঢেউ জাগল বুকে। পরোক্ষ ভাবে সে-ও বলল, 'হাউ অ্যাবাউট মিসেস

মিলফোর্ড, জুনিয়র?'

স্প্যানিশ গোলাপের চোখে জাদু। মুখে হাসি। মোহনীয় ভঙ্গিমায় হাত চালিয়ে চোখের ওপরে এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলো সরিয়ে দিল।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আ খ ম খায়রুল আলম

শিববাটি, বগুড়া ৫৮০০।

দীর্ঘদিন রক বেনন-জন ক্যালকিন-রিও কিড, এদের দেখা না পেয়ে নিজেই বের হয়েছিলাম এদের সন্ধানে। পশ্চিমের নানা শহর ঘুরে যখন আমি ক্লান্ত—তখন ডজ-সিটিতে ড্রিংকের বিনিময়ে জনৈক কাউবয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম এঁরা সবাই ২৪/৪ সেগুন বাগিচায় অবরুদ্ধ হয়ে আছেন! তাই আর দেরি না করে ভয়াল শটগান হাতে সেদিকেই রওনা হচ্ছি।

দেখি ওদের মুক্ত করতে পারি কিনা!

❋ দয়া করে আমাদের এদিকে আসবেন না। কারণ, আপনার চিঠি পড়েই ভয়ে সব হিরো পালিয়েছে। আমাদের কাছে বন্দি হয়ে থাকাটা ওদের কাছে আপনার বে-নিশানা গুলির চেয়ে অনেক বেশি কাম্য। ২৪/৪-এ এসে আপনি গুলি চালালে এখন কয়েকজন তরুণ, সম্ভাবনাময় ওয়েস্টার্ন লেখকই কেবল মারা পড়বেন, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩

গোলাম মাওলা নঈম, দুঃসাহসী একজন ওয়েস্টার্ন লেখক। তিনি পশ্চিমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত চষে বেড়ান। তারপর নিষ্ঠুর ওই পশ্চিম নিয়ে ফাঁদেন দুর্দান্ত দুর্দান্ত ওয়েস্টার্ন কাহিনি। তাঁর শেষ যে বইটি আমি হাতে পেয়েছি সেটির নাম 'একা'। নামটির মধ্যে যেমন শূন্যতা শূন্যতা একটি ভাব আছে, আর তার থেকে বেশি শূন্যতা লক্ষ্য করা গেছে গল্পের নায়ক তরুণ জেমি ট্রেভালিয়নের মাঝে। তার এই শূন্যতা বাবাকে জড়িয়ে।

৪৯৩ পৃষ্ঠার বিশাল এই বইটি পড়তে গিয়ে কখনও তাল হারাইনি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় মনোযোগ ছুটে গেছে লোহা যেমন করে চুম্বকের টানে ছোটে তেমনি। রহস্য, অ্যাকশন আর অ্যাডভেঞ্চারের মিশ্রণ চেখে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন

বলে লেখক গোলাম মাওলা নঈমকে কড়া এক মগ ব্ল্যাক কফি পান করার আহ্বান জানাচ্ছি।

'একা' তো গেল। এখন অপেক্ষায় আছি পরবর্তী বই পাবার আশায়। ইসমাইল আরমান ভাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি ওয়েস্টার্ন জগতে প্রবেশের জন্য। কাজী মায়মুর হোসেনের রক বেনন ও ব্যাগলেকে দারুণ মিস করছি। কাজী শাহনূর হোসেনের প্রতি— প্রতিযোগী, বদলা, জাতশত্রু'র মত আর অন্তত একটি বই কি দেবেন?

অবশেষে ওয়েস্টার্ন সিরিজের জয় হোক।

❋ জয় হোক আপনার মত লৌহ-পাঠকেরও।

নিশাত তাসনিন রুসনা এবং ঝর্না

ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

সুপ্রিয় কাজীদা, শুভেচ্ছা রইল। নতুন ওয়েস্টার্ন বই 'খেসারত', রওশন'দার 'রক্তের ডাক+টোপ' এবং মাসুদ'দার 'অপচেষ্টা' বইগুলি একই সাথে শেষ করলাম। প্রতিটি বইই ভাল লেগেছে, বিশেষ করে 'রক্তের ডাক' ও 'খেসারত' বই দুটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন বইয়ের দাবি রাখে। 'রক্ষা' ও 'ছোবল' এর মত একটু ধীর গতির বই-এর পর 'খেসারতে'র মত প্রাঞ্জল বই উপহার দেওয়ায় নঈমদাকে অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পেলে চাকমার মতামত অনুযায়ী অন্যান্য বইগুলির প্রচ্ছদ মলিন না লাগলেও রনবীর দা'র 'খেসারত' প্রচ্ছদ অত্যধিক ভাল হয়েছে। সব শেষে একটি জিজ্ঞাসা: 'খেসারত'-এ বলা হয়েছে বইটি ক্যালকিন সিরিজের ত্রয়োদশ কাহিনি, অথচ আমার হিসাব অনুযায়ী ১০টি হওয়ার কথা, যথা: হরণ, পতন, খুনেশহর তালাশ, ঘাতক, দূরের পাহাড়-১-২, শকুন, রক্ষা, ছোবল এবং খেসারত। তা হলে কী কাজীদা আমাদের জানার মধ্য থেকে কোনটি বাদ পড়ল? প্লিজ, কাজীদা, জানালে খুশি হই।

পরিশেষে সেবার সাথে জড়িত সবাইকে শীতকালীন গ্রামের ঠাণ্ডা আমেজের স্নিগ্ধ শুভেচ্ছা রইল।

❋ আপনাদের প্রশ্নটি নঈমদার কাছেই রাখছি। তিনি জবাব দিলে সঠিক উত্তরটা জানিয়ে দেব।...শুভেচ্ছা।

মো: জোবায়ের আহমেদ

৫/৪, সি মণিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

আমি তিন গোয়েন্দা ও মাসুদ রানার প্রবীণ পাঠক, ওয়েস্টার্ন বই আমাকে খুব একটা টানত না। কারণ আমি কখনোই ওয়েস্টার্ন পড়িনি। সেদিন সায়েম সোলায়মানের পরিবর্তনের প্রচ্ছদ দেখে কিনে ফেললাম। প্রথমেই অসাধারণ প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদাকে ধন্যবাদ। পরবর্তীতে বইটা পড়ে বুঝলাম কিনে মোটেই ভুল করিনি। জীবনে প্রথম ওয়েস্টার্ন বইটা আমার খুবই ভাল লেগেছে। সায়েম সোলায়মানকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেবেন। এখন থেকে আমি ওয়েস্টার্নের নিয়মিত পাঠক। বিশেষ করে সোলায়মান ভাইয়ের। সেবা'র সবাইকে ধন্যবাদ।

❋ আপনাকেও।

WWW.BOIGHAR.COM